পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 317 Wednesday, 22 October, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ৩১৭ সংখ্যা ✱ ৪ কার্তিক ১৪৩২, বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

আরএসএস-বিজেপির বৈঠকে রণকৌশল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবরঃ ২০২৬-এর পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠকে বিজেপি ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। চলতি বছর প্রায় শেষ হওয়ার পথে। তার আগেই সব প্রস্তুতি সেরে ফেলতে চায় গেরুয়া শিবির। ভোটের প্রচারে রাজ্য সরকারের নীতিগত ব্যর্থতা ও দুর্নীতির বিষয় বেশি করে সামনে আনা হবে বলে ঠিক করা হয়েছে, প্রচারে ঝড় তুলবেন বিজেপির নেতা কর্মীরা। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যক্তিগত আক্রমণ তুলনামূলকভাবে কম করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। কয়েকদিন আগেই ভোট কৌশল নিয়ে হওয়া বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গ বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনশল, সহকারী পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক ভূপেন্দ্র যাদব, সহকারী নির্বাচনী পর্যবেক্ষক বিপ্লব দেব প্রমুখ। বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের কয়েকজনও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। আরএসএসের পক্ষে কয়েকজন প্রতিনিধি ছাড়াও কেন্দ্রীয় ও এ রাজ্যের কয়েকজন শীর্ষ নেতা উপস্থিত ছিলেন সেখানে। আলোচনায় উঠে এসেছে যে, গত বিধানসভা নির্বাচন অর্থাৎ ২০২১ সালের ভোট নিয়ে নেতা কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ অনেক বেশি ছিল। কিন্তু মাঠের প্রস্তুতি কম ছিল। আর এবার মাঠের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি অনেক বেশি বলেই মনে করছে বৈঠকে উপস্থিত নেতৃত্ব। কোন বিষয়কে সামনে রেখে প্রচার করা হবে, তা নিয়ে আলোচনা করেছে আরএসএস ও বিজেপি। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের ফলে সীমান্তবর্তী এলাকায় জনসংখ্যার ভারসাম্যের বদল হয়েছে, এই বিষয়টি যেমন তুলে ধরা হবে, তেমনই মনে করিয়ে দেওয়া হবে, সেই বদলে জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। তার সঙ্গে যুক্ত করা হবে অনুপ্রবেশের ফলে কর্মসংস্থান আর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কথা। রাজ্য সরকারের মদতেই যে এটা হচ্ছে, তা জনগণকে বোঝানোর কাজ করবে বিজেপি। সূত্রের খবর, দুর্নীতিতে জড়িয়ে থাকা নেতা-মন্ত্রীকে নিশানা করা হবে প্রচারে। এছাড়া কয়লা, বালি, শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতির উপর জোর দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে সরকারি অর্থ তছরুপের ঘটনাকেও প্রচারে অস্ত্র করতে পারে গেরুয়া শিবির। অর্থনীতির বেহাল দশা আর যুব সমাজের পরিযায়ী হয়ে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়াও গুরুত্ব পাবে বিজেপির ২০২৬ সালের ভোট প্রচারে। নারী নিরাপত্তা নিয়ে নিয়মিত মহিলা ও যুব মোর্চা যাতে রাস্তায় নামে তার দিকেও নজর দেওয়ার প্রসঙ্গ বৈঠকে উঠে এসেছে। বুথ শক্তিশালী করার উপর আবারও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বৈঠকে। সেই সঙ্গে আগামী বছরের গোড়ায় উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে হিন্দু সম্মেলন করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে বৈঠকে।

দীপাবলিতেও জনসংযোগে তৃণমূলের ‘সেনাপতি’

নিজস্ব প্রতিনিধি, নৈহাটি, ২১ অক্টোবরঃ কালীপুজোর পরের দিন, মঙ্গলবার দুপুরে নৈহাটি বড়মার মন্দিরে পুজো দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন দুপুরে সেখানে পৌঁছন তিনি। প্রথমে মন্দিরে গিয়ে কিছুটা সময় কাটান অভিষেক। অংশ নেন মায়ের বিশেষ পুজোতেও। এরপর মন্দিরের পাশেই মণ্ডপে থাকা বড়মার মূর্তির সামনে একেবারে নিচে বসে পুজো দিতে দেখা যায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। শুধু তাই নয়, একেবারে প্রদীপ দেখিয়ে সারেন মায়ের আরতিও। কালীপুজোর পরের দিন। স্বভাবতই এদিন নৈহাটিতে বড়মার মন্দিরে ছিল ভক্তদের ভিড়। এর মধ্যেই প্রথমে মন্দিরে পরে মণ্ডপে পৌঁছন অভিষেক। তার মাঝেই সারেন জনসংযোগ। দু’পাশে দাঁড়ানো মানুষের উদ্দেশ্যে কখনও অভিষেক হাত নাড়তে দেখা যায়, আবার কখনও রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা শিশুর স্নেহের হাত দেন। এদিন অভিষেকের সঙ্গে ছিলেন বারাকপুরের তৃণমূলের সাংসদ পার্থ ভৌমিক-সহ একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব। সোমবার অর্থাৎ কালীপুজোর দিন বিকেলে লেক কালীবাড়িতে গিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে রাজ্যবাসীর জন্য সুস্থতা ও সৌভাগ্য কামনা করেন তিনি। দেন পুজোও। এরপর লেক কালীবাড়ি থেকে থেকে বেরিয়ে সোজা চলে যান কালীঘাটের বাড়িতে। সোমবার ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে কালীপুজো। সেখানেই শ্যামার আরাধনায় মগ্ন হন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। বলে রাখা প্রয়োজন, দুর্গাপুজোর সময়েও বিভিন্ন মণ্ডপে মণ্ডপ ঘুরতে দেখা গিয়েছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কখনও পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ফুচকা খাওয়া আবার কখনও তাঁদের হাতে উপহার তুলে দিয়ে দেখা যায় তাঁকে। এবারও কালীপুজোয় লেক কালীবাড়ি, নৈহাটির বড়মাকে পুজো দিলেন অভিষেক। এর আগে ২০২৩ সালে, বড়মার মন্দিরটি নতুন করে স্থাপনের পর উদ্বোধনের সময় সেখানে গিয়েছিলেন তিনি। এরপর ফের আজ মঙ্গলবার সেখানে গেলেন।

দীপাবলিতে দেশবাসীর উদ্দেশে খোলা চিঠি মোদির

ভগবান রামের সাহসেরই প্রতিফলন ‘অপারেশন সিঁদুর’

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবরঃ দীপাবলি উপলক্ষে দেশবাসীর উদ্দেশে এক আবেগপূর্ণ খোলা চিঠি লিখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানে তিনি তুলে ধরেছেন ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর সাহসিকতা থেকে শুরু করে মাওবাদী দমন, দেশীয় পণ্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা এবং দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির কথা। চিঠির শুরুতেই দীপাবলির শুভেচ্ছা জানিয়ে মোদি লেখেন, ‘‘অযোধ্যার রামমন্দির নির্মাণের পর এটি দ্বিতীয় দীপাবলি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা দেন ভগবান রাম। সেই সাহসেরই প্রতিফলন আমরা দেখেছি ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর সময়। ভারত সে সময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছে।’’ এরপর তিনি বলেন, এ বছরের দীপাবলি দেশের জন্য বিশেষ কারণ, ‘‘এখন দেশের বহু প্রত্যন্ত অঞ্চলেও দীপাবলি উদযাপিত হচ্ছে, যেখানে এক সময় মাওবাদীরা আধিপত্য বিস্তার করেছিল। আমরা সফলভাবে মাওবাদকে মূল থেকে নির্মূল করতে পেরেছি। অনেকে সহিংসতার পথ ছেড়ে শান্তির পথে ফিরে এসে সংবিধানের প্রতি আস্থা রেখেছেন- এটা গোটা জাতির জয়।’’ চিঠিতে মোদি কেন্দ্রের সাম্প্রতিক উদ্যোগ ‘জিএসটি সাশ্রয় উৎসব’-এর কথাও উল্লেখ করেন। তাঁর দাবি, ‘‘এই উৎসবের মাধ্যমে দেশবাসী হাজার হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করেছেন।’’ বিশ্বজুড়ে নানা অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যেও ভারত যে দৃঢ়ভাবে এগোচ্ছে, সে কথাও বলেন তিনি- ‘‘আজ ভারত একাধারে স্থিতিশীল ও সংবেদনশীল অর্থনীতি। আমরা দ্রুত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি হওয়ার পথে।’’ দেশের উন্নয়নযাত্রায় জনগণের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ‘‘বিকশিত ও আত্মনির্ভর ভারতের পথে প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য- দেশকে অগ্রাধিকার দেওয়া। দেশীয় পণ্য কেনার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে, স্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দিতে হবে, এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে।’’ চিঠির শেষে মোদির আহ্বান, ‘‘আসুন আমরা ভারতের প্রতিটি ভাষাকে সম্মান করি, নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও গর্ব অনুভব করি। দীপাবলির আলো হোক নতুন ভারতের আলোকবর্তিকা।’’

ভোটের মুখে নাম প্রত্যাহার তিন প্রার্থীর, প্রশান্তের দাবি, ‘বিজেপি হুমকি দিচ্ছে’

সংবাদ সংস্থা, পাটনা, ২১ অক্টোবরঃ বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আর কয়েক সপ্তাহ বাকি। কিন্তু তার আগে ফের বিজেপিকে নিশানা করলেন জন সুরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোর। তাঁর অভিযোগ, দলীয় প্রার্থীদের ভয় দেখিয়ে মনোনয়ন তুলিয়ে নিয়েছে গেরুয়া শিবির। নির্বাচনের মুখে প্রশান্ত কিশোরের দলের তিন প্রার্থী নিজেদের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এই ইস্যুতে কিশোরের দাবি, বিজেপির চাপেই ওই তিনজন প্রার্থী লড়াই থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে তিনি নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানাবেন বলেও জানান। প্রশান্ত কিশোরের বক্তব্য, ‘‘বিজেপি এমন একটা ভাবমূর্তি তৈরি করেছে যে, ভোটে যেই জিতুক, সরকার গড়ে ওরাই। জন সুরাজকে ওরা ‘ভোট কাটার দল’ বলেছিল। কিন্তু ভোটের আগে থেকেই এনডিএ ভয় পেয়েছে।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘বিজেপি মহাজোটকে ভয় পায় না। উল্টে মানুষকে ভয় দেখায়। বলে, যদি বিজেপিকে ভোট না দাও, তবে লালু যাদবের ‘জঙ্গল রাজ’ ফিরে আসবে। কিন্তু এখন মানুষের সামনে নতুন বিকল্প এসেছে - জন সুরাজ। এটাই সেই পথ, যা ৩০ বছরের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবে।’’ জন সুরাজের তিন প্রার্থী - দানাপুরের মুতুর শাহ, ব্রহ্মপুরের সত্যপ্রকাশ তিওয়ারি এবং গোপালগঞ্জের শশী শেঠি শিনহা মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছে। প্রশান্ত কিশোরের স্পষ্ট দাবি, বিজেপির চাপেই তাঁরা এটা করতে বাধ্য হয়েছেন। তবে এতে বিচলিত হচ্ছেন না প্রশান্ত কিশোর। স্পষ্ট বলেন, ‘‘জন সুরাজের ২৪০ জন যোদ্ধা এখনও ময়দানে আছেন। এনডিএ যতই প্রার্থী কিনুক, ভয় দেখাক, বা আটকাক - আমরা পিছিয়ে যাব না। ১৪ নভেম্বর, ভোটগণনার দিন সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।’’ এর আগে তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দাবি করেছিলেন, তাঁর দল, জন সুরাজ পার্টি (জেএসপি)-র ওপর যদি আস্থা রাখে বিহারের মানুষ, তবে ঝুলিতে আসবে ১৫০টিরও বেশি আসন। আর যদি তেমন না হয়, মানুষ বিশ্বাস করতে না পারেন, তাহলে ১০টি আসনও মিলবে না। বিজেপি-জেডিইউ-নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট ও আরজেডি-কংগ্রেস জোট ‘ইন্ডিয়া ব্লক’, দু’পক্ষকেই একহাত নিয়ে বলেন, ‘‘এখন বলটা পুরোপুরি বিহারের মানুষের কোর্টে। তারা সিদ্ধান্ত নেবেন, কেমন সরকার আর কেমন নেতা চান। যদি আগের মতোই দুঃখ-কষ্টে বাঁচতে চান, তাহলে যাকে খুশি বেছে নিক। ভাল শাসন আর সন্তানদের ভবিষ্যত উন্নত করতে হলে জন সুরাজ পার্টি আছে।’’ ১৫০ মানে জয়, আর নাহলে পরাজয়, স্পষ্ট করেন তিনি। এবার বিহারের ২৪৩ আসনেই লড়বে তাঁর দল, জোটে যাওয়ার প্রশ্নই নেই!

উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত ১৭৩টি স্কুল, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শুরু হচ্ছে সংস্কার অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবরঃ প্রবল বর্ষণ, ধস আর নদীর ফুলে ওঠা জলে লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা। তাতে রাস্তা, সেতু, ঘরবাড়ি যেমন ক্ষতিগ্রস্ত, তেমনি ভয়াবহ ক্ষতি হয়েছে শিক্ষা পরিকাঠামোরও। প্রশাসন সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গের চার জেলা- দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে মোট ১৭৩টি স্কুল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোথাও শ্রেণিকক্ষের দেওয়াল ফাটল ধরা, কোথাও সিঁড়ি ও সীমানা প্রাচীর ধসে পড়েছে, আবার কোথাও ছাদ বা টয়লেট ভেঙে পড়েছে। তার মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে স্কুলগুলির দ্রুত সংস্কারের কাজ শুরু করছে শিক্ষা দফতর। পুজোর ছুটির মধ্যেই মেরামতের কাজ সম্পন্ন করতে জেলা প্রশাসনকে তৎপর হতে বলা হয়েছে। গত সপ্তাহেই দার্জিলিংয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রাথমিক স্কুল, হাইস্কুল ও কলেজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দ্রুত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মেরামতের ব্যবস্থা করা হবে। তাঁর নির্দেশ মেনে ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত রিপোর্ট সংগ্রহ করেছে শিক্ষা দফতর। প্রশাসন সূত্রে খবর, ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলগুলির মধ্যে ৯৪টি প্রাথমিক স্কুল, বাকি ৭৯টি হাইস্কুল। সর্বাধিক ক্ষতি হয়েছে দার্জিলিং জেলায়- পাহাড়ি এলাকায় ৩০টিরও বেশি স্কুল আক্রান্ত। তার মধ্যে ২০টি হাইস্কুল ও ১২টি প্রাথমিক স্কুল। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মধ্যে রয়েছে দার্জিলিং শহর, রংভি, সুখিয়াপোখরি, ঘুম, লামাহাটা, দুধিয়া, টুংসুং, পানিঘাটা প্রভৃতি। এক প্রশাসনিক আধিকারিক জানিয়েছেন, একটি প্রাথমিক স্কুলে ছাত্রছাত্রী না থাকলেও টয়লেট সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছে। একটি স্কুলে পাহাড়ের মাটি ও ব। পাথর নেমে পড়ায় ভবন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রায় দশটি স্কুলের দেওয়াল, তিন-চারটি স্কুলের ছাদ, দু’টির পিলার ও পাইপলাইন, কয়েকটি স্কুল ও হোস্টেলের টয়লেট ভেঙে পড়েছে। এরই মধ্যে জেলা প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলগুলির ছবি তুলে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়েছে। দার্জিলিং জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক ও হাইস্কুল) তাপস বিশ্বাস বলেন, ‘‘ব্লক প্রশাসনের সহযোগিতায় তালিকা তৈরি করে পাঠানো হয়েছে। আশা করছি, শীঘ্রই সংস্কার কাজ শুরু হবে।’’ অভিভাবকদের দাবি, স্কুলে এখন পুজোর ছুটি চলছে। এই সময়টাকেই কাজে লাগিয়ে সংস্কারের কাজ শেষ করা উচিত। না হলে স্কুল খোলার পর পড়ুয়াদের বিপজ্জনক ভবনে ক্লাস করতে হবে, যা বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি করবে। উত্তরবঙ্গের শিক্ষা পরিকাঠামো পুনর্গঠনে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার ১০ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নিয়েছে। পাহাড় থেকে সমতল- সব জেলার ছাত্রছাত্রীদের নিরাপদ পরিবেশ ফেরাতে আপাতত সেই দিকেই নজর প্রশাসনের।

৬০ বছরেও ভোটার কার্ড নেই!

খাস কলকাতায় আজব অভিজ্ঞতার মুখে ভোট কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবরঃ পুজোর পরই পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় পরিমার্জন তথা এসআইআর হবে বলে অনুমান করা হয়েছিল আগেই। দফায় দফায় বৈঠক সেরেছেন নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা। যে কোনও সময় সমীক্ষা শুরু হয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই আবহে শুরু হয়েছে ভোটার তালিকায় নাম তোলার হিড়িক। আর সেই নাম তুলতে গিয়েই আজব অভিজ্ঞতার মুখে ভোটকর্মীরা। এসআইআর নিয়ে আলোচনা শুরু হওয়ার পর ভোটার তালিকায় নাম তুলতে যাচ্ছেন অনেকেই। নাম তোলার কাজ করছেন বিএলও-রা। তবে সেই নাম তুলতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, অনেকেরই বয়স ৬০-এর বেশি হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের নাম এখনও নেই ভোটার তালিকায়। আর তাতেই অবাক ভোটকর্মীরা। খাস কলকাতায় ভোটার তালিকায় নাম তুলতে বয়স্কদের ভিড়। বিশেষত, কসবা, বন্দর, বাইপাস লাগোয়া এলাকায় দেখা যাচ্ছে এই ছবি। যাঁরা ভোটার তালিকায় নাম তুলতে যাচ্ছেন, তাদের মধ্যে ৩০ শতাংশের বয়স ৪৫ থেকে ৬০ বছর। বিএলওরা এই বিষয়ে অভিযোগ জানাচ্ছেন। এই অভিযোগের কথা শুনে বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেন, ‘‘যে অনুপ্রবেশকারীরা এরই মধ্যে বাংলায় প্রবেশ করেছে, তারাই নাম তোলার চেষ্টা করছে। নাহলে ৬০ বছর হয়ে গিয়েছে, অথচ নাম নেই, তা হতেই পারে না। এতদিন বাংলাদেশে বা মায়ানমারে ছিলেন। রোহিঙ্গাও আছে এর মধ্যে।’’ তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, যাঁরা নাম তুলতে যাচ্ছেন তাঁদের সবারই বাকি নথিপত্র রয়েছে, লাইসেন্স আছে, বার্থ সার্টিফিকেট আছে। এতদিন প্রচুর মানুষ ভোটমবিমুখ ছিলেন। তাই তাঁরা উৎসাহ দেখাননি। এবার এসআইআরের নামে ভয় দেখানো হচ্ছে। তাই ভোটার তালিকায় নাম তুলতে যাচ্ছেন।

সিইও-দের সঙ্গে বৈঠকে বসছে কমিশন, তারপরই কি বাংলায় এসআইআর-র ঘোষণা?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবরঃ বিহারে বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা-র পরই ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়েছে। বাংলাতেও কি এসআইআর-এর পরই বিধানসভা নির্বাচন হবে? বেশ কিছুদিন ধরে এই নিয়ে জল্পনা চলছে। এই আবহে সব রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। রাজধানী দিল্লিতে ২ দিনের বৈঠক হবে। বুধ ও বৃহস্পতিবার সিইও-দের সঙ্গে বৈঠক মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। বিহারে বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর দেখা গিয়েছিল। বিরোধীরা নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল। তবে নির্বাচন কমিশন জানায়, স্বচ্ছ ভোটার তালিকার জন্যই এসআইআর করা হয়েছে। প্রশ্ন ওঠে, বিহারের মতো অন্য রাজ্যগুলিতেও কি এসআইআর হবে? নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট করে দেয়, দেশব্যাপীই এসআইআর হবে। তবে প্রাথমিকভাবে যে রাজ্যগুলিতে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে, সেই রাজ্যগুলিতে আগে এসআইআর শেষ করতে কমিশন যে তপর, তা বুঝিয়ে দেয়। আর মাস সাতেক পর বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে বাংলায় এসআইআর হবে কি না, তা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই জল্পনা চলছে। বিজেপি নেতারা বলছেন, এসআইআর হওয়ার পরই বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন হবে। এমনকি, রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল যখন এই নিয়ে সরব, তখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও স্পষ্ট করে দেন, বাংলায় এসআইআর হবে। বাংলায় এসআইআর নিয়ে যে নির্বাচন কমিশনও তৎপর হয়েছে, তা কমিশনের একাধিক পদক্ষেপে স্পষ্ট। গত সপ্তাহেই ম্যাপিং অ্যান্ড ম্যাচিংয়ের কাজ শেষ করতে জেলাগুলির আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। বাংলায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা শুরুর আগে ম্যাপিং অ্যান্ড ম্যাচিংকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিচ্ছে কমিশন। কারণ, জেলায় জেলায় ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে ২০২৫ সালের ভোটার তালিকার পার্থক্য কতটা, তা জানা যাবে ম্যাপিং অ্যান্ড ম্যাচিংয়ে। এতে এসআইআর-এর ক্ষেত্রে সুবিধা হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। নির্বাচন কমিশন বাংলায় যত দ্রুত সম্ভব এসআইআর শুরু করতে চাইছে বলে জানা গিয়েছে। বাংলার পাশাপাশি আর কোন রাজ্যে এই মুহূর্তে এসআইআর শুরু করতে পারে কমিশন, তা নিয়েও জল্পনা চলছে। এই পরিস্থিতিতে এসআইআর নিয়ে বুধ ও বৃহস্পতিবার সব রাজ্যের সিইও-দের সঙ্গে বৈঠকে বসছে কমিশন। ওই বৈঠকে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সেটাই এখন দেখার। ওই বৈঠকের পর বাংলায় এসআইআর শুরুর ঘোষণা হবে কি না, তা নিয়েও জল্পনা বাড়ছে।

অন্যদিকে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া নিয়ে চলা রাজনৈতিক তরজার মাঝেই বড় পদক্ষেপ নিল নির্বাচন কমিশন। ভোটারদের পরিচয় যাচাইয়ে স্বচ্ছতা আনতে এবার ‘ই-সাইন’ প্রযুক্তি চালু করল ইসি। কমিশনের দাবি, এই নতুন ব্যবস্থা চালু হলে অনলাইন আবেদনের মাধ্যমে ভুয়ো বা ভুলভাবে নাম তোলার কিংবা মুছে দেওয়ার সম্ভাবনা কার্যত বন্ধ হবে। গত সেপ্টেম্বরে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি অভিযোগ করেছিলেন, অনলাইনে প্রায় ৬ হাজার ভোটারের নাম মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে। তাঁর দাবি ছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃত ভোটারদের নাম ও তথ্য অপব্যবহার করে এই আবেদন জমা দেওয়া হচ্ছে। এমনকি ফর্ম জমা দেওয়ার সময় ব্যবহৃত মোবাইল নম্বরও প্রকৃত ভোটারদের ছিল না। এই বিতর্কের পরই নতুন পদক্ষেপে নামল কমিশন। ইসি আইনের পোর্টাল ও অ্যাপে চালু হওয়া এই ‘ই-সাইন’ ব্যবস্থা ব্যবহার করা যাবে ভোটার তালিকার নতুন রেজিস্ট্রেশন, নাম বাদ দেওয়া বা সংশোধনের ক্ষেত্রে-অর্থাৎ ফর্ম ৬, ৭ ও ৮ পূরণের সময়। এবার থেকে আবেদনকারীকে তাঁর আধার-লিঙ্কযুক্ত মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে নিজের পরিচয় যাচাই করতে হবে। কিন্তু কীভাবে কাজ করবে এই প্রযুক্তি? প্রথমে ফর্ম পূরণের পর ই-সাইন সিস্টেম জানতে চাইবে, ভোটার কার্ড ও আধারে দেওয়া নাম এক কি না। এরপর আধারের সঙ্গে যুক্ত ফোন নম্বরে একটি ওটিপি যাবে। সেই ওটিপি দিয়ে যাচাই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করলেই আবেদন গৃহীত হবে। কমিশনের এক আধিকারিকের কথায়, আগে যাচাই ছাড়াই কেউ আবেদন জমা দিতে পারতেন। এখন থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আধার-লিঙ্কযুক্ত ফোন নম্বর ছাড়া কোনও পরিবর্তন সম্ভব নয়। ফলে স্বচ্ছতা বাড়বে এবং জালিয়াতির সুযোগ কমবে। ইসি সূত্রে খবর, ই-সাইন প্রযুক্তির লক্ষ্য একটাই-ভোটার তালিকা আরও নির্ভুল, স্বচ্ছ ও নিরাপদ করা। এবার থেকে আর কেউ চাইলেই অন্যের নামে ফর্ম পূরণ করতে পারবেন না। ফলে রাজনৈতিক অভিযোগের মাঝেও নির্বাচন কমিশনের বার্তা স্পষ্ট-ভোটার তালিকার স্বচ্ছতার প্রসঙ্গে কোনও আপস নয়।

বাবার সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্ক! মৃত্যুর আগে ভিডিও বার্তা ছেলের

অভিযুক্ত পাঞ্জাবের প্রাক্তন মন্ত্রী

সংবাদ সংস্থা, অমৃতসর, ২১ অক্টোবরঃ ছেলের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় পাঞ্জাবের প্রাক্তন মন্ত্রী ও কংগ্রেস নেত্রী রাজিয়া সুলতানা এবং তাঁর স্বামী, রাজ্যের প্রাক্তন ডিজি মহম্মদ মুস্তাফার বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। কয়েক দিন আগে পঞ্চকুল্লার বাসভবন থেকে ৩৩ বছরের আকিল আখতারকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছিল। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পরিবারের দাবি, অতিরিক্ত ওষুধ সেবনের কারণেই মৃত্যু হয়েছে আকিলের। প্রথমে পুলিশও ধরে নেয়, এটি একেবারে স্বাভাবিক মৃত্যু। কিন্তু কয়েকটি ভিডিও এবং এক প্রতিবেশীর অভিযোগ সামনে আসতেই তদন্তের মোড় ঘুরে যায়। আগস্ট মাসে রেকর্ড করা এক ভিডিওয় আকিল অভিযোগ করেন, তাঁর স্ত্রী এবং বাবা - দু’জনের মধ্যে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল! আকিলের বক্তব্য, ‘‘আমার স্ত্রীর সঙ্গে বাবার সম্পর্কের কথা জানতে পেরে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছি। প্রতিদিন ভয় হয়, ওরা মিথ্যা মামলায় ফাঁসাবে।’’ আকিল আরও বলেন, তাঁর মা রাজিয়া এবং বোনও এই ষড়যন্ত্রে যুক্ত। তাঁর অভিযোগ, ‘‘ওরা আমাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেবে বা খুন করবে, এই আশঙ্কা সব সময় মনে হয়।’’ তাঁর দাবি, ‘‘বিয়ের আগেই স্ত্রী ও বাবা একে অপরকে চিনতেন। বিয়ের পর প্রথম দিনই স্ত্রী আমাকে স্পর্শ করতে দেননি। আসলে সে আমাকে নয়, বিয়ে করেছে আমার বাবাকে’’, বলেন আকিল। ভিডিওয় আকিল আরও বিস্ফোরক অভিযোগ করেন। দাবি করেন, পরিবারের লোকেরা তাঁকে বারবার ‘পাগল’ বলে প্রমাণের চেষ্টা করতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, ‘‘যখনই যুক্তি দিতাম, ওরা কথার বিষয় পাল্টে দিত। শেষে আমাকে রিহ্যাবে পাঠানো হয়। কিন্তু আমি তখন সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলাম।’’ ভিডিওর এক জায়গায় আকিল বলেন, ‘‘আমার সব টাকা নিয়ে নিয়েছে ওরা। কেউ আমাকে সাহায্য করুন, আমাকে বাঁচান।’’ এমনকী নিজের মেয়ের পিতৃত্ব নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেন তিনি। যদিও পরবর্তী সময়ে আরও এক ভিডিওয় আকিল সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলেন। জানান, তিনি স্কিজোফ্রেনিয়ায় ভুগছিলেন এবং পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি অসুস্থ অবস্থায় করেছিলেন। সেখানে আকিল বলেন, ‘‘আমি অসুস্থ ছিলাম, কিছু বুঝতাম না। এখন সুস্থ। আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ, এমন পরিবার পেয়ে।’’ তবে ভিডিওর শেষে আবার তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘‘ওরা কি আমাকে মেরে ফেলবে? সবাই বদমাশ।’’ পঞ্চকুল্লার ডেপুটি পুলিশ কমিশনার সৃষ্টি গুপ্ত জানান, প্রথমে কোনও অনিয়মের ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। কিন্তু এক ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধুর অভিযোগ এবং সামাজিক মাধ্যমে পাওয়া ভিডিও ও ছবি সন্দেহ জাগিয়েছে। সেই কারণেই এফআইআর দায়ের হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগকারী শামসুদ্দিন পরিবারটির ঘনিষ্ঠ। তাঁর দেওয়া তথ্য এবং আকিলের ভিডিও-ফুটেজের সত্যতা যাচাই করছে বিশেষ তদন্তকারী দল। এখন রাজিয়া সুলতানা, মহম্মদ মুস্তাফা, আকিলের স্ত্রী এবং বোন - এই চারজনের বিরুদ্ধেই তদন্ত চলছে। পুলিশের দাবি, ভিডিওগুলির ফরেনসিক বিশ্লেষণই নির্ধারণ করবে এটি আত্মহত্যা, না পরিকল্পিত খুন।

পুলিশ বাহিনীর অটল নিষ্ঠা দেশ ও জনগণকে সুরক্ষিত রাখে ঃপ্রধানমন্ত্রী

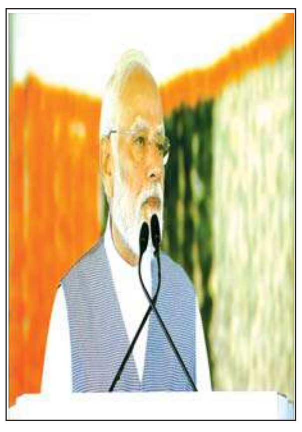

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর ঃ পুলিশ বাহিনীর অটল নিষ্ঠা দেশ ও জনগণকে সুরক্ষিত রাখে, মঙ্গলবার এক্স মাধ্যমে এমনটাই লিখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পুলিশ স্মৃতি উদযাপন দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদী মঙ্গলবার সকালে এক্স মাধ্যমে জানান, পুলিশ স্মৃতি দিবসে, আমরা আমাদের পুলিশ কর্মীদের সাহসিকতাকে স্যালুট জানাই এবং কর্তব্য পালনে তাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগের কথা স্মরণ করি।
প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও উল্লেখ করেন, পুলিশ বাহিনীর দৃঢ় নিষ্ঠা আমাদের দেশ এবং জনগণকে সুরক্ষিত রাখে। সংকটের সময়ে এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে তাঁদের সাহসিকতা এবং অঙ্গীকার প্রশংসনীয়। উল্লেখ্য, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং পুলিশ স্মৃতি উদযাপন দিবসে নতুন দিল্লির জাতীয় পুলিশ স্মারকে এদিন সকালে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ১৯৫৯ সালের ২১ অক্টোবর লাদাখের উষ্ণপ্রস্রবণে সশস্ত্র চীনা সৈন্যদের মোকাবিলা করতে গিয়ে ১০ জন পুলিশ শহীদ হন। তাঁদের স্মৃতিতে প্রতি বছর এই দিনটি পালন করা হয়।

ভারতীয় চলচ্চিত্রে আসরানির অবদান সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে ঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর ঃ দীপাবলির আনঃদের মাঝেই আসে দু ঃসংবাদ। আলোর উৎসব ম্লান করে চলে গেলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা গোবর্ধন আসরানি। কৌতুকাভিনেতার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। শোকস্তব্ধ বলিউড। খবর, দীর্ঘ রোগভোগের পর সোমবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। আসরানির প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।মঙ্গলবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, গোবর্ধন আসরানি জির মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। একজন প্রতিভাবান বিনোদনবিদ এবং একজন সত্যিকারের বহুমুখী শিল্পী, তিনি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে দর্শকদের বিনোদন দিয়েছিলেন। বিশেষ করে তিনি তাঁর অবিস্মরণীয় অভিনয়ের মাধ্যমে অসংখ্য জীবনে আনন্দ এবং হাসি জুগিয়েছিলেন। ভারতীয় চলচ্চিত্রে তাঁর অবদান সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর পরিবার এবং অনুরাগীদের প্রতি আমার সমবেদনা। ওম শান্তি।

দীপাবলির শুভেচ্ছার জন্য নেতানিয়াহুকে ধন্যবাদ মোদীর, জানালেন জন্মদিনের শুভকামনা

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবরঃ আলোর উৎসব দীপাবলি উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদী এবং সমগ্র ভারতবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। সে জন্য মঙ্গলবার ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।পাশাপাশি নেতানিয়াহুকে জন্মদিনেরও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তাঁর দীর্ঘায়ু ও সর্বদা সুস্থতার জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী মোদী মঙ্গলবার এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, আমার প্রিয় বন্ধু, তোমার উষ্ণ দীপাবলির শুভেচ্ছার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার জন্মদিনেও আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। তোমার সুস্বাস্থ্য এবং সাফল্য কামনা করছি। ভবিষ্যতে ভারত-ইজরায়েল কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও সমৃদ্ধ হোক।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

পুলিশ স্মৃতি দিবসে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা, কর্তব্যনিষ্ঠ পুলিশদের প্রশংসায় যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২১ অক্টোবর ঃআজকের দিনটি ছিল উত্তর প্রদেশ পুলিশের ইতিহাসে এক বিশেষ অধ্যায়-পুলিশ স্মৃতি দিবস। রাজ্যের রাজধানী লখনউয়ের রিজার্ভ পুলিশ লাইনে অনুষ্ঠিত এই আনুষ্ঠানিকতা শুধু শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং এটি ছিল এক গভীর আত্মসমীক্ষা, এক প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি-যে প্রতিশ্রুতির নাম কর্তব্য, শৃঙ্খলা, আর মানুষের নিরাপত্তা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নিজে উপস্থিত থেকে শহীদ পুলিশ সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, তাঁদের ত্যাগের সামনে মাথা নত করেন, এবং বলেন-অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতেও উত্তর প্রদেশ পুলিশ তাঁদের দায়িত্বকে সর্বাগ্রে রেখেছে। অপরাধ দমন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সমাজে সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, রাজ্যের পুলিশ বাহিনী শুধু কর্তব্যপরায়ণ নয়, একনিষ্ঠও বটে। তিনি বলেন, আজকের দিনে আমরা শুধু তাঁদের স্মরণ করছি না, আমরা তাঁদের আদর্শের দিশা মেনে চলার অঙ্গীকার করছি। আমাদের পুলিশ বাহিনী দেশের সুরক্ষা ব্যবস্থার এক অগ্রণী স্তম্ভ হয়ে উঠেছে। তারা যখন দুষ্কৃতিদের মোকাবিলা করে, তখন নিজের জীবনকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে।যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেন, ২০২৫ সালের প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভ আমাদের জন্য এক বিশাল আয়োজন হতে চলেছে। সেখানে উত্তর প্রদেশ পুলিশ, কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী এবং প্রশাসন একসঙ্গে এমন এক শৃঙ্খলার নিদর্শন সৃষ্টি করেছে, যা ভবিষ্যতের জন্য মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হবে। সেই সময় রাজ্যের পুলিশ সদস্যরা শুধু নিরাপত্তা নিশ্চিত করেননি, বরং মানবিকতারও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আমাদের পুলিশ বাহিনী আজ এমন এক জায়গায় পৌঁছেছে, যেখানে শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠা তাঁদের পরিচয়ের মূল ভিত্তি।মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরও জানান, রাজ্যের প্রশাসন এবং পুলিশ সদস্যদের কল্যাণে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের সরকার ইতিমধ্যে রাজ্যের জেলা ও ইউনিটগুলিতে মোতায়েন থাকা পুলিশ সদস্যদের সুবিধার্থে ৩.৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। পাশাপাশি তাঁদের কল্যাণমূলক উদ্যোগগুলির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৮ কোটি টাকা। আমরা বিশ্বাস করি, যে বাহিনী দিনরাত মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে, তাঁদেরও প্রয়োজন নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং মর্যাদার নিশ্চয়তা।এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে.যোগী আদিত্যনাথ একদিকে যেমন পুলিশ বাহিনীর অবদানের স্বীকৃতি দেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁদের পরিবারের প্রতিও সহানুভূতির সুরে কথা বলেন। তিনি বলেন, যে পরিবার একজন শহীদ পুলিশ সদস্যকে হারায়, তারা দেশের জন্য এক অমূল্য ত্যাগ স্বীকার করে। আমরা তাঁদের পাশে আছি, থাকবও। রাজ্য সরকার শহীদ পরিবারগুলির আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর।উত্তর প্রদেশ পুলিশের ডিজিপি রাজীব কৃষ্ণ এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, গত বছরে মোট ১৮৬ জন সাহসী জওয়ান কর্তব্য পালনকালে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের মধ্যে উত্তর প্রদেশের ৩ জন পুলিশ সদস্য শহীদ হয়েছেন। তাঁদের আত্মত্যাগ আমাদের কাছে এক অনন্ত প্রেরণা।রাজীব কৃষ্ণের বক্তব্যে ফুটে উঠেছে পুলিশ বাহিনীর অন্তর্নিহিত আত্মসম্মান ও গর্বের ছাপ। তিনি বলেন, একজন পুলিশ সদস্যের জীবন মানে দায়িত্ব, আর দায়িত্ব মানেই ত্যাগ। তারা জানে না কখন বিপদ সামনে এসে দাঁড়াবে, তবু তারা পিছিয়ে যায় না।

রাজ্যের প্রতিটি থানায়, প্রতিটি জেলার পুলিশ সদস্যরা সেই একই আত্মত্যাগের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করছেন।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের উর্ধ্বতন আধিকারিকরা, বিভিন্ন জেলার পুলিশ সুপার, শহীদ পরিবারের সদস্যরা এবং বিপুল সংখ্যক পুলিশ কর্মী। সকলে মিলে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। বাতাসে তখন এক নিঃশব্দ শ্রদ্ধা-যেন প্রতিটি পুষ্পস্তবক বলে দিচ্ছে, তোমাদের ত্যাগ বৃথা যাবে না।যোগী আদিত্যনাথ এদিন বলেন, আমাদের পুলিশ বাহিনী আজ আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোচ্ছে। প্রযুক্তি ব্যবহার করে অপরাধ দমন, ট্রাফিক নিযন্ত্রণ, সাইবার অপরাধ মোকাবিলায় উত্তর প্রদেশ পুলিশ এক নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করছে। কিন্তু প্রযুক্তির বাইরে যা সবচেয়ে.মূল্যবান, তা হল তাঁদের মনোবল। সেই মনোবলই তাঁদের অদম্য করে তোলে।তিনি আরও বলেন, আমি বিশ্বাস করি, পুলিশ মানে শুধু আইন প্রযোগে নয়, পুলিশ মানে জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসের সেতুবন্ধন। সেই বিশ্বাস অর্জন করতে হলে পুলিশের কাজ হতে হবে স্বচ্ছ, মানবিক এবং নির্ভুল। আমরা সেই দিকেই এগোচ্ছি।অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী শহীদ পরিবারের সঙ্গে আলাপ করেন, তাঁদের অভাব-অভিযোগ শোনেন এবং আশ্বাস দেন যে, সরকার তাঁদের পাশে থাকবে প্রতিটি মুহূর্তে। শহীদদের পরিবারের চোখে জল, কিন্তু সেই জল ছিল গর্বের। তাঁদের প্রিয়জন হতো আজ নেই, কিন্তু তাঁদের নাম অমর হয়ে.আছে উত্তর প্রদেশ পুলিশের ইতিহাসে।রাজ্যের পুলিশ বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করতে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, আগামী বছরে আরও আধুনিক অস্ত্র ও সরঞ্জাম সংযোজন করা হবে, যাতে জরুরি পরিস্থিতিতে পুলিশ আরও দ্রুত ও দক্ষভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। পাশাপাশি পুলিশের বাসস্থান, চিকিৎসা সুবিধা ও প্রশিক্ষণ কাঠামোতেও আমূল পরিবর্তনের আশ্বাস দেন তিনি।যোগী আদিত্যনাথ বলেন, আমরা চাই, প্রতিটি পুলিশ সদস্য নিজের দায়িত্ব পালনের সময় যেন মনে রাখে-তাঁর পেছনে রয়েছে এক শক্তিশালী সরকার, যেটি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে.আছে। তাঁদের ত্যাগ, তাঁদের সাহস, তাঁদের বিশ্বাস-এই তিন জিনিসই আজ উত্তর প্রদেশের গর্ব।দিনশেষে সূর্য যখন অস্ত যাচ্ছে, লখনউ পুলিশের মাঠে তখনও বাজছে ব্যান্ডের সুর-শোক আর গৌরবের মিশ্র সুর। সেই সুরের মধ্যে মিশে গেছে শত শহীদের কণ্ঠস্বর-আমরা আছি, আমরা থাকব, আমরা দেশের জন্য বাঁচব।এইভাবেই শেষ হয় পুলিশ স্মৃতি দিবসের এই গম্ভীর অথচ গর্বিত অনুষ্ঠান। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বক্তব্যে যেমন ছিল কৃতজ্ঞতা, তেমনি ছিল ভবিষ্যতের দিশা। রাজ্যের প্রশাসন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার মূল স্তম্ভ হিসেবে উত্তর প্রদেশ পুলিশকে আরও মানবিক ও কার্যকর করে তোলার অঙ্গীকারও ছিল তাঁর কথায়।শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে রাজ্যবাসীর প্রতি তাঁর বার্তা স্পষ্ট-

যাঁরা আমাদের রক্ষা করতে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো মানেই নিজেদের কর্তব্যকে আরও দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করা।এইভাবেই এক নতুন দিনের প্রতিশ্রুতি রেখে শেষ হয়. লখনউর রিজার্ভ পুলিশ লাইনের এই স্মরণসভা-যেখানে চোখের জল আর গর্ব একাকার হয়ে গিয়েছিল ত্যাগের প্রতীকে।অন্যদিকে দেহরাদূনতে, আজ দেহরাদূনের আকাশে যেন ভেসে বেড়াচ্ছিল স্মৃতির মৃদু ঢেউ, পুলিশ স্মৃতি দিবস উপলক্ষে গোটা রাজ্যজুড়ে ছিল শ্রদ্ধার আবহ। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি এদিন রাজ্যের শহীদ পুলিশ সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শুরু হয় অনুষ্ঠান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যের সীমানা কেবল আন্তর্জাতিক সীমান্তের সঙ্গেই নয়, উত্তর প্রদেশ এবং হিমাচল প্রদেশের সঙ্গেও যুক্ত। ভৌগোলিক ও কৌশলগত দিক থেকে আমাদের রাজ্য অত্যন্ত সংবেদনশীল। ফলে, শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে আমাদের পুলিশ সদস্যদের ভূমিকা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।ধামি বলেন, যে কোনও রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনই সেই রাজ্যের নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের অন্যতম স্তম্ভ। সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, অপরাধ দমন করা, এবং জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তাঁদের নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগই আমাদের প্রকৃত গর্ব।ভ্ভউত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে ফুটে উঠল গর্ব এবং কৃতজ্ঞতার মিশ্র সুর। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, পাহাড়ি রাজ্য হিসেবে উত্তরাখণ্ডের পুলিশ বাহিনীকে প্রায়ই প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করতে হয়-প্রকৃতির সঙ্গে ল।াই, দুর্গম পাহাড়, দুর্যোগ বা সীমান্ত এলাকায় দায়িত্ব পালন-এই সবই তাঁদের জীবনের অঙ্গ। আমাদের পুলিশ সদস্যরা শুধু আইন রক্ষার কাজে নিয়োজিত নন, তাঁরা মানুষের জীবনরক্ষায়ও ভূমিকা রাখছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হোক বা সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বিপজ্জনক অভিযান-প্রতিটি মুহূর্তে তাঁরা জীবন বাজি রেখে কাজ করছেন, বলেন মুখ্যমন্ত্রী।ধামি আরও যোগ করেন, আজ আমরা সেই সকল সাহসী পুলিশ সদস্যদের স্মরণ করছি, যাঁরা কর্তব্যপালনের পথে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের আত্মত্যাগ আমাদের অনুপ্রেরণা। রাজ্যের পুলিশ বাহিনী তাঁদের সেই ত্যাগের উত্তরাধিকার বহন করছে নিষ্ঠার সঙ্গে। আমরা গর্বিত যে উত্তরাখণ্ড পুলিশ কেবল কর্মঠই নয়, মানবিকতার প্রতীকও।এদিন মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত পুলিশ আধিকারিক, কর্মী ও শহীদ পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর চোখেমুখে ছিল গর্বের ছাপ, কণ্ঠে গভীর শ্রদ্ধার সুর। তিনি বলেন, শহীদদের পরিবারের পাশে আমরা সবসময়.আছি। তাঁদের ত্যাগের মূল্য কোনোদিন পূরণ করা যায় না, কিন্তু তাঁদের প্রতি সম্মান ও সহমর্মিতা প্রদর্শন আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। রাজ্য সরকার তাঁদের কল্যাণে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও নেবে।রাজ্য

পুলিশের দায়িত্ব ও চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে ধামি বলেন, আমাদের রাজ্য পাহাড়ি, সীমান্তবর্তী এবং পরিবেশগতভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল। ফলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা শুধু প্রশাসনিক দায়িত্ব নয়, এটি এক প্রকার জাতীয় কর্তব্য। আমাদের পুলিশ বাহিনী এই কর্তব্য পালনে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে পর্যটন নিরাপত্তা পর্যন্ত, প্রতিটি ক্ষেত্রে উত্তরাখণ্ড পুলিশ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকার পুলিশের কর্মপরিবেশ উন্নত করতে এবং তাঁদের পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। আমরা চাই, যারা মানুষের নিরাপত্তা রক্ষায় নিজের জীবন উৎসর্গ করছে, তাঁদের পরিবার যেন কখনো অবহেলিত না হয়। তাঁদের সন্তানদের শিক্ষা, তাঁদের চিকিৎসা-সব ক্ষেত্রেই রাজ্য প্রশাসন পাশে থাকবে, বলেন তিনি।ধামি আরও বলেন, আমাদের পুলিশ শুধু রাজ্যের রক্ষক নয়, জাতীয় নিরাপত্তারও এক শক্তিশালী স্তম্ভ। সীমান্ত এলাকায় তাঁদের উপস্থিতি, পাহাড়ি অঞ্চলে তাঁদের তপরতা-সবই দেশের প্রতি তাঁদের অগাধ আনুগত্যের প্রতিফলন। তাঁরা শুধু ইউনিফর্ম পরা কর্মচারী নন, তাঁরা দেশের সেবক, মানুষের অভিভাবক।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব, ডিজিপি, প্রাক্তন পুলিশ কর্মকর্তারা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যরা। এক আবেগঘন মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী শহীদ পরিবারের সদস্যদের হাতে স্মারক ও সম্মাননাপত্র তুলে দেন। সেই মুহূর্তে চারিদিক নিস্তব্ধ-শুধু বাজছিল ব্যান্ডের সুর, গম্ভীর অথচ গর্বিত।ধামি বলেন, আজ আমরা যে শান্তিতে বসবাস করছি, তা তাঁদের কারণেই সম্ভব। আমাদের শহীদরা যদি নিজেদের জীবন উৎসর্গ না করতেন, তবে হয়তো আমরা এই নিরাপত্তা, এই নিশ্চিন্ততা উপভোগ করতে পারতাম না। তাই এই দিনটি শুধুমাত্র শ্রদ্ধা জানানোর দিন নয়, এটি কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও দিন।তিনি আরও বলেন, রাজ্যের প্রতিটি পুলিশ সদস্যকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি-তাঁরা যেন শহীদদের আদর্শকে নিজেদের জীবনের অংশ করে নেন। সততা, নিষ্ঠা ও মানবিকতা-এই তিনটি মূল্যবোধই তাঁদের পথপ্রদর্শক হোক।পুষ্কর সিং ধামি তাঁর বক্তৃতার শেষে বলেন, উত্তরাখণ্ড পুলিশ আজ শুধু রাজ্যের নয়, দেশের গর্ব। তাঁদের সাহস, তাঁদের আত্মসম্মান, তাঁদের অবিচল নিষ্ঠা আমাদের ভবিষ্যতের দিশা দেখাবে। আমরা রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। আমাদের শহীদদের ত্যাগ কখনো বিস্মৃত হবে না-তাঁদের নাম চিরকাল অম্লান থাকবে উত্তরাখণ্ডের ইতিহাসে। দিনভর চলা অনুষ্ঠানের শেষে রাজ্য পুলিশ ব্যান্ডের সুরে গম্ভীর নীরবতা ভেঙে ওঠে, যেন প্রতিটি সুরে উচ্চারিত হচ্ছিল একটাই কথা-তোমাদের আত্মত্যাগেই বেঁচে আছে এই রাজ্য, এই দেশ। মুখ্যমন্ত্রী ও উপস্থিত সকলেই দাঁড়িয়ে নীরবে শহীদদের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান।ভ্ভদেহরাদূনের আকাশে তখন সূর্য ধীরে ধীরে অস্ত যাচ্ছে। পুলিশ স্মৃতি দিবসের সেই নরম আলোয় মুখ্যমন্ত্রী ধামির বার্তা যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল-যাঁরা কর্তব্যের পথে জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো মানেই কর্তব্যের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার আরও দৃঢ় করা।এভাবেই শেষ হয়. পুলিশ স্মৃতি দিবসের সেই মর্মস্পর্শী অনুষ্ঠান-যেখানে গর্ব আর কৃতজ্ঞতা মিলেমিশে তৈরি করল এক চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুতি-দেশের নিরাপত্তা, সমাজের শান্তি আর মানুষের কল্যাণের জন্য উত্তরাখণ্ড পুলিশ সদা সতর্ক, সদা তৎপর, সদা আত্মনিবেদিত।

দিল্লির বাতাসে বিষ, দূষণের মাত্রা বিপজ্জনক পর্যায়ে!

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর ঃ যেন আশঙ্কাই বাস্তবে রূপ নিল। দীপাবলির আলো নিভতেই রাজধানী দিল্লি ঢেকে গেল এক ঘন ধোঁয়াশার চাদরে। বায়ুদূষণের মাত্রা এতটাই বেড়েছে যে, মঙ্গলবার সকালে দিল্লির আকাশে সূর্যের দেখা মেলেনি প্রায় সারাদিনই। বায়ুর গুণমান এতটাই নিম্নস্তরে নেমে গেছে যে, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ভাষায় তা এখন ‘ খারাপ’ পর্যায়ে। দীপাবলির পরপরই এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি রাজধানীর পরিবেশ নিয়ে ফের একবার উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে।ভ্ভকেঃদ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (সিপিসিবি)-এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দিল্লির একাধিক অঞ্চলে বাতাসের মান ভয়ঙ্করভাবে নেমে গেছে। আনঃদ বিহারে বায়ু মান সূচক (একিউআই) রেকর্ড করা হয়েছে ৩৫৮, আইটিওতে ৩৪৭, লোধি রোডে ৩২৯ এবং আইজিআই বিমানবন্দরের আশপাশে ৩১৩। অন্যদিকে চাঁদনি চক, জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম, রোহিনী এবং ওখলা ফেজ-২-এর মতো এলাকায় সূচক পৌঁছেছে যথাক্রমে ৩২৬, ৩১৮, ৩৭২ এবং ৩৫৩-এ। প্রতিটি সংখ্যাই ‘ খারাপ’ বিভাগের মধ্যে পা।ে। অর্থা, রাজধানীর প্রায় প্রতিটি প্রান্তেই শ্বাস নেওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে সাধারণ নাগরিকদের জন্য।দীপাবলির আগের সপ্তাহ থেকেই পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছিলেন, যদি বাজি পো।।নো বন্ধ না করা হয়, তবে উৎসবের পরই বাতাসের মান ভয়ঙ্কর পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে। কিন্তু সেই সতর্কবার্তা উপেক্ষিত হয়েছে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। রাজধানীর নানা জায়গায় গভীর রাত পর্যন্ত বাজি পোড়ানো হয়েছে, যা ইতিমধ্যেই ভারী দূষিত বাতাসকে আরও বিষাক্ত করে তুলেছে। দিল্লির তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে নেমে যাওয়ায় বায়ুস্তরে দূষণকণাগুলি উপরে উঠতে পারছে না, ফলে তা আটকে আছে নিচের স্তরে, মানুষের ফুসফুসে প্রবেশ করছে অবলীলায়।মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর বিভিন্ন অঞ্চলে এমন এক চিত্র দেখা যায়, যেন ঘন কুয়াশা নেমে এসেছে। গা।রি হেডলাইট জ্বালিয়েও চালকদের চলাচল করতে হয়েছে। দৃশ্যমানতা এতটাই কমে গিয়েছিল যে, সকাল আটটার পরেও অনেক জায়গায় মনে হচ্ছিল ভোরের অন্ধকার এখনো কাটেনি। ধোঁয়া ও ধুলোর ঘন স্তর এমনভাবে মিশে গেছে বাতাসে যে, চোখ জ্বালা, গলা খুসখুসে কাশি এবং শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যায় ভুগছেন অসংখ্য মানুষ। হাসপাতালগুলিতে শ্বাসযন্ত্রজনিত রোগীদের সংখ্যা এক লাফে বেড়েছে।একিউআই সূচকে ৩০০-এর উপরে মানে ‘ খারাপ’। এই অবস্থায় সুস্থ মানুষও শ্বাসকষ্টে ভুগতে পারেন, আর বয়স্ক বা শিশুদের জন্য এটি প্রায় বিপজ্জনক। দিল্লি এনসিআর-এর চিকিৎসকরা ইতিমধ্যেই সতর্ক করেছেন যে, দীর্ঘ সময় এই বাতাসে থাকলে হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, এমনকি হার্টের সমস্যাও বাড়তে পারে। শহরের বিভিন্ন অংশে মাস্ক পরে চলছেন মানুষ। সকালবেলা পার্কে বা রাস্তায় হাঁটাচলা বন্ধ করে দিয়েছেন অনেকেই। স্কুল-কলেজে উপস্থিতিও কিছুটা কমেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দিল্লিতে দূষণের

জাপানের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন সানায়ে তাকাইচি, অভিনন্দন মোদীর

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর ঃ জাপানের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন সানায়ে তাকাইচি। জাপানের ক্ষমতাসীন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির নেত্রী সানায়ে তাকাইচি ৪৬৫ আসনের নিম্নকক্ষে ২৩৭ ভোট পেয়ে জাপানের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথ প্রশস্ত করেছেন।সানায়ে তাকাইচিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, জাপানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় সানায়ে তাকাইচি, আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন। ভারত-জাপান বিশেষ কৌশলগত এবং বৈশ্বিক অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করার জন্য আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং এর বাইরেও শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধির জন্য আমাদের গভীর সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।টোকিওতে, জাপানের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হলেন সানায়ে তাকাইচি। জাপানের ক্ষমতাসীন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির নেত্রী সানায়ে তাকাইচি ৪৬৫ আসনের নিম্নকক্ষে ২৩৭ ভোট পেয়ে জাপানের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথ প্রশস্ত করেছেন।জাপানের ইতিহাসে প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন সানায়ে তাকাইচি। তাঁর দল লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি) এবং প্রধান বিরোধী দল জাপান ইনোভেশন পার্টি (জেআইপি) একটি জোট সরকার গঠন করেছে। তাকাইচি ৪৬৫ আসনের নিম্নকক্ষে ২৩৭ ভোট পেয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সপরিবারে সাক্ষাৎ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সপরিবারে সাক্ষাৎ করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্বামী এবং ছেলে ও মেয়ে।প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এক্স মাধ্যমে জানান, বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জী-র সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষা করে আমার দীপাবলির আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালাম। প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি এবং আশীর্বাদ আমাকে দিল্লির সেবায় নতুন শক্তি এবং দৃঢ়তার সঙ্গে আরও বেশি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত করে। আপনার মূল্যবান সময় এবং নির্দেশনার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।

মঙ্গলবার দুপুরে শেয়ার বাজারে বিশেষ মুরত লেনদেন

মুম্বই, ২১ অক্টোবর ঃ দীপাবলি এবং ‘ সম্বৎ ২০৮২’ শুরু উপলক্ষে মঙ্গলবার শেয়ার বাজারে বিশেষ মুরত লেনদেন। স্টক এক্সচেঞ্জগুলি জানিয়েছে, দুপুরে ১.৪৫ থেকে ২.৪৫ পর্যন্ত বিএসই এবং এনএসই-তে এক ঘণ্টার এই লেনদেন চলবে। তবে সাধারণত প্রতিবছর মুরতে সন্ধ্যায় লেনদেন চলে। এবছর তা দুপুরে।উল্লেখ্য, গুজরাটি নতুন বছর সম্বতের সূচনায় প্রতি দীপাবলিতে বিশেষ এই লেনদেন চালানো হয়। এই সময় শেয়ার কেনাবেচাকে শুভ বলে মনে করেন লগ্নিকারীরা।

ফের অতর্কিতে বালুচ হামলায় নিহত ৫ পাকিস্তান সেনাকর্মী

সংবাদ সংস্থা, কোয়েটা, ২১ অক্টোবরঃ পাকিস্তানের অশান্ত দক্ষিণাঞ্চলীয় বেলুচিস্তান প্রদেশ আবারও রক্তাক্ত। কেচ জেলার ম্যান্ড এলাকায় বেলুচ যোদ্ধাদের একটি নতুন অ্যাম্বুশে কমপক্ষে পাঁচজন পাকিস্তান ফ্রন্টিয়ার কর্পস (এফসি) সৈনিক নিহত হয়েছে। সকালের এই হঠাৎ আক্রমণে এফসির একটি যানবাহনকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়, যাতে যানের ভেতরের সবাই মারা যায় বলে স্থানীয় সূত্র জানাচ্ছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছানো সামরিক হেলিকপ্টারগুলো মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে গেছে, কিন্তু এখনও আহতদের সংখ্যা বা অন্য কোনো ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ পায়নি। বেলুচ লিবারেশন ফ্রন্ট (বিএলএফ) এই আক্রমণের দায় স্বীকার করেছে, বলছে এটি পাকিস্তানি বাহিনীর উপর প্রতিশোধমূলক হামলা। বেলুচিস্তানের এই অঞ্চলটি দীর্ঘদিন ধরে বিদ্রোহের আগুনে জ্বলছে। কেচ জেলা, যা ইরান সীমান্তের কাছে অবস্থিত, এখানে বেলুচ জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীগুলোর সক্রিয়তা সবচেয়ে বেশি। ম্যান্ড এলাকা একটি সংবেদনশীল স্থান-এখানে চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর (সিপেক) প্রকল্পের সুরক্ষা জন্য এফসির চেকপয়েন্ট এবং প্যাট্রোলিং বাড়ানো হয়েছে।

আইএনএ-র প্রতিষ্ঠাদিবসে বার্তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২১ অক্টোবর ঃ আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সৈনিকদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মঙ্গলবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, আজ আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের বার্ষিকী। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতার জন্য বীরত্বের সাথে লড়াই করা ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর বীর সৈনিকদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। জয় হিন্দ!প্রসঙ্গত, ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সরকার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতবাদে অণুপ্রাণিত হয়েছিল। নেতাজিই ছিলেন এই অস্থায়ী ভারত সরকারের সর্বাধিনায়ক ও রাষ্ট্রপ্রধান। এইসরকার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা ব্রিটিশ উপনিবেশে বসবাসকারী অসামরিক ও সামরিক কর্মচারীদের উপর নিজ কর্তৃত্ব ঘোষণা করে।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। জীবনে এমন কিছু সমস্যা থাকতে পারে যা সম্প্রীতি নষ্ট করতে পারে। এই সময় সাহস এবং ধৈর্যের সঙ্গে সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। শুভ দিন হবে
বৃষঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। আপনি দ্রুত অর্থ উপার্জন করার আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবেন।
মিথুনঃ মিথুন রাশির জন্য খুব ইতিবাচক এবং উৎসাহজনক দিন হতে চলেছে। ভিতরে একটি নতুন শক্তি প্রবাহিত হবে, যা রুটিনে নতুনত্ব এবং উৎসাহ আনতে
কর্কট রাশি ঃআপনার মেজাজ পরিবর্তন করতে কোন সামাজিক জমায়েতে উপস্থিত থাকুন।
সিংহঃ রাশির স্ত্রীস্বামীকে কিছু অসুবিধা হতে পারে। মনে হতে পারে যে জীবনে সব কিছু ঠিকঠাক চলছে না। নেতিবাচক শক্তির পরিবেশ কিছুটা বিরক্ত করতে পারে।
কন্যা ঃআপনার ক্ষিপ্রগতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। সাফল্য অর্জনের জন্য-সময়ের সাথে সাথে আপনার ধারণার পরিবর্তন করতে হবে। এটি আপনার দৃষ্টিকে প্রসারিত করবে-আপনার দিগন্ত বিস্তৃত হবে-আপনার ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে এবং আপনার মন সমৃদ্ধ হবে।
তুলাঃতুলা রাশির জন্য পরিস্থিতি কিছুটা কঠিন হতে পারে। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু উত্তেজনা বা বাধা থাকতে পারে, যা মনে উদ্বেগ এবং অসন্তোষের কারণ হতে পারে।
বৃশ্চিকঃবৃশ্চিক রাশির জন্য খুবই ভাল দিন। আত্মবিশ্বাস এবং ইতিবাচকতা আকাশ ছুঁয়ে যাবে, যার কারণে চারপাশের পরিবেশও মনোরম থাকবে। সঙ্কট সত্ত্বেও সহজেই সেগুলি কাটিয়ে উঠবেন।
ধনুঃ ভয় আপনার খুশিকে বিঘ্নিত করতে পারে। আপনাকে বুঝতে হবে যে এটি আপনার নিজস্ব ভাবনা এবং কল্পনার ফসল। এটি স্বতঃস্ফূর্ততার মৃত্যু ঘটায়-বাঁচার আনন্দ
মকরঃ মকর রাশির জন্য কিছু চ্যালেঞ্জে পূর্ণ দিন হতে পারে। এই সময়টি মানসিক ভারসাম্যকে প্রভাবিত করতে পারে। শুভ দিন।
কুম্ভঃ আপনার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হতে পারে- আপনার অস্বাভাবিক আচরণে আপনার চারপাশের মানুষেরা বিভ্রান্ত হবে এবং আপনাকে হতাশগ্রস্ত অবস্থায় ছেড়ে চলে যাবে। আপনার অবাস্তব পরিকল্পনার ফলে অর্থের অভাব দেখা দিতে পারে। আপনি পরিচিত কেউ অর্থকড়ি সংক্রান্ত পরিস্থিতি
মীনঃ মীন রাশির জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক দিন। সংবেদনশীলতা এবং করুণা পরিবেশে একটি বিশেষ শক্তি সঞ্চার করবে, যা চারপাশের মানুষকে আকর্ষণ করবে। সৃজনশীলতা প্রকাশ করার জন্যও অনুপ্রাণিত বোধ করবেন, যা চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি প্রকাশ্যে প্রকাশ করবে। এই সময়.চারপাশের মানুষের সঙ্গে গভীর সংযোগ স্থাপন করতে পারবেন। মীন রাশির কল্পনাশক্তি এবং আকর্ষণ দ্বারা অনেকেই এই দিন মুগ্ধ হবেন এবং সম্পর্কের মধ্যে সুখ এবং আনন্দের

আবহাওয়া

আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি হলেও, আবহাওয়া মূলত শুষ্কই থাকবে। তাপমাত্রাতেও বিশেষ হেরফের হবে না। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে আগামী ৭ দিন। শনি ও রবিবার উপকূলের জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে আগামী ৭ দিন শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের তাপমাত্রা ৩২ থেকে ৩৩ ডিগ্রি থাকার সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ২৮ থেকে ৩০ ডিগ্রি থাকার সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী এক সপ্তাহ শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। উত্তরবঙ্গে আগামী ২৪ ঘণ্টায় বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি জেলার কিছু কিছু জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
বাষ্প থাকায় তাপমাত্রা খুব একটা নামবে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে। কলকাতায়.২৩ থেকে ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পশ্চিমের জেলায় দুই-তিন ডিগ্রি কমতে পারে তাপমাত্রা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৩৫মিনিট এবং রাত ০৮টা ৪২মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৪০মনিট এবং রাত ০১টা ৪৪মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৩৩মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ১৬মিনিটে।

উন্নত আমার কলকাতা মেট্রো অ্যাপ চালু করেছেন জিএম

২১ অক্টোবর ঃ জেনারেল ম্যানেজার উন্নত আমার কলকাতা মেট্রো অ্যাপ চালু করেছেনকলকাতা, তারিখ ২০.১০.২০২৫মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী শুভ্রাংশু শেখর মিশ্র আজ (২০.১০.২০২৫) মেট্রো রেলওয়ে এবং সিআরআইএসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে কালীপূজা এবং দীপাবলি উপলক্ষে এইচডিএফসি স্মার্ট গেটওয়ে দিয়ে অতিরিক্ত পেমেন্ট সুবিধা প্রদানের জন্য উন্নত আমার কলকাতা মেট্রো অ্যাপ চালু করেছেন। এটি মেট্রো যাত্রীদের ইউপিআই ইন্টেন্ট সহ বিস্তৃত পেমেন্ট সুবিধা সহ তাদের টিকিট পেমেন্ট প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে সহায়তা করবে।

কালীপূজার ভোররাতে হাওড়ার বেলুড়ে যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু, চাঞ্চল্য এলাকায়

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া,২১ অক্টোবর ঃ কালীপূজার ভোররাতে হাওড়ার বেলুড়ে যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু, চাঞ্চল্য এলাকায়। বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়েই কি 'খুন' ? পরিবারের অভিযোগের উত্তর খুঁজতে ময়নাতদন্তের ওপর নির্ভর করছে পুলিশ। মঙ্গলবার কালীপুজোর ভোররাতে এইভাবেই এই যুবকের রহস্য মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় বেলুড়ের রাজেন শেঠ লেনে। শুভঙ্কর বড়ুয়া নামের ওই যুবক বেলুড়ের বিভূতিভূষণ ব্যানার্জি লেনের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। এদিন ভোররাতে তাঁর বাড়ির লোকজন খবর পান যে তিনি বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে রাজেন শেঠ লেন 'পানি ট্যাঙ্কি' মোড়ে একটি বন্ধ দোকানের সামনে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন। খবর পেয়েই বাড়ির লোকেরা সেখানে ছুটে যান। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রসঙ্গত, নিপাট শান্ত এবং নির্বিরোধী ওই যুবকের আকস্মিক মৃত্যুতে এলাকার মানুষজনও কার্যত শোকে মুহ্যমান। মৃতের পরিবারের দাবি, শুভঙ্করের কোমর, গলা এবং মাথায় আঘাত ছিল। এটি খুনের ঘটনা বলেই মনে করছেন মৃতের পরিবার। তবে, পুলিশ অভিযোগ খতিয়ে দেখছে। মৃত শুভঙ্কর এলআইসি'র এজেন্ট ছিলেন। পরিবারের দাবি, রাতে তিনি বাড়ি চলে এলেও গভীর রাতে তাঁকে ফোন করে কেউ বা কারা ডাকেন 'একটু পরেই আসছি' বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। তার কিছুক্ষণ পরেই অচৈতন্য অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকার খবর পান বাড়ির লোকেরা।

শুভঙ্করের পরিবার মনে করছেন যে তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়েছে। পুলিশ এলাকার সিসিটিভি খতিয়ে দেখছে। জানা গেছে, যে তাঁকে ওই রাতে তাঁর কোনও বন্ধুই ফোন করে ডাকেন। পুলিশ ওই যুবকের বন্ধু এবং অন্য কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। মোবাইল ফোনের কল ডিটেলস খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত শুরু হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দেখলেই বাকিটা জানা যাবে বলে অভিমত পুলিশের। হাওড়া সিটি পুলিশের এসিপি নর্থ - ২ আনন্দজি হোর বলেন, 'মঙ্গলবার ভোররাতে শুভঙ্কর বড়ুয়া নামের এক ব্যক্তিকে অচৈতন্য অবস্থায় এখান থেকে উদ্ধার করা হয়। এরপর তাঁকে প্রথমে ঘুসুড়ির টি এল জয়সোয়াল হাসপাতালে এবং পরে সেখান থেকে গোলাবাড়ির আইএলএস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। কি ঘটনা ঘটেছে সেটা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের পর প্রকৃত ঘটনা আমরা জানতে পারব।' দেহে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে এসিপি জানান, 'এই ব্যাপারে তদন্তের স্বার্থে এখনই কিছু জানাব না। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির সম্পর্কে আপাতত কোনও রেকর্ড নেই। চাকরি করতেন। সবদিক খতিয়ে দেখেই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত কাউকে আটক করা হয়নি। তবে, বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।'

দাদুর হাতে কেন খুন হলো ৫ বছরের নাতনি,উঠে এলো অভিযুক্ত দাদুর স্বীকারোক্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা,সোনারপুর, ২১ দাদুর হাতেই খুন হলো ৫ বছরের প্রত্যয়া,স্বীকারোক্তি দিলো দাদু।একেবারে ঘৃণ্য মানসিকতা। সোনারপুরের পাঁচ বছরের শিশু প্রত্যয়া কর্মকারকে খুন করলো তার দাদু প্রণব ভট্টাচার্য।পুলিশের জেরায় উঠে এসেছে তাঁর চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি। পুলিশের দাবি, ওই ৮১ বছরের বৃদ্ধ নিজেই জানিয়েছেন 'নাতনি প্রায়ই বিরক্ত করত। কখনও চুল ধরে টানাটানি করত।কথা শুনত না।খেতে চাইতো না। তিতিবিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। রাগে তাই কুপিয়ে খুন করেছি।' এই স্বীকারোক্তিতে একপ্রকার থ হয়ে যান তদন্ত কারীরা। তারা জানান,দাদুর সঙ্গে নাতি বা নাতনি যেটা করে, সেটা খুবই স্বাভাবিক খুনসুটি, অপত্য স্নেহের জায়গা। সেখানে একজন দাদু এমন নির্দয়ভাবে যে একরত্তি নাতনিকে খুন করতে পারেন, তা কল্পনা করা যায় না। প্রসঙ্গত,রবিবার রাতে সোনারপুরের কোদালিয়া কদমতলায় নিজের বাড়ি থেকেই প্রত্যয়ার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়েছিল। খুন না অন্য কিছু? দানা বাঁধে রহস্য। কিন্তু সোমবার রাতেই তার কিনারা করলো পুলিশ। মৃতের বাবার দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয় দাদু প্রণব ভট্টাচার্যকে। তিনি স্ত্রী মালা ভট্টাচার্যের সঙ্গে জামাইয়ের কাছেই থাকতেন। জানা গিয়েছে, যখন এই ঘটনা ঘটে, তখন শিশুর প্রস্রাব দিদা ছিলেন বাথরুমে। বাবা-মা

দু'জনেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন কাজে। আর পরিচারিকাও ওই সময় বাইরে ছিলেন। সেই সুযোগে নাতনিকে ঘুম থেকে তুলে খুন করেন অভিযুক্ত দাদু। পুলিশ সূত্রে খবর, তার গলায়, পিঠে, পেটে, পায়ে, মুখে এমনকি গোপনাঙ্গে ও ক্ষত চিহ্ন রয়েছে। দিদা মালাদেবী বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে রক্তাক্ত অবস্থায় নাতনিকে পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁর চিৎকারে পড়শিরা ছুটে আসেন,হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ছোট্ট প্রত্যয়া। তবে মৃত্যুর আগে নাতনিকে যৌন নির্যাতন করা হয়েছিল কি না, সেটা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই জানা যাবে। যদিও তদন্তকারীদের ধারণা, এমন কিছু হয়নি।আর এই ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার মানুষ। কীভাবে একজন দাদু তার নিজের নাতনির সঙ্গে এমন কাণ্ড ঘটাতে পারে, ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটছে এই প্রশ্নেই। অভিযুক্ত মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন কি না, সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।সবাই যখন শক্তির আরাধনায় মাতোয়ারা,তখন কদমতলায় ঘটে যাওয়া এমন ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। কোদালিয়া কদমতলা ইউনাইটেড ক্লাব তাদের কালীপুজো এবছর স্থগিত করে দেয়। পাড়া-পড়শি ঠিক করে এলাকায় জ্বলবে না কোনও আলো এবং পোড়ানো হবে না কোনো আতশবাজি।এদিকে পাড়া-পড়শি সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্ত প্রণব ভট্টাচার্যের আচরণ ভালো ছিল না। অনেকেই সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেন। রবিবার সকালেও তিনি পরিচারিকার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করেছিলেন। বারুইপুর পুলিশ জেলার এক আধিকারিক বলেন,আক্রোশ থেকে এলোপাথাড়ি কোপ মারা হয়েছে একরত্তি প্রত্যয়াকে।এমন কাণ্ড একেবারে বিরলতম।এদিকে এই প্রশ্নোত্তরের পর অভিযুক্ত বৃদ্ধ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।সেখানেই চিকিৎসাধীন অভিযুক্ত। বৃদ্ধকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে পুরো ঘটনার তদন্ত করবে পুলিশ।

কামালগাজি ফ্লাইওভারে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ,আহত মোট তিনজন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,নরেন্দ্রপুর, ২১ অক্টোবর ঃ কালীপুজোর বিকালে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা নরেন্দ্রপুর থানা এলাকায়।কামালগাজি ফ্লাইওভারে গুরুতর দুর্ঘটনায়,আহত মোট তিনজন। সূত্রের খবর,অপূর্ব মন্ডল নামে এক ব্যক্তি এদিন বিকালে বাজি কিনে বাড়ি ফিরছিলেন বাইকে করে আর অন্যদিকে অরুন নস্কর বারুইপুরের ঘোপাগাছি এলাকার বাসিন্দা, যিনি প্রাইভেট সংস্থার এক কর্মী বাইকে করে কলকাতা যাচ্ছিলেন।হঠাই ঘটে যায় মুখোমুখি ভয়াবহ দুর্ঘটনা। আর এই মুখোমুখি সংঘর্ষের জেরে ফ্লাইওভারের নিচে পড়ে যান অরুণ নস্কর। আহত হন আরও এক বাইক আরোহী। তিনজনই বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি। সূত্র মারফত খবর, অরুণ নস্করের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহত হয়েছেন অপূর্ব মন্ডলও।পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ এবং বাইক দুটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

বউবাজারের বিশ্বনাথ মতিলাল লেন - এ নবারুণ সংঘের কালী প্রতিমা।

বারুইপুরে অস্ত্র সহ আবার গ্রেফতা এক যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা,বারুইপুর, ২১ বারুইপুরে অস্ত্র সহ আবার গ্রেফতার টুকান অধিকারী নামে এক যুবক। বারুইপুরের গোলপুকুর সহ বিভিন্ন এলাকায় তোলাবাজি, দাদাগিরির অভিযোগ টুকানের বিরুদ্ধে। বারুইপুর থানার পুলিশ রবিবার রাতে বারুইপুর থানার গোলপুকুর এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ জানিয়েছে, তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি বন্দুক, তিনটি গুলি। নিজেকে বারুইপুর পুরসভার কর্মী বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় তার প্রোফাইলে রয়েছে। শাসকদলের ঘনিষ্ঠ এই টুকান তা তার সোশ্যাল মিডিয়ার প্রোফাইলে স্পষ্ট। বারুইপুর পুরসভার কিছু কাউন্সিলারের ঘনিষ্ঠ এই টুকান। তৃণমূলের মিছিলেও

মধ্য হাওড়ায় আদক বাড়ির সাবেকি কালীপুজোয় ঐতিহ্যের ছোঁয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ অক্টোবর ঃ শুধু ক্লাব বা বারোয়ারিতেই নয়, হাওড়ার বিভিন্ন বনেদি পরিবারেও রীতি মেনে কালীপুজোর আয়োজন করা হয়। মধ্য হাওড়ার জয়নারায়ণ বাবু ও আনন্দ দত্ত লেনের আদক বাড়ির পারিবারিক কালীপুজো আজও অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে ঐতিহ্য মেনেই। এই পারিবারিক পুজো এবার ৩৫তম বর্ষে পদার্পণ করল। হাওড়ার আদক বাড়ির এই পুজোর এলাকায় বিশেষ খ্যাতি রয়েছে। পুজোর বৈশিষ্ট্য হল প্রতিমাকে সংশ্লিষ্ট বেদিতে স্থাপন করা হয়। বছরভর সেই দেবীর নিত্যসেবা হয়ে থাকে। এভাবেই নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে পরিবারের সদস্যরা এই পুজো করে আসছেন। দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন বিশেষ এই পুজো হয় এক প্রহরে। দেবীর মূর্তি এখানে সনাতনী। শান্ত তার রূপ। আগাগোড়াই শান্তির আলো ঘিরে থাকে আদক বাড়ির এই পুজোয়। এই পুজোকে ঘিরে একটা আলাদা আবেগ তৈরি হয়। পুজোর বেশ কিছুদিন আগে থেকেই সাজো সাজো রব পড়ে যায় বাড়িতে। বাড়ি সাজিয়ে তোলা হয়। বর্তমানে পরিবারের সদস্যরাই পুজোয় মুখ্য ভূমিকা নিয়ে থাকেন। প্রতিমা নিয়ে আসা থেকে শুরু করে পুজোর যাবতীয় আয়োজন আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে করে আসছেন তাঁরা। পরিবারের প্রত্যেক এই আনন্দের সঙ্গে পুজোর অংশগ্রহণ করেন। বাড়ির সদস্যরা জানান, কালীপুজোর রাতে বিশেষ পুজো ছাড়াও পরিবারের কুল পুরোহিত প্রতি শনি এবং মঙ্গলবার এই ঠাকুর পূজা করে থাকেন। এছাড়াও প্রতি অমাবস্যায় দেবীকে সাজিয়ে তোলা হয় .এবং বিশেষভাবে পুজোর আয়োজন করা হয়। এই পুজোয় কোনও বলি দেওয়া হয় না। ভক্তিভাবাপন্ন অনেকেই দেবীর কাছে মানত করেন। আর সেই মনোবাসনা পূর্ণ হলে তাদের সাধ্যমতো তাঁরা দেবীর কাছে অর্পণ করেন। শুরুতে ছোট আকারে মূর্তি পূজা হলেও বর্তমানে বড় প্রতিমা এনে এখানে পুজো হয়। কালীপুজোর রাতে প্রসাদ এবং অন্ন প্রদান বিতরণ করা হয়। সব মিলিয়ে ধারাবাহিক নিয়ম ও ঐতিহ্য বহন করে চলে আসছে এই পুজো।

উলুবেড়িয়া মেডিক্যাল কলেজে মহিলা চিকিৎসক নিগ্রহ,গ্রেপ্তার, বিক্ষোভ

মতিযার রহমান, উলুবেড়িয়া, ২১ অক্টোবর ঃ সোমবার ২০অক্টোবর সন্ধ্যায় ৩৭ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা এক মহিলা তীব্র ব্যথা নিয়ে উলুবেড়িয়া মেডিক্যাল কলেজের বিশেষ ওয়ার্ডে ভর্তি হন। চিকিৎসা নিয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে রোগিণীর কিছু আত্মীয় উপস্থিত মহিলা চিকিৎসকের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন এবং ঝামেলা সৃষ্টি হয় । ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্প থেকে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং দু'জন ব্যক্তিকে আটক করে। মহিলা চিকিৎসকের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে একটি এফআইআর নথিভুক্ত হয়েছে, এবং প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।পরবর্তীতে আটক দুইজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পেশ করা হয়েছে। আদালত তিন দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনাটির সিসিটিভি ফুটেজ এবং সাক্ষ্য সংগ্রহের মাধ্যমে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে, যাতে ঘটনার সম্পূর্ণ ও সঠিক ফলাফল পাওয়া যায়। অপরদিকে উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জুনিয়ার ডাক্তারের ওপর এক অস্থায়ী কনস্টেবল এর আক্রমণের প্রমুখ। অপরদিকে জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হতে এই ঘটনার প্রতিবাদে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয় এবং

প্রতিবাদে ওই নার্সের নিরাপত্তা এবং দোষীর শাস্তির দাবিতে উলুবেড়িয়া আদালত চত্বরে বিক্ষোভ দেখালো বিজেপি, নেতৃত্বে ছিলেন হাওড়া জেলা গ্রামীনের সভাপতি দেবাশীষ সামন্ত,রমেশ সাধুখাঁ, পাপিয়া মন্ডল সার্বিক নিরাপত্তার জন্য ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্বে ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা অসিত মিত্র,রন্দ্রেনাথ বন্দোপাধ্যায়, আতিয়ার রহমান খান,সেখ সুজাউদ্দিন, বিশ্বজি মেউর প্রমুখ।

মাড়োয়ারি সংস্কৃতি মঞ্চ দীপাবলি মহোৎসব ২০২৫-এর মাধ্যমে সল্টলেককে আলোকিত করল

নিজস্ব সংবাদদাাতা, কলকাতা, ২১ অক্টোবরঃ অঞ্চলের অন্যতম বিশিষ্ট সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন মাড়োয়ারি সংস্কৃতি মঞ্চ (ঋক্ষঋ) সল্টলেকের বই মেলা প্রাঙ্গণ (সেন্ট্রালপার্ক মেলা গ্রাউন্ড)-এ (করুণাময়ী মেট্রো স্টেশনের নিকটে) আয়োজিত করেছিল তাদের বর্ণাঢ্য দীপাবলি মহোসব ২০২৫। এই উদ্যাপন একত্রিত করেছিল হাজারো ভক্ত ও দর্শনার্থীকে-এক সন্ধ্যায়া অনন্য ভাবে মিশিয়েছিল ভক্তি, ঐতিহ্য ও উৎসবের উজ্জ্বল রূপকে। সন্ধ্যার মূল আকর্ষণ ছিল দেবী মহালক্ষ্মীর ২৪ ফুট উচ্চ মূর্তির মহা আরতি, যা সম্পাদন করেন মাড়োয়ারি সংস্কৃতি মঞ্চের লেডিস উইং। এই ঐশ্বরিক অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠিত হয় এক মনোমুগ্ধকর আতশবাজি ও সংগীতানুষ্ঠান, যেখানে সমন্বিত ডিজিটাল আলো ও শব্দের জাদু আকাশ ভরিয়ে তোলেরঙ ও আনন্দে। সেন্ট্রালপার্ক রূপান্তরিত হয়েছিল এক উজ্জ্বল ভক্তিময় প্রাঙ্গণে, যা প্রতীক হয়ে উঠেছিল আলোয়ের অন্ধকারের উপর জয়ের।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বহুবিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, যেমন -শ্রীমতিকৃষ্ণা চক্রবর্তী, মাননীয়া মেয়র, বিধাননগর পৌরনিগম শ্রীসব্যসাচী দত্ত, মাননীয় চেয়ারম্যান, বিএমসি শ্রীবিবেকগুপ্তা, বিধায়ক ও প্রধান সম্পাদক, সানমার্গ শ্রীললিতকুমার প্রহ্লাদকা, প্রতিষ্ঠাত সভাপতি, এমএসএম শ্রীললিত বেরিওয়ালা, চেয়ারম্যান, এমএসএম শ্রীঅশোক টোডি, সভাপতি, এমএসএম শ্রীবিকাশ পোদ্দার, সম্পাদক, এমএসএম। তাদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানে মর্যাদা ও উষ্ণতা যোগ করেছিল, এবং তুলে ধরেছিল কলকাতার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় মাড়োয়ারি সংস্কৃতি মঞ্চের অবিচল ভূমিকা।

শব্দবাজি ব্যবহার নিয়ে নব বারাকপুর থানার সচেতনতা প্রচারভিযান

নববারাকপুর, ২১ ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে নববারাকপুর থানার উদ্যোগে সোমবার কালীপুজোর বিকেলে অনুমোদিত গ্রীন আতশবাজি বা শব্দবাজি বিক্রয় মজুত ব্যবহার নিয়ে শহরাঞ্চলে ও বিলকান্দা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সর্বত্র মাইকিং করে এলাকাবাসীদের সতর্কতা অবলম্বন সচেতনতা মূলক প্রচারভিযান কর্মসূচি পালন করে থানার পুলিশ। নববারাকপুর শহরে সর্বত্র রাস্তা বাজার রেলস্টেশন আবাসন সহ গুরুত্বপূর্ণ অলিগলি এবং বিলকান্দা ১ ও ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শহরপুর তালবান্দা বোদাই গ্রামে মাইকিং করে সচেতনতা প্রচারভিযান কর্মসূচি পালন করে থানার পুলিশ। থানার আইসি সুমিত কুমার বৈদ্য জানান উৎসব হোক আলোর শব্দের নয়। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের নগরপাল আইপিএস মুরলীধর শর্মার নির্দেশে প্রতিটি থানায় এলাকায় আতশবাজি বা শব্দবাজি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণসাধন নিয়ে চলছে জোরকদমে সচেতনতা অভিযান। নববারাকপুর থানার উদ্যোগে কালীপুজোর বিকেলে শহর ও গ্রামাঞ্চলে মাইকিং করে সতর্কতা অবলম্বন সচেতনতা প্রচারভিযান কর্মসূচি পালন করা হয়। সর্বদা অনুমোদিত গ্রীন আতশবাজি বিক্রয় মজুত ও ব্যবহারযোগ্য ।কেবলমাত্র লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যবসায়ীরা আতশবাজি মজুত ও বিক্রয় করতে পারবেন। উচ্চ শব্দের শব্দবাজি মজুত করা বিক্রয় করা ও ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ । আতশবাজি মজুত করার জায়গায় যথাযথ অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা রাখতে হবে। সর্বদা অনুমোদিত গ্রীন আতশবাজি বিক্রয় ও মজুত ব্যবহার করবেন বলে জানান হয়। শোভাযাত্রায় কোনরূপ আতশবাজি বা শব্দবাজি ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ । শ্যামাপূজা মন্ডপ ডিজে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

কালিপূজায় গঙ্গা সচেতনতা অভিযান উলুবেড়িয়া ব্লকে

উলুবেড়িয়া, হাওড়া,২১ অক্টোবর ঃ উৎসবের আনন্দের সঙ্গে পরিবেশ সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে এক অনন্য উদ্যোগ নিয়েছে উলুবেড়িয়া-এক উন্নয়ন ব্লক। ব্লকের বিডিও এইচ. এম. রিয়াজুল হক-এর নেতৃত্বে গঙ্গা দূষণ রোধে সচেতনতা অভিযান শুরু হয়েছে চলতি কালিপূজা উপলক্ষে।

জেলা গঙ্গা কমিটি, হাওড়া এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনা গোষ্ঠী -এর নির্দেশনায়, নমামি গঙ্গে প্রকল্প-এর অংশ হিসেবে উলুবেড়িয়া-এক ব্লকে বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ ও জনবহুল স্থানে ফ্লেক্স ব্যানার টাঙানো হয়েছে। ব্যানারগুলিতে লেখা ছিল সচেতনতামূলক বার্তা - নদী দূষণ বন্ধ করুন, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখুন - এবং ব্যবহার করা হয়েছে গঙ্গা ডলফিন-এর প্রতীক, যা গঙ্গার বিশুদ্ধতা ও জীববৈচিত্র্যের প্রতীক হিসেবে পরিচিত।

সচেতনতামূলক এই প্রচারে সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানানো হয়েছে যেন তাঁরা পূজার পরে প্রতিমা ও পূজাসামগ্রী সরাসরি নদীতে না ফেলে, বরং নির্দিষ্ট স্থানে সেগুলির নিষ্পত্তি করেন। এই উপলক্ষে বিডিও এইচ .এম. রিয়াজুল হক বলেন, আমাদের উৎসব আমাদের সংস্কৃতির গর্ব। যদি আমরা একসঙ্গে গঙ্গাকে পরিষ্কার রাখতে পারি, তাহলে সেটাই হবে প্রকৃত শ্রদ্ধা - প্রকৃতি, নদী ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি। এই উদ্যোগের মাধ্যমে উলুবেড়িয়া-এক ব্লক আবারও প্রমাণ করল যে, উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষাতেও তাদের অঙ্গীকার অবিচল। এই প্রচারের মূল বার্তা- গঙ্গা পরিষ্কার রাখা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

মিল্টন কিনসের কালীপুজোয় ঐক্যের মেলবন্ধন

সুমনা আদক, লণ্ডন,২১ অক্টোবর ঃ ইংল্যান্ডের শান্ত শহর মিল্টন কিনস, যেখানে প্রকৃতির নিস্তব্ধতা আর আধুনিকতার মিলেমিশে থাকা এক অনন্য শহুরে ছন্দ দেখতে পাওয়া যায় । এই শহরেই এখন জেগে উঠেছে বাঙালিয়ানা, ভক্তি আর ঐক্যের দীপ্তি। কয়েক বছর আগেও কেউ ভাবেননি, প্রবাসের এই শহরে এমন জাঁকজমকপূর্ণ কালীপুজো একদিন স্থান পাবে মানুষের হৃদয়ে । সেই স্বপ্ন পূরণ হলো হিন্দু দেবী মন্দির মিল্টন কিনসের মণ্ডপে । চার বছর আগে কয়েকজন বাঙালি আই টি পেশাজীবীর স্বপ্ন থেকেই শুরু হয়েছিল এই পথচলা ছোট্ট করে, সীমিত আয়োজনের মধ্য দিয়েই ।প্রথম বছর আউটন লিজার সেন্টারের এক কোণে গড়ে উঠেছিল পুজোর আসর । কলকাতা থেকে আনা মা কালী'র প্রতিমা, হাতে আঁকা আলপনা, গাঁদা ফুলের মালা আর ঝলমলে আলোয় সাজানো মণ্ডপ সব মিলিয়ে এক টুকরো পশ্চিমবঙ্গ যেন উঠে এসেছিল ইংল্যান্ডের মাটিতে । কয়েকটি পরিবার, শতাধিক ভক্ত, আর একাত্ম আবেগে মুখরিত হয়েছিল দিনটি । সেদিনের প্রণাম, ধূপের গন্ধ, ঢাকের তালে তাল মেলানো বাচ্চাদের মুখে হাসি সব মিলেই জন্ম নেয় এক নতুন প্রবাসী উসবের ইতিহাস ।বছর ঘুরে উসব পেয়েছে নতুন মাত্রা। যুক্ত হয়েছে আরও পরিবার, আরও স্বেচ্ছাসেবক, আরও ভালোবাসা। স্থানীয় কাউন্সিলের সহযোগিতা, নাচ-গান-

আলাপচারিতায় এখন এটি শুধু পুজো নয়, বরং মিল্টন কিনসের সাংস্কৃতিক ক্যালেন্ডারের অন্যতম আকর্ষণ। মহিলাদের অঞ্জলি, পুরুষদের পরিশ্রম, শিশুদের হাসিমুখ সব মিলিয়ে পুজোর দিনগুলো পরিণত হয় এক মহামিলনে। সেদিন আউটন লিজার সেঃটার যেন রূপ নেয় এক টুকরো কলকাতায়। ধূপের গন্ধে, ভোগের সুবাসে আর ঢাকের আওয়াজে ভরে ওঠে চারদিক। চতুর্থ বর্ষে এসে কালীপুজো পেয়েছে এক নতুন উচ্চতা । নতুন প্রতিমা, পেশাদার আলোকসজ্জা, সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা সব মিলিয়ে উৎসব ছুঁয়ে যাচ্ছে লন্ডনবাসী ভারতীয়দের মন । কালীমায়ের নামধ্বনি ছড়িয়ে প।ছে বাতাসে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই মেতে ওঠেছে আনন্দে। এখানে পুজো মানে শুধু ভক্তি নয়, বরং একতার উদযাপন ভাষা, সংস্কৃতি, আর মানবিকতার সেতুবন্ধন ।এখন আয়োজকদের চোখে নতুন স্বপ্ন মিল্টন কিনসে একটি স্থায়ী কালীমন্দির গড়ে তোলা। যেখানে শুধু পুজোই নয়, হবে সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্র, বাংলা ভাষা শিক্ষা, সমাজসেবামূলক কাজ । ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে পরিকল্পনা, জমি খোঁজা ও তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ । কারণ, এই মন্দির শুধু দেবালয় নয় এটি হবে প্রবাসের মাটিতে বাঙালিদের আশ্রয়স্থল । পুজোর শেষ রাতে, যখন আরতির আলোয় ভরে ওঠে কমিউনিটি হল, তখন সবার একটাই প্রার্থনা-মা, আগামী বছর যেন তোমার নিজের মন্দিরে তোমায় পুজো করতে পারি । প্রবাসের মাটিতে থেকেও এ যেন এক মাটির টান, এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন। কালীপুজোর এই আলোয় মিল্টন কিনস আজ সাক্ষী একতার, ভালোবাসার, আর শুভ শক্তির জয়গানের। এই আলোই জ্বেলে রাখুক প্রবাসী বাঙালিদের হৃদয়ে চিরকাল।

'ওকে মেরে ফেলা হয়েছে', আলিপুরকাণ্ডে মৃত স্কুলছাত্রীর বাবা-মাকে পুলিশের সামনেই মার স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবরঃ সোমবার কলকাতার আলিপুরে বছর দশেকের এক স্কুলছাত্রীর দেহ পাওয়া যায় আলিপুরের একটি বা।রি আলমারির ভিতর থেকে। প্রথমে ঘটনাটি আত্মহত্যা বলে দাবি করলেও, এখন স্থানীয়দের বড় অংশের অভিযোগ- নাবালিকাকে খুন করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতা কুখ্যাত আরজি কর কাণ্ডে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়ের ভাগ্নি। মেয়েটির মা মারা যাওয়ার পর তার বাবা আবার বিয়ে করেন। সংসার পাতেন সঞ্জয়েরই আর এক বোনের সঙ্গে। অর্থাৎ, মৃতার সমা একই সঙ্গে তাঁর মাসিও। সোমবার সন্ধ্যায় মেয়ের সমা দাবি করেন, তিনি বাজারে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে দেখেন, মেয়ে নেই। কিছুক্ষণ পর আলমারির দরজা খুলতেই দেখতে পান, ভিতরে ঝুলছে মেয়ের দেহ। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য এসএসকেএম হাসপাতালে পাঠায়। স্থানীয়দের দাবি, মেয়েটি দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল। এক প্রতিবেশী বলেন, ''প্রায়ই কান্নার শব্দ শুনতাম। সমা এবং বাবা দু'জনেই মেয়েটিকে মারধর করতেন। একদিন তো দেওয়ালে মাথা ঠুকে দেওয়া হয়েছিল।'' আরও এক বাসিন্দা জানান, ''মেয়েটির বাবাই বলেছিলেন, স্ত্রীকে অনুমতি দেওয়া আছে মেয়েকে শাসন করার।'' মঙ্গলবার সকালে তদন্তে নামার সময় পুলিশ মৃতার বাবা ও সমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকে। তখনই স্থানীয়রা তাঁদের ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান এবং পুলিশের সামনেই দম্পতিকে মারধর করেন। তাঁদের দাবি, ''নিজেদের স্বার্থে মেয়েকে খুন করেছেন ওরা।'' প্রতিবেশীদের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েন সমা। বলেন, ''আমি মেয়েকে খুন করিনি। আমি ওকে মারিনি।'' মৃতার বাবা বলেন, ''মেয়ে চলে গেছে, আমিও বাঁচতে চাই না।'' তবে প্রতিবেশীদের মতে, ওরা সহানুভূতি কুড়োতে এসব বলছে। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় উত্তেজনা। অনেকেই দাবি তুলেছেন, ওই পরিবারকে পাড়া ছাড়া করতে হবে। অনেকেই বলাবলি করছেন, ওই পরিবারের জন্যই পাড়ার বদনাম হচ্ছে। প্রায়ই বাড়িতে অশান্তি লেগে থাকত। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দারা আত্মহত্যা না খুন, সেই দিকেই এখন তদন্ত এগোচ্ছেন। মৃতার পরিবারের অতীত, সঞ্জয় রায়ের সঙ্গে সম্পর্ক, এবং নির্যাতনের অভিযোগ-সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ফোনিক্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিসঃ তৃতীয় তল। ওয়াল্লাস টাওয়ার (পূর্বে শিবশক্তি বিল্ডি নামে পরিচিত)। ১৩৯/১৪০/বি/১। সহর রোড ক্রসিং এবং ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়ে। ভিলে পার্লে (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৫৭
ফোনঃ ০২২-৬৮৪৯ ২৪৫০, ফ্যাক্সঃ ০২২-৬৭৪১ ২৩১২,
সিআইএনঃ ৬৭১৯০এমএইচ২০০৭পিটিসি১৬৮৩০৩
ইমেলঃ info@phoenixarc.co.in, ওয়েবসাইটঃ www.phoenixarc.co.in

পরিশিষ্ট-IV [নিয়ম ৮(১) দেখুন]

দখলের বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী হিসেবে ফোনিক্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা (ফোনিক্স ট্রাস্ট আর্থিক বছর ২৩-১০ এর ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন), সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **১৫.০৬.২০২৪ তারিখের ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন যাতে ঋণগ্রহীতা গৌতম মন্ডল, রূপা গুরে এবং অপর্ণা মন্ডলকে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ টাকা পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। ১৭.০৫.২০২৪ তারিখের ঋণ অ্যাকাউন্ট নং HMO264H19100007 সম্পর্কিত ২৭৬৯৯০৬/- (সাতাশ লক্ষ উনসত্তর হাজার নয়শ ছয় টাকা মাত্র)**, এর সাথে আরও সুদ প্রযোজ্য হবে এবং অন্যান্য চুক্তিভিত্তিক বকেয়াও প্রযোজ্য হবে যা উক্ত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের (ষাট দিনের) মধ্যে সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত পরিশোধ করা হতে পারে।
ঋণগ্রহীতারা উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং সাধারণ জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী **১৫.১০.২০২৫** তারিখে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮ এর সাথে পঠিত আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৪) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল গ্রহণ করেছেন।
ঋণগ্রহীতাদের বিশেষ করে এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য **ফোনিক্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেড (ফোনিক্স ট্রাস্ট আর্থিক বছর ২৩-১০ এর ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে), ১৭.০৫.২০২৪ তারিখ থেকে ২৭৬৯৯০৬/- (সাতাশ লক্ষ উনসত্তর হাজার নয়শ ছয় টাকা মাত্র) চার্জ প্রযোজ্য হবে,** যার সাথে আরও সুদ প্রযোজ্য হবে, সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ।
ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, উপলব্ধ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য।

সম্পত্তির বর্ণনাঃ
সমস্ত পিস এবং পার্সেল প্রশাসনিক ৬.৮৭৩২ দশমিক আর.এস এবং এল.আর দাগ নং ৭৮, ৭৯, ৮৩, ৯৯, এল.আর. দাগ নং ৪২৩/১২০৫, এল.আর. খতিয়ান নং ১০৮৭ এবং ১৯২, জে.এল. নং ৮১ এবং ৮৭, তৌজি নং ৩৭, মৌজা - পারুলিয়া এবং জয়দেবপুর থানা পারুলিয়া, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), পিন ৭৪৩৩৬৮ দ্বারা **সীমানাঃ পূর্বঃ** মালিক এবং অন্যান্যদের পুকুর, **পশ্চিমঃ** ৫' প্রশস্ত পথ এবং প্রাণকৃষ্ণ মণ্ডলের ২ তলা ভবন, **উত্তরঃ** পুকুর, **দক্ষিণঃ** পুকুর।
বন্ধকদারের নামঃ গৌতম মন্ডল, রুপা গুরে এবং অপর্ণা মন্ডল

তারিখঃ ১৫.১০.২০২৫
স্থানঃ পারুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ

ফোনিক্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
(ফোনিক্স ট্রাস্টর ট্রাস্টি আথিক বছর ২৩-১০)
(অনুমোদিত অফিসার)

ফোনিক্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিসঃ তৃতীয় তল। ওয়াল্লাস টাওয়ার (পূর্বে শিবশক্তি বিল্ডি নামে পরিচিত)। ১৩৯/১৪০/বি/১। সহর রোড ক্রসিং এবং ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়ে। ভিলে পার্লে (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৫৭
ফোনঃ ০২২-৬৮৪৯ ২৪৫০, ফ্যাক্সঃ ০২২-৬৭৪১ ২৩১২,
সিআইএনঃ ৬৭১৯০এমএইচ২০০৭পিটিসি১৬৮৩০৩
ইমেলঃ info@phoenixarc.co.in, ওয়েবসাইটঃ www.phoenixarc.co.in

পরিশিষ্ট-IV [নিয়ম ৮(১) দেখুন]

দখলের বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী হিসেবে ফোনিক্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা (ফোনিক্স ট্রাস্ট আর্থিক বছর ২৩-১০ এর ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন), সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **২১.০৫.২০২৪ তারিখের ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন যাতে ঋণগ্রহীতা কিশোর অধিকারী এবং রত্ন অধিকারীকে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ টাকা পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। ১২,০৩,৭১২/- (বারো লক্ষ তিন হাজার সাতশ বারো টাকা মাত্র) ১৭.০৫.২০২৪ তারিখে ঋণ অ্যাকাউন্ট নং HF0011H19100334** সম্পর্কিত, অতিরিক্ত সুদ প্রযোজ্য হবে এবং অন্যান্য চুক্তিভিত্তিক বকেয়াও পরিশোধ করা হবে যা উক্ত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের (ষাট দিনের) মধ্যে সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত পরিশোধ করা হতে পারে।
ঋণগ্রহীতারা উপরে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী **১৬.১০.২০২৫** তারিখে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮ এর সাথে পঠিত আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৪) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল গ্রহণ করেছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য **১৭.০৫.২০২৪ সালের হিসাবে ফোনিক্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেড (ফোনিক্স ট্রাস্ট আর্থিক বছর ২৩-১০ এর ট্রাস্টি হিসেবে তার ক্ষমতায় কাজ করছে) ১২,০৩,৭১২/- (বারো লক্ষ তিন হাজার সাতশ বারো টাকা মাত্র) চার্জ প্রযোজ্য হবে,** যার সাথে আরও সুদ প্রযোজ্য হবে, সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ।
ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, উপলব্ধ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য।

সম্পত্তির বর্ণনাঃ
প্রায় ১২টি ছটাক এবং ২৪ বর্গফুট জমির বন্ধকী সম্পত্তির সমস্ত অংশ এবং তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা কাঠামো, যার অংশ হিসেবে আর.এস. দাগ নং ১৯৫৮, আর.এস. খতিয়ান নং ১৫৮, জে.এল. নং ২, মৌজা গরিফা, থানা-নৈহাটির অধীনে, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, বর্তমানে পৌরসভার হোল্ডিং নং ৬৩/১/, বি.বি. মুখার্জি রোড (দলিল অনুসারে) এবং ৬৩/১/১, বি.বি. মুখার্জি রোড (কর অনুসারে), পৌরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডের অধীনে (পুরাতন) ৭ (নতুন), নৈহাটি পৌরসভার সীমানার মধ্যে। এবং **প্লটের সীমানা উত্তর**-বলরাম পালের জমির পাশে। **দক্ষিণ**-অনুপম অধিকারীর বাড়ি **পূর্ব**-৬' ফুট প্রশস্ত লেন দ্বারা। **পশ্চিম**-হেলা বাগের জমির পাশে।
বন্ধকদারের নামঃ শ্রী কিশোর অধিকারী এবং শ্রীমতি রত্না অধিকারী

তারিখঃ ১৬.১০.২০২৫
স্থানঃ নৈহাটি, পশ্চিমবঙ্গ

ফোনিক্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
(ফোনিক্স ট্রাস্টর ট্রাস্টি আথিক বছর ২৩-১০)
(অনুমোদিত অফিসার)

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩১৭, সংখ্যা, বুধবার ৩ কার্ত্তিক ১৪৩২

শিল্পী অখিলবন্ধু ঘোষ

সাধারণ ধুতি-শার্টে উপস্থিতি, মুখচোরা, লাজুক স্বভাব,বিনয়ী, কণ্ঠে মধু ঝরে পড়ে।' 'ওই যে আকাশের গায়, দূরের বলাকা ভেসে যায়'। জীবদ্দশায় উপযুক্ত সম্মান পাননি। এমনকি এক গভীর রাতে বাড়ি ফিরতে জলসার উদ্যোক্তারা তাঁর জন্য কোনও কিছুর ব্যবস্থা না করে শিল্পীর প্রাপ্য সম্মানটুকু জানাননি। ভোর রাতে জলসা শেষ করে পায়ে হেঁটে কসবা থেকে ভবানীপুর এসেছিলেন। তাঁর মধুর কণ্ঠে 'ও দয়াল বিচার করো' গান শ্রোতাদের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়, শিহরিত হয় আবেগ,আবেশ। যেন অনির্বচনীয় এক সুখানুভূতি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য সহ বিশিষ্ট শিল্পীরা একবাক্যে বলেছেন অখিলবন্ধু ঘোষ তাঁর প্রাপ্য মর্যাদার সবটুকু পাননি। হয়ত সেই কারণে তাঁর কণ্ঠে 'সারাটি জীবন কী যে পেলাম/ এই মায়াভরা পৃথিবীতে'- গানটিতে এক অভিমানী শিল্পীর বেদনা এমন গভীর হয়ে ফুটে উঠেছে। শিল্পী অখিলবন্ধুর হৃদয় জুড়ে ছিলেন শচীন কর্তা। জলসায়,ফাংশনে তাঁর গান থাকবেই। শচীনদেব একবার তাঁর নিজের গাওয়া গান অখিলবন্ধুর গলায় শুনে মন্ত্রমুগ্ধ। 'বধূ গো এই মধুমাস'- গানটি তিনি অখিল বন্ধুকে নতুন করে রেকর্ড করার অনুমতি দিলেন তিনি। অখিলবন্ধু গাইলেন। বাংলা গানের ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল। 'ও দয়াল' গানটি অখিলবন্ধু নাকি এক স্টেশনের ভিখারির কাছে শুনেছেন এবং তাঁর থেকেই শিখেছেন! কেমন গেয়েছিলেন সেকথা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। ওই গানের রিমেক করে অনেকেই বিখ্যাত হয়েছেন! জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের জলছবি রং বইয়ের তথ্য বলছে 'তোমার ভুবনে ফুলের মেলা' গানটি নিয়ে একটা গল্প আছে। মাঝ-খাম্বাজ নিয়ে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হল, দু'জনে দু'টি গান করার। প্রাপ্তি হিসেবে বাংলা গানের শ্রোতারা পেলেন দু'টি স্মরণীয় গান, 'তোমার ভুবনে ফুলের মেলা' আর 'তোমারে ভুলিতে ওগো।' শিল্পী অখিলবন্ধু মানে 'ও দয়াল বিচার করো', ' যেন কিছু মনে কোরো না কেউ যদি কিছু বলে', 'পিয়ালশাখার ফাঁকে ওঠে', 'ওই যে আকাশের গায়', অথবা 'ঐ যাঃ! আমি বলতে ভুলে গেছি'। অবিস্মরণীয়, অসাধারণ কালজয়ী সব গান। তাঁর গায়কির বিরহ ও অভিমান ছুঁয়ে যেত শ্রোতার মন। নিজের অধিকাংশ গানে সুর দিয়েছিলেন নিজেই। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে গভীর দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, কিন্তু পরিবেশনায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত তাঁর ছায়াসঙ্গীই হয়ে রইল,আলোয় প্রকাশ পেল না। নিজস্ব ধরনের আধুনিক বাংলা গানে তিনি হয়ে উঠলেন অনন্য। অখিলবন্ধুর বড় হয়েছেন চাকদায় মামাবাড়িতে। গানের প্রতি ভালবাসা মামা কালিদাস গুহ-র সৌজন্যে। পরে কলকাতার ভবানীপুরে চলে আসেন। সেখান থেকেই শিল্পী, সুরকার অখিলবন্ধুর গড়ে ওঠার সূচনা। সাঙ্গীতিক অভিব্যক্তির জাদুকর তিনি। সহধর্মিণী দীপালি ঘোষ ছিলেন শিল্পী অখিলবন্ধুর প্রকৃত সুরসঙ্গিনী। জায়ার সুরে অনেক গান শিল্পী গেয়েছেন। ২০২০ সাল ছিল অখিলবন্ধু ঘোষের জন্মশতবর্ষ। বলতে দ্বিধা নেই জীবদ্দশায় উপযুক্ত সম্মান তিনি পাননি। হয়ত সেইজন্য তাঁর কণ্ঠে 'পেয়েছি যতই, তারও বেশি করে/ হয়তো হয়েছে দিতে' গানটিতে এক অভিমানী শিল্পীর বেদনা এমন গভীর হয়ে ফুটে উঠেছে।

বাংলা থিয়েটারে নতুন যুগ

নাটককে শুধুমাত্র প্রগতির আবেদনে আবদ্ধ না রেখে এল-টি-জি চেয়েছে বৈপ্লবিক বিষয়বস্তু, এ সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই কিছু সুবিধার কথা না বলে বলেছে এ-ব্যবস্থাকে ভিত শুদ্ধ উপড়ে ফেলার কথা। এল-টি-জি নাটকে এনেছে মার্কসবাদ লেনিনবাদের আলোচনা, শ্রেণী-রাষ্ট্র-অস্ত্রের তাৎপর্য। প্রগতিশীল নাটক কথাটাকে এল-ট-জি কোনোদিন প্রাধান্য দেয় নি, কেননা ঐ আবরণের পেছনে বিষয়গত অনেক জঞ্জাল কলিকাতার মঞ্চে চালু আছে। এল-টি-জি টিম ওয়ার্কের এক নুতন ব্যাখ্যা দিয়েছে। সে মঞ্চে গতিশীল ভীড়ের দৃশ্যের অবতারণা ক'রে ব্যক্তির পরিবর্তে সমষ্টিকে আসল নায়ক করার চেষ্টা করেছে, একজন বড় আকারের মানুষের পরিবর্তে মেহনতি শ্রেণীকে ইতিহাসের স্রষ্টা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে। এল-টি-জি বিশাল ও আধুনিক মঞ্চসজ্জার প্রবর্তক। কলকাতা বাণিজ্যিক নাট্যশালার মহাজনী-গদী-মার্কা রঙিন ঘরবাড়ির দৃশ্যসজ্জাকে সে পদাঘাত করতে চেয়েছে। অন্যপক্ষে গণনাট্য সংঘের হাতে চটের পর্দা ওঠার নিরাভরন মঞ্চে শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটি মুদ্রাদোষ। ফাঁকা মঞ্চ যে কোনো অনড় মূলনীতি নয়, আধুনিক নাট্যশালার দৃশ্যসজ্জাও যে একটি অপরিহার্য অংগ এ সত্য গণনাট্য আন্দোলনে এল-টি-জি প্রতিষ্ঠিত করেছে। সে ন-ফুট উঁচু প্ল্যাটফর্ম, কয়লাখনির পিটহেড ও খাদ, যুদ্ধ জাহাজ; তিতাস পারের মেলা, মেঘনাবক্ষে মালোদের অভিযান, মার্কিন- যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের রেল ষ্টেশন, ভিয়েতনামের যুদ্ধক্ষেত্র সব ধরার চেষ্টা করেছে শিল্পসম্মত রেখা ও রঙে। তাই বলে ভারি সজ্জার চাপে এল-টি' জি গৃহ বন্দী হয়ে পড়েনি, সে পথনাটিকাকে নূতন গতি ও রূপ দিয়েছে, দিন বদলের পালায় সে পথনাটিকার ফর্মকে তার চরম পরিণতিতে নিয়ে গেছে। এল-টি-জি একাধারে স্থায়ী মঞ্চ চালিয়েছে ও প্রবল গতিশীল থেকেছে। সে একাধারে গভীর বিপ্লবী তত্ত্ব বলেছে এবং তাৎক্ষণিক রাজনীতির প্রচার করেছে। সে একই সংগে প্রোপাগান্ডা ও এজিটেশন দুটি চালিয়েছে। এল-টি-জি নাট্যসংগীতকে যথাযোগ্য স্থানে বসিয়ে গেছে। সে রবিশঙ্করকে নাট্যশালায় এনেছে। তিতাসের গান ও সংগীতকে যথাযথ ধরার প্রয়াস পেয়েছে, দেশ বিদেশের বিপ্লবের গানকে এনে দিয়েছে দর্শকের কাছে, পাশ্চাত্য মার্গ ও লঘু সংগীতকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে। শব্দগ্রহন ও প্রেক্ষাপটে মনে হয় এল-টি-জি নতুন এক যোজনা করে গেছে। ৬) অভিনয়ে এল-টি-জি অবশ্যই একটি বিশিষ্ট ধারার প্রবর্তক।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

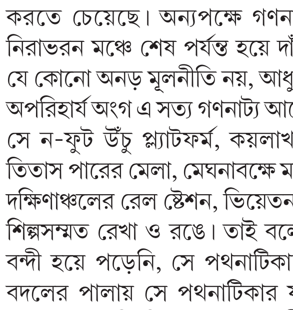

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, ভক্তদের জাগিরত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনারৈ দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। বিশ্ব মাতার নির্মিত জগতকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে।

আফগান এবং বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিক ভারতের পাশে রয়েছে

নিখিল কুমার নস্কর, শিক্ষক

আফগানিস্তান ভারত ও বাংলা দেশের মানুষ উজ্জ্বল জীবনের পথে অন্তহীন ভালো বাসায় ঃ
ভারতের আফগানিস্তানের প্রতি সহমর্মীতা আন্তরিকতার ভাবাবেগ এবং নতুন সূর্যকিরণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে ভারতের পশ্চিমী প্রতিবেশী দেশের প্রতি। ভারত আফ

গানিস্তানের নিবিড় বন্ধন আফগান মাটিতে ভারতের বৈদেশিক সম্পর্ক গুলি সুন্দরতম করবে এবং সর্বপ্রকার প্রতিকূলতার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে সহায়তা করবে।

নতুন দিল্লিতে আফগানিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী আমির খান মুত্তাকী ভারতের কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রী এস জয় শংকরের সঙ্গে মিলিত হন ১০ই অক্টোবর ২০২৫। ভারতের বিদেশ মন্ত্রী পরিবেশ সৌহাদ্য' পূর্ণ পরিবেশে ভালোবাসার বিনিময়ের মাধ্যমে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার ইতিবাচক দিক তুলে ধরেন। ভারতের পশ্চিম দিকের প্রতিবেশীর সঙ্গে এ অনুভবের বন্ধন একদিন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। আফ গানিস্তান ইরান ও আরব অঞ্চল সমূহে ভারতের সম্পর্ক মাধুর্য লাভ করবে।

রাশিয়ার আফগানিস্তানকে স্বীকৃতি ও তার ইরান সম্পর্ক খুবই গভীর। আফগান বিদেশ মন্ত্রী আমির মুত্তাকী বলেন ভারতের সহিত চুক্তিগুলো আরো শক্ত করবেন এবং ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রী এস জয় শংকর ঘোষণা করেন যে খুব শীঘ্রই কাবুলে ভারত তার দূতাবাস খুলবে। ভৌগোলিক প্রয়োজনীয় তার কারণে ও ভারত আফ গানিস্তান সম্পর্ক মধুর হয়ে উঠুক। পাকিস্তানের আফগানিস্তানের সীমা লঙ্ঘন করে বোমা বর্ষণ, কাবুল ও পাকাটিকা প্রদেশে পাকিস্তান বিস্ফোরণ ঘটায় সাধারণ জনবসতি এলাকায়। পাকিস্তান থেকে আফগান শরণার্থীদের বা বসবাসকারীদের জোরপূর্বক বিতারণ করায় আফগানিস্তান পাকিস্তান সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। খাদ্য,স্বাস্থ্য সুরক্ষা,প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় ত্রাণ এবং আফ গানিস্তানে বসতি অঞ্চল সমূহে পূনঃগঠন হবে ভারতের লক্ষ্য ।ভারত রাশিয়া চীন আমেরিকার (ইউএস) প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সম্পূর্ণভাবে বিরোধিতা করেন আফগানিস্তানের বাগগ্রাম বিমান ঘাঁটি মার্কিন সরকারের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টার জন্য ।

তারপর ভারতে একটি অন্তর্দেশীয় সম্পর্কের ব্যাপারে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের সাধারণ মানুষ ও সর্বোপরি সারাদেশে ভারত বিরোধী আমেরিকার বিদেশ নীতি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার প্রভাব পড়েছে ভারতীয় ভূখণ্ডের সার্বভৌমত্ব ও সীমান্তের অখণ্ডতায়। কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের ও মিলিটারির বয়স সীমা পৌঁছানো ও প্রাক্তন সেনা অফিসারদের জন্য পাকিস্তানের ভারত প্রেম ডাঁনা বাঁধতে পারছে না।

আমরা জানি যে আমরা সবাই মানুষ। জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা প্রয়োগের পাঁচ বছর পর যেটা জম্মু ও কাশ্মীর মানুষকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে লেফটেন্যান্ট জেনারেল বা কেন্দ্রীয় অনুশাসনে ভালোবাসা ও উদারতায় জম্মু ও কাশ্মীরের পাহাড়ী আবহের মানুষ বসবাস করছেন ৫ই আগস্ট,২০১৯ সাল থেকে। শেষ বিধানসভার ভোট হয়েছিল ২০১৪ সালে। এই পাঁচ বছরের ইতিহাসে ২৬৩ টি সন্ত্রাসবাদের ঘটনা ঘটে। ২০২১ সাল থেকে ৪১৭ উগ্রপন্থী দেহত্যাগ করেন ৬৮ জন ভারতীয় নিরীহ সেনা ও ৭৫ জন নাগরিক গণহত্যার শিকার হন। জম্মুতে ৪৮ জন উগ্রপন্থী ৪৯ জন সেনা এবং ১৯ জন নিরীহ নাগরিকের মৃত্যু ঘটে।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্র অনুশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর জম্মু ও কাশ্মীরের উপত্যকায় অশান্তি কমে যায়, প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্র পাকিস্তানের ভুল সিদ্ধান্ত ও মূল্যবোধের ধারণায় নীতি হীনতার জন্য ভারতীয় উপমহাদেশে রক্ত ঝরছে বিভিন্ন রূপে। জম্মু-প্রদেশে বিগত দুই দশকে অনাবিল শান্তি বিরাজ করছে। পিরপাঞ্জাল পাহাড়ি উপত্যকায় ও চেনাব উপত্যকায় ৩৩ টি উগ্রপন্থার ঘটনা ঘটেছে, নিরীহ নাগরিকদের উপর যাতে ২০২১ সালে ৪৮ জন উগ্রপন্থী, যিনি কোন না কোন মায়ের সন্তান সামান্য অর্থের জন্য পাকিস্তানি সেনা জেনারেলদেজেনারেলদের হয়ে মমতাহীন কাজ করছে। পরিসংখ্যান বোঝাচ্ছে পাঁচজন উগ্রপন্থী নিহত হলে দুইজন নাগরিক নিধন করা হচ্ছে।

বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী পাহাড়ি শীতল উপত্যকার মানুষজন পাকিস্তানের ভুল বিদেশ নীতির অমানবিক মানসিকতার শিকার হচ্ছেন। এই কারণে বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্ত কাশ্মীর উপত্যকায় উগ্রপন্থায় বিদেশী ভাড়াটে উগ্রপন্থীদের হাতে আধুনিক অস্ত্র ও নেশার দ্রব্য পাচার কার্যে যুক্ত থাকায় উগ্রপন্থা অন্য রূপে দেখা যাচ্ছে ৩৫ বছর আগে যা দেখা যায়নি।

সারা বিশ্বের ভৌগোলিক অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই রূপে বিরাজিত সেখানে উগ্রপন্থায় নিযুক্ত পাহাড়ি অঞ্চলের তরুণ

সমাজ সামান্য অর্থের জন্য নিজের প্রবৃত্তি ভুলে গিয়ে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় আক্রমণ করছে। পাহাড়ে গহবড়ে থাকা, মাটির বাঙ্কারে থাকা মানুষগুলি জম্মু ও কাশ্মীরে মানুষে মানুষে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টায় আছে। সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তানের প্ররোচনায় ও অস্ত্র সরবরাহে জম্মুতে বিগত পাঁচ বছরে উগ্র পন্থা বেড়েছে আর উগ্র পন্থীদের কার্যক্রম ও মানুষ হত্যা বেড়েছে কাশ্মীরে।

জম্মু ও কাশ্মীরে আর্টিকেল ৩৭০ ধারা প্রয়োগের কারণ জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিত করা উচ্চ প্রশিক্ষিত পাকিস্তান সেনার এস এস জি কমান্ডো গন যাদের হাতে উন্নত স্বয়ংক্রিয় রাইফেল রয়েছে তারা সীমান্ত অতিক্রম করে এপারে ঢুকতে আরম্ভ করে বার বার।তারপর প্রচুর বহিরাগত পাকিস্তানি সেনা জওয়ান নিধন করে শান্তিরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের। পাকিস্তানি কমান্ডোদের হাতে থাকে এম-৪ কারবাইন, চীনের তৈরি বুলেট, ড্রোন এবং শরীরে লাগানো উচ্চ প্রযুক্তির ক্যামেরা। তারপর লেফটেন্যান্ট জেনারেলের হাতে জম্মু ও কাশ্মীরের অনুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ও নাগরিকদের মান সম্মান মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়।

আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের মানুষজন এখন ভোরের আভার মতো অশান্তিতে ডুবে আছে। বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনুস কাতারের রাজধানী দোহাতে একটি বিশ্ব সম্মেলন হয়। সম্মেলনে সমবেত হন পৃথিবীর তিন প্রগতিশীল দেশ নরওয়ে, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতেরা আওয়ামী লীগ নেতা সাবের হোসেন চৌধুরীকে বলেন (যিনি হচ্ছেন শেখ হাসিনা সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী) বাংলাদেশে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য। বাংলাদেশে অসংবিধানিক অবস্থা চলছে যার নেতৃত্বে আছেন মোহাম্মদ ইউনুস। ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তবর্তী কালীন সরকারের বিরুদ্ধে রাজধানী ঢাকার রাস্তায় নেমে স্লোগান দিতে থাকে আওয়ামী লীগের যুব সদস্য বৃন্দ। সরকার ক্ষমতাচ্যুত করা হয়।

স্বামী সত্যজিৎ সম্পর্কে স্ত্রী বিজয়া লিখেছেন

রণজয় সরকার

প্রতিবার যেমন হয় দুজন দুজনকে টাকা দিতেন,সেবারে কিন্তু ব্যাপারটা এক চিত্রের পুনরাবৃত্তি হল না। সত্যজিৎ জায়া স্বামীর কাছে আবদার করে বললেন, 'আমার বহুদিনের একটা শখ তুমি মিটিয়ে দেবে'? অবাক একটু হয়েছিলেন মানিকবাবু, অবশ্য সাথে সাথে বললেন, 'তোমার যা ইচ্ছে কিনে নাও না, আমি কি কোনওদিন আপত্তি করেছি'? 'না তা করোনি,কোনও দিনও না,সেইজন্যই চাইতে একটু ইতস্তত করছি'।

সত্যজিৎ রায় ও বিজয়া রায় নিজেদের বিবাহবার্ষিকীর দিনে দু'জন দুজন'কে টাকা দিতেন,মজার বিষয় সেই টাকা আসলে জমা থাকত সহধর্মিণীর কাছে,জিনিসপত্র কেনার দায়িত্ব সত্যজিৎ জায়ার, তিনি ওই টাকা দিয়ে মানিকবাবুর পছন্দের জিনিসপত্র কিনতেন। দু'জনেই প্রত্যেককে পাঁচ হাজার করে টাকা দিতেন। সেবার কিন্তু বিষয়টা সেই চেনা চিত্রনাট্যের মত এগিয়ে গেল না,বরং সেখানে আছে রোম্যান্টিকতা,সুখী দাম্পত্যের মন ভাল করা প্রতিচ্ছবি,স্বামী-স্ত্রী'র সম্পর্কের অনবদ্য কেমিস্টি। 'আমাদের কথা'বইয়ে বিজয়া রায় লিখেছেন শাড়ি গয়না এসব তিনি কোনওদিন চাননি,শখ যে খুব ছিল এমন নয়,বিবাহিত জীবনের বেশ লম্বা সময় পেরিয়ে তিনি কিনেছেন ২টা শাড়ি,খুব দামী নয়,বড় জোর কয়েকটি ছাপানো সিল্কের শাড়ি। তার একটা বড় কারণ জন্মদিনে তিনি উপহার হিসেবে যেসব শাড়ি পেতেন তাতে দিব্যি চলে যেত, দূর্বলতা ছিল কানে হিরের টপ ও হাতে হিরের আংটির প্রতি। জানতেন সত্যজিৎ রায় মহাশয়কে বললে সাথে সাথে রাজি হয়ে যাবেন,কারণ গয়নার আসল দাম কত সেই বিষয়ে তাঁর নিজের কোনও ধারনাই ছিল না। 'কী চাও বল,আমার সাধ্য থাকলে তা নিশ্চয়ই পাবে,কারণ এটা বিশেষ বছর সেটা ভুলে যেও না'। মানিকবাবুর মুখে একথা শুনে মাথাটা কিছুটা নীচু করে স্বামীর কাছে স্ত্রী'র আবদার 'এক জোড়া হিরের কানের দুল আর একটা হিরের আংটি'। সত্যজিৎ জায়া মনে করিয়ে দিলেন 'আমরা এনগেজড হওয়ার সময় মনে পড়ে তুমি আমাকে রুপোর ওপর সোনার জল করা আংটি দিয়েছিলে'? বিয়ের বিশেষ বছর বলে কথা মানিকবাবু উৎসাহ ভরে সহধর্মিণীকে বললেন, বেশ তো সে নিজে গিয়ে কিনে নিয়ে আসুক পছন্দের কানে হিরের টপ আর হাতের হিরের আংটি। কিংবদন্তি চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়,তাঁর স্ত্রী বিজয়া রায় নিজেও একজন গুণীজন, তবে রক্ত-মাংসের মানুষ নিশ্চয়ই। সব বিবাহিত নারী-পুরুষের কাছে প্রতিবছর বিবাহের দিনটি বিশেষ তাৎপর্যের,সামর্থ্যের মধ্যে দিনটি স্পেশাল করে রাখার আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকে,ঠিক তেমন ভাবেই বিয়ের বিশেষ বছরে ভালবাসা, আবেগের মাধুরী মিশিয়ে স্বামীর কাছে আবদার করলেন সত্যজিৎ জায়া, পতিদেবকে বললেন, হিরের আংটি,কানের টপের বেশ দাম হতে পারে,তবে এবার তাঁকে সঙ্গে যেতে হবে,এবং তাঁর পছন্দেই জিনিস কেনা হবে। সব শুনে সত্যিই আকাশ ভেঙে পড়ার মত অবস্থা প্রবাদপ্রতিম চিত্র পরিচালকের,তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'আমি পছন্দ করব? এ-সবের আমি কী বুঝি'? নাছোড়বান্দা বিজয়া রায় কোনও আপত্তি শুনতে নারাজ,সহধর্মিণীর অনুরোধ উপেক্ষা আর করা হল না, মানিকবাবু স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন পার্ক স্ট্রিটে সতরামদাসের দোকানে।

সত্যজিৎ রায়ের সত্যিই হিরের গয়নার দাম সম্পর্কে কোনও ধারনা নেই, কিন্তু সত্যজিৎ জায়ার মনের কোনে ঈষৎ চিন্তার মেঘ, কি-জানি দাম কত হবে! এই ঘটনা ১৯৭৩ সালের,জিনিসপত্রের দাম তখন একটু কম,মানিকবাবুকে দোকানের লোকজনের চিনতে একদম দেরি হল না। বিজয়া রায় ও সত্যজিৎ রায় মহাশয় মিলে পছন্দ করলেন কানের দুল আর আংটি,দাম কিন্তু পাঁচ হাজারের অঙ্ক অতিক্রম করে গেল। দোকান কর্তৃপক্ষ ছয় হাজারের একটু বেশি দাবি করলেন। বিজয়া রায় অবশ্য পরিস্কার বলে দিলেন 'আমার সঙ্গে পাঁচ হাজার আছে যদি তাতে হয় নেব,তা নইলে কিছুই নেব না'। ব্যবসা করতে বসে ব্যবসাদার যথারীতি যেসব কারণ খদ্দেরের কাছে তুলে ধরে সেইসব হচ্ছে,কেন কম দামে দেওয়া সম্ভব নয় যতটা বোঝানো যায় আর কি! 'চলো অন্য দোকানে দেখি'। আবার অন্য দোকান! মানিকবাবু এই দর কষাকষিতে একটু যেন অপ্রস্তুত, মুখের অভিব্যক্তি ঠিক তেমন, বিজয়া রায়ের লেখায় লিপিবদ্ধ সেকথা। সতরামদাস কর্তৃপক্ষ ভাবলেন শেষে না খদ্দের হাতছাড়া হয়ে যায়,শুধু তাদের থেকে অনুরোধ এল তারা যেন চলে না যান,একটু কথা বলা হবে নিজেদের মধ্যে। হাসিমুখেই দোকানের একজন এগিয়ে এলেন বিজয়া রায়ের দিকে,বললেন 'সিন্স দিস ইজ এ ভেরি স্পেশাল অকেশান (বিয়ের পঁচিশ বছর বিজয়া রায়ের মুখে শুনেছেন) আমাদের ক্ষতি হলেও ওই পাঁচ হাজারেই আমরা রাজি'। মানিকবাবুর বাঁ হাতটা এগিয়ে দিয়ে বিজয়া রায় বললেন 'আংটিটা পরিয়ে দাও'। একটু অপ্রস্তুত হলেও আপত্তির অবকাশ নেই,সহধর্মিণীর হাতে হিরের আংটি পরিয়ে দিলেন। সত্যজিৎ জায়া কানের দুলটা পরলেন।

সাহেব কালী সাধক অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি

রবীন্দ্র কুমার শীল

বাংলায় কবে থেকে কালী পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল তার কোনও সঠিক ইতিহাস নেই। তবে ইতিহাসবিদরা মনে করেন যে কালী পুজো বাংলায় শুরু হয়েছিল মধ্যযুগ থেকে। মনসা মঙ্গল কাব্যের কাল থেকে বাংলায় কালী পুজোর আয়োজন হতে দেখাতে পাওয়া গিয়েছে। কালী পুজো হচ্ছে তন্ত্রসাধকদের পুজো। কালী পুজো এই পুজোতে কোনও মহিলারা অংশ গ্রহণ করতে পারতো না। মহিলাদের কোনও অধিকার ছিল না কালী পুজোয় অংশ গ্রহণ করার। একেবারে গভীর জঙ্গলে যেখানে জনসমাগম নেই সেখানেই তন্ত্র সাধনার মধ্যে গিয়ে সাধকেরা শক্তি অর্জন করতেন। কালী যেহেতু রক্তপাতে বিশ্বাসী সেই কারণে সেই সময়ে বাঙালী ভদ্র সমাজে এই পুজোর প্রচলন বড় একটা দেখতে

পাওয়া যেত না। কিন্তু কালক্রমে কালী পুজো ভদ্র সমাজে প্রবেশ করতে শুরু করে এবং কালী পুজো বাংলার অন্যতম দ্বিতীয় সেরা উৎসবে পরিণত হয়।

অতীতে কোনও সময়ে ভদ্র সমাজে পুজোরা চলন ছিল না। শশ্মান ঘাটে এই পুজোর প্রচলন ছিল। সেখানে সন্ন্যাসীরা ধ্যান করে মা কালীর আরাধানা করতেন। কোনও উচ্চ বংশের লোকেরা এই পুজোয় অংশ গ্রহণ করতো না। নিম্নবর্ণের লোকেরা এই পুজো করতে বলে সেখানে কোনও উচ্চ বর্ণের লোকেরা যেত না বা পুজোয় অংশ গ্রহণ করতো না। আগে ঘরে বা পাড়ার মধ্যে এই কালী পুজো হতো না। শনি পুজোর মতো ঘরে বাইরে যেখানে জনসমাগম নেই সেখানেই কালী পুজোর আয়োজন করা হতো। বনে বাদরে এবং জনবহুলবর্জিত স্থানে কালী পুজো আয়োজন করতে হতো। গভীর রাতে বেলায় পুজো হতো বলে

কালী সাধনা করতো বাংলার ডাকাতেরা। তারা ধনীদের বাড়িতে ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে মা কালীর পুজো করতেন। বাংলার ডাকাতদের কালী পুজোয় নরবলি দেওয়া দেওয়ার প্রচলন ছিল। ডাকাতি যাতে সাফল্য লাভ হয় তার জন্য মা কীলকে তুষ্ট করতে এই নরবলির আয়োজন করা হতো। এখনও ডাকাতে কালী রয়েছে। কিন্তু ডাকাত নেই। ডাকাতে কালী পুজো এখনও হয়ে থাকে। জানতে পারা গিয়েছে কলকাতার কালীঘাটের কালী ছিল ডাকাতে কালী। ডাকাতেরা আগে ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে কালঘাটের কালী পুজোর আয়োজন করতো। কালীঘাটের পাশেই ছিল আদি গঙ্গা। সেই আদি গঙ্গার পথ ধরে ডাকাতেরা তখন ডাকাতি করতে বের হতো। তাদের নিজস্ব নৌকাও ছিল। আদি গঙ্গা ধরে তারা রাতের বেলায় ডাকাতি করতে বের হতো আর ভোর বেলায় তারা ঘাটে ফিরে আসতো। সারা রাত ধরে এই সব ডাকাতেরা ডাকাতি করতো। ধনীদের বাড়িতে গিয়ে ডাকাতি করে সেই সব অর্থ গরিবদের বিলিয়ে দিত বলে জানতে পারা গিয়েছে।

কবিগানের ভোলা ময়রা ছিলেন একজন কালী সাধক। তিনি যেমন দুর্গা পুজোর সময়ে কবিগান করতেন আবার শ্যামা পুজোর সময়ে তিনি শ্যামা সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। তাঁর ভাবশিষ্য সহেব অ্যান্টনি কবিয়াল কলকাতায় একটি কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন। সেই কালী মন্দির আজও রয়েছে। সেটি বউবাজারের ফিরিঙ্গি কালী মন্দির বলে বিখ্যাত। তিনি মা কালীর কাছ থেকে শক্তি চেয়ে প্রার্থনা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। মা কালী তাঁকে কবিগান করার শক্তি দেন। কিন্তু তিনি সাহেব ছিলেন বলে তাঁর কালী পুজো করার কোনও অধিকার নেই বলে সেই সময়কার সমাজ পতিরা প্রতিবাদ করে। কালী পুজোর রাতের বেলায় তাঁর ঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলে তিনি গৃহহীন হয়ে পড়েন। তাঁর হিন্দু স্ত্রীও সেই আগুনে মারা পড়ে গিয়েছিল। তবুও অ্যান্টনি সাহেব কালীকে ত্যাগ করেননি। তিনি কলকাতায় এসে বসবাস করতে শুরু করলেন। তিনি কবিগান থেকে যা রোজগার করতেন তাই দিয়ে তিনি শ্যামা মায়ের পুজোর আয়োজন করতেন। বসবাস করতেন শিয়ালদহের কাছে অবস্থিত একটি বাড়িতে। সেই স্থানটির নাম হচ্ছে অ্যান্টনি বাগান লেন। সেখানে আজও অ্যান্টনি সাহেবের একটি বড় বাগান রয়েছে। এবারে আসি ভোলা ময়রার কথায়। ভোলা ময়রা বাংলার সেরা কবিগানের গায়ক সেটা স্বীকার করে গিয়েছেন অ্যান্টনি সাহেব। তিনি বলেছেন, ভোলা ময়রা না থাকলে তাঁর কবিগান শেখা হতো না। ভোলা ময়রা অ্যান্টনি কবিয়ালকে হাতে করে গান শেখাননি বটে। কিন্তু অ্যান্টনি সাহেক ভোলা ময়রাকে অনুসরণ করে তাঁকে গুরু হিসাবে গ্রহণ করে তিনি কবিগান শিখতে শুরু করেছিলেন। প্রায় মহাভারতের একালব্যের মতো। একালব্য যেমন গুরু দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে সরাসরি তীর ধুনক ছোঁড়া শেখেননি। দ্রোণাচার্যের ছবিকে সামনে রেখে তাঁকে গুরু মেনে নিয়ে গভীর জঙ্গলে গিয়ে তীর ধুনকের লক্ষ্যভেদ অনুশীলন করতেন অ্যান্টনি কবিয়ালও সেই রকমভাবে ভোলা ময়রাকে গুরু হিসাবে গ্রহণ করে কবিগান চর্চা করতেন। তবে একবার তিনি ভোলা ময়রা দোকানে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি গিয়ে প্রথমেই ভোলা ময়রা সাক্ষাৎ পাননি। দোকানে গিয়ে জানতে পেরেছিলেন ভোলা ময়রা গিয়েছেন কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। তিন দিন দোকানের পাশে বসেছিলেন সাহেব অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি। তিনদিন পড়ে অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি ভোলা ময়রার দেখা পান। ভোলা ময়রাকে অনুরোধ করেছিলেন গান শেখানোর। কিন্তু ভোলা ময়রা নারাজ ছিলেন। একজন সাহেবকে তিনি কবিগান শেখাতে তিনি রাজি ছিলেন না। ফলে ব্যর্থ হয়ে অ্যান্টনি ফিরিঙ্গিকে সেখান থেকে চলে আসেন। তারপরে অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি যেখানেই ভোলা ময়রার কবি গানের আসরে লড়াই করতেন।

হঠাৎই বাংলা গানে সুমন যুগ শুরু হয়েছিল

শঙ্খ রায়

'ফিরে দেখা'- আমি নিজে গান গাইতে পারিনা আর তথাকথিত সঙ্গীত শিক্ষিত নই। একটু আধটু সুর বুঝতে পারি আর তাই দিয়ে চালিয়ে দি। তা দিন কয়েক আগে একজন তথাকথিত সঙ্গীত-শিক্ষিত ব্যক্তি আমাকে হঠাৎ ব্যাঙ্গাত্মক সুরে বললেন- তুমি তো দেখছি কবীর সুমনের গানগুলো ভালোই কণ্ঠস্থ করেছ। তা আমি আর কি বলি, ওনাকে বললাম, আসলে আপনার মত কণ্ঠস্থ করতে তো পারব না, তাই আত্মস্থ করেছি। উনি কিছু না বুঝে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চলে গেলেন। আসলে রবীন্দ্রনাথের গানের মতই সুমনের গানও ভীষণ হিংসুটে, তার চাহিদা খুব বেশি। কিছুতেই তাকে ছাড়তে দিতে চায় না। কত প্রেম-বিচ্ছেদ, বন্ধু -বিচ্ছেদ হয়ে গেল এই গানের জন্যে, কিন্তু গান কখন যে ট্রান্সেন্ড করে যাচ্ছে কে জানে? তাই শুধু গানগুলো থেকে গেল।

আসলে বাংলা গানের জগতে কবীরের প্রবেশের সময়টা খুব অদ্ভুত ছিল। বার্লিন প্রাচীর সবে ভেঙ্গেছে। আমেরিকা আর সাদ্দামের লড়াই তখনও টেলিভিশন এর পর্দায় ভেসে আসছে। আর এই সময় ভারতে সবে মুক্ত অর্থনীতির ছোঁয়া লেগেছে। কেবল টিভির হাত ধরে এক ঝটকায় পৃথিবীটা হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে এল। মৃণাল সেনের মহাপৃথিবী দেখে ফেলেছি, পনেরো বছর পর প্রিয়তম পুত্র জার্মানি থেকে দেশে ফেরার দিন, উত্তর কলকাতার গলিতে বাস করা মা আত্মহত্যা করল করল- কেন? মন প্রশ্ন করছে। উত্তর চাইছে না- কিন্তু বক্তব্য চাইছে। স্টেটমেন্ট চাইছে। ঠিক যে স্টেটমেন্টের আশায় ১৯৭৩ এর কোন বিকেলে প্যারিসের শ্যেন নদীর ধার দিয়ে হেঁটে যাওয়া এক বাঙালি যুবক পেয়ে ছিল বব ডিলানকে, ঠিক সেইভাবে ১৯৯২ এর এপ্রিলের এক দিনে আমারা পেলাম সুমন কে। গানের মধ্যে স্টেটমেন্ট , বক্তব্য। আমি বলছি- তুমি ভাবো। একথা তুমি কি ভাববে না অনেক দিন গেছে দিনান্তে তোমার আমার যত চেতনা, মেলাতে হবে এই সীমান্তে। আমার এক প্রবাসী বাঙালি বন্ধু মৈনাক্য আমাকে প্রথম সুমনের কথা বলে, সালটা ১৯৯০-৯১ হবে। মৈনাক্য রাঁচিতে বা অন্য কোথাও সুমনের কোন অনুষ্ঠান দেখে ছিল। মৈনাক্য প্রবাসী ছিল তাই বাংলা ভাষাতে অতোটা দক্ষ ছিলনা। ওর ভাষায় , অদ্ভুত কিছু গান ও শুনেছিল, একটা লোক একাই গান গাইছে আবার নিজেই সব যন্ত্র বাজাচ্ছে। এর পর ১৯৯১ এর শেষাশেষি আমার থেকে আত্মীয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন, ইউনি ভারসিটি ইন্সিটিউট হলে সুমনের একটা অনুষ্ঠান দেখে। ওর ভাষ্য টা আমার মনে আছে, সব অন্য রকমের গান, এ রকম আগে শুনিনি আবার দেখিওনি- জিলিপি আর সন্দেশ নিয়ে গান। কি গান সেটা বলতে পারল না, বলল লোকটা তিন ঘণ্টা গাইল আর গল্প করল, একা- মাঝে মাঝে আবার চুমু ছুড়ে দিচ্ছে শ্রোতাদের দিকে। পরের বছর ২৫ শে এপ্রিল বিকেলে আমার বাড়িতে এসে ওই আমাকে ক্যাসেট টা দিয়ে গেল , তোমাকে চাই , বলল সেই লোকটার গান- একবার শোন। আমার কাছে একটা টেপ রেকর্ডার ছিল যেটা তে ক্যাসেট অটো রিভার্স হয়ে যেত, দুদিক ঘুরতেই থাকত। আমি রাত ১২ টার সময় চালিয়েছিলাম , সারারাত জেগে শুনছি, ক্যাসেট চলেছে সাইড এ থেকে সাইড বি। ভোর ৬ টায় বন্ধ করলাম। হাজার-লক্ষ জীবনে সুমন-যুগ শুরু হল।

মেমারি পুলিশের তৎপরতায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উদ্ধার মায়ের হারানো গহনা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২১ অক্টোবর ঃ ঘড়ির কাটা তখন বারোটা ত্রিশ ছুঁয়েছে। সেই মাহেন্দ্রক্ষণেই হঠাৎ খবর- মেমারি থানার দালুইবাজার গ্রামের ঐতিহ্যবাহী ব্যানার্জি জমিদারবাড়ির কালীপুজোর মণ্ডপ থেকে উধাও কালী মায়ের প্রায় দশ ভরি ওজনের স্বর্ণালঙ্কার! পুজোর রেশ কাটতে না কাটতেই চুরির এই ঘটনায় স্তব্ধ হয়ে যায় ব্যানার্জী পরিবার সহ গোটা এলাকা। খবর পেয়েই মেমারি থানার আইসি পালসিট সামাউর রহমানের নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছান ওসি প্রীতম বিশ্বাস, সিআইবি অফিসার বিশ্বজিত মণ্ডল এবং ডিএসপি মিজানুর রহমান। শুরু হয় তৎপর তদন্ত। জমিদারবাড়ির অন্দরমহলে তখন শোক ও সন্দেহের ছায়া। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে এক সন্দেহভাজন যুবকের নাম- দেবজ্যোতি চৌধুরী। সে বর্তমানে খোসবাগান এলাকার বাসিন্দা এবং বাড়িরই এক শরিকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু চুরির খবর চাউর হতেই সে দ্রুত এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। দ্রুত অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাকে আটক করে থানায় আনে। দীর্ঘ জেরার পর অবশেষে দেবজ্যোতি স্বীকার করে নেয় নিজের অপরাধ। নিছক লোভের বশেই সে চুরি করেছিল দেবীমূর্তির অলঙ্কার বলে দাবী ধৃতের। তার জবানবন্দির ভিত্তিতে উদ্ধার হয় চুরি যাওয়া সমস্ত স্বর্ণালঙ্কার। মঙ্গলবার দুপুরে ধৃতকে বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়। এই নাটকীয় ঘটনার পর গোটা এলাকায় স্বস্তির নিঃশ্বাস- মা ফিরে পেলেন তার হারানো বিভূষণ, আর পুজোর এই পবিত্র লগ্নে যেন সত্যিই অশুভ শক্তির বিনাশে শুভ শক্তির প্রতিষ্ঠা ঘটল। এই বিষয়ে মঙ্গলবার এক প্রেস কনফারেন্সে বিস্তারিত জানান ডিএসপি মিজানুর রহমান।

১৫ দিন পর খুলে দেওয়া হল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের দরজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ২১ অক্টোবর ঃ দিন পনেরো বন্ধ থাকার পর পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হল মাদারিহাটের জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের দরজা। সোমবার জাতীয় উদ্যান খুলে যাওয়ায় খুশি পর্যটকরা। প্রথম দিনই পর্যটকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। পর্যটকরা ফের ভিড় করায় খুশি পর্যটন ব্যবসায়ীরা। এই কয়েকদিন রুটিরুজি নিয়ে চিন্তায় পড়েছিলেন গাইডরা। জাতীয় উদ্যান খুলে যাওয়ায় দুশ্চিন্তামুক্ত হলেন তাঁরা। দিন পনেরো আগে বন্যায় বিপর্যস্ত হয় উত্তরবঙ্গ। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানও বিধ্বস্ত হয়েছিল। হলং নদীর উপর কাঠের সেতু জলের তোড়ে ভেঙে যায়। তার জেরে গত ৫ অক্টোবর থেকে জাতীয় উদ্যানের প্রধান গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। পর্যটকদের আসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চিন্তায় পড়েন পর্যটন ব্যবসায়ী ও গাইডরা। কয়েকদিন আগে জলদাপাড়ার অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্র চিলাপাতা, কোদালবস্তী, শালকুমার খুলে গেলেও মাদারিহাটে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের প্রধান গেট খোলে নি। ফলে জঙ্গল সাফারি, হাতি সাফারি বন্ধ ছিল। কবে পর্যটকদের জন্য জাতীয় উদ্যানের প্রধান গেট খুলে দেওয়া হবে, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। হলং নদীর উপর ভেঙে যাওয়া কাঠের সেতু থেকে কিছুটা দূরেই একটি কাঠের সেতু তৈরি করা হয়। অবশেষে সোমবার থেকে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের দরজা পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রথম দিনেই পর্যটকদের ঢল নেমেছিল দেখার মত। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে ৩৮ জন গাইড ও জিপসি চালক রয়েছেন। দিন পনেরো জাতীয় উদ্যান বন্ধ থাকায় তাঁদের রুটিরুজিতে টান পড়েছিল। গাইডদের সংসার চলে পর্যটকদের জাতীয় উদ্যান ঘুরিয়ে দেখিয়ে। ফলে এই কয়েকদিনে গাইডদের রুটিরুজিতে টান পড়েছিল। জাতীয় উদ্যান খুলে যাওয়ায় আমরা খুশি।

রাজ্যের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাকে আধুনিক ও কার্যকর করতে মাস্টার প্ল্যান

কলকাতা, ২১ অক্টোবর ঃ রাজ্যের দমকল দফতর অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাকে আধুনিক ও কার্যকর করতে এক সর্বাঙ্গীন মাস্টার প্ল্যান হাতে নিয়েছে। সাম্প্রতিক কালে রাজ্যে একাধিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রাণহানির পর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছানো এবং ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় কার্যকর অগ্নিনির্বাপণই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। দফতর সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার ইঞ্জিন দ্রুত পৌঁছাতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবার আদলে 'গ্রিন করিডর' চালুর প্রস্তাব চূড়ান্ত হয়েছে। একই সঙ্গে নির্দিষ্ট নম্বর চালু করে পুলিশের ধাঁচে একটি 'ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল রুম' স্থাপন করার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। ওই কন্ট্রোল রুম থেকে রাজ্যের যে কোনও অংশে জরুরি ভিত্তিতে নির্দেশ পাঠানো সম্ভব হবে। প্রযুক্তি নির্ভর এই মাস্টার প্ল্যানের ড্রোন ব্যবহারের ভাবনাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিশেষত ঘিঞ্জি ও সরু গলির এলাকায় যেখানে বড় গাড়ি ঢোকানো কঠিন, সেখানে ড্রোনের মাধ্যমে আগুনের উৎস চিহ্নিত করা, উদ্ধারকাজে সহায়তা করা এবং পাইপ সংযুক্ত করে জল পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়া চালুর পরিকল্পনা চলছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, হাইরাইজ ভবন, বস্তি এলাকা ও দুর্গম স্থানে এই ব্যবস্থা অগ্নিনির্বাপণে বড় ভূমিকা নিতে পারে। এর পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় আরও ২৫টি নতুন দমকলকেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্তও হয়েছে। সরু গলিতে পৌঁছনোর সুবিধার জন্য ছোট ফায়ার ভেহিকল ও মোটরবাইকও কেনা হচ্ছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৭০৬, তারিখঃ ১৭.১০.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ ক্র.নং.-১। টেন্ডার নম্বর ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪৯৬। কাজের বিবরণ ঃ হাওড়া ডিভিসনের অধীনে ব্যান্ডেল, বর্দ্ধমান, আজিমগঞ্জ, রামপুরহাটে রেলওয়ে ইন্সটিটিউট-এর সংস্কারের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ৯৫,০৯,৯৬০ টাকা। বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা) ঃ ১,৯০,২০০ টাকা। সম্পাদনের সময়সীমা ঃ ১৮০ দিন। ক্র.নং.-২। টেন্ডার নম্বর ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫০১। কাজের বিবরণ ঃ দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসনে স্পেয়ার পার্টস বদলের মাধ্যমে মেরামতি সহ বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজি সেট-এর 'বি' চেক ও 'সি' চেক রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ৪৮,৬০,৫৮৮ টাকা। বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা) ঃ ৯৭,২০০ টাকা। সম্পাদনের সময়সীমা ঃ ২৪ মাস। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ০৬.১১.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩.০০টা (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোন কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোন প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়-এর পরবর্তী কোন সুবিধাজনক কাজের দিন। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের অফার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। (HWH-351/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৭০৫, তারিখঃ ১৭.১০.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ ক্র.নং.-১। টেন্ডার নম্বর ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৪৩৩। কাজের বিবরণ ঃ এইএন/রামপুরহাট-এর অধীনে রামপুরহাট (৪টি) ও নলহাটি (১টি)-তে পাইপলাইন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ সহ ৫০০০০ গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন আরসিসি ও.এইচ. ট্যাঙ্ক-এর মাধ্যমে স্টীল ওএইচ ট্যাঙ্কের বদল সম্পর্কিত ইলেক্ট্রিক্যাল (সাধারণ) কাজ। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ৪১,৮৫,৪৩৩ টাকা। বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা) ঃ ৮৩,৭০০ টাকা। ক্র.নং.-২। টেন্ডার নম্বর ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪৭৭। কাজের বিবরণ ঃ এডিইএন/আজিমগঞ্জ-এর সেকশনের অধীনে সমস্ত মহিলা কর্মচারীদের সুবিধার্থে সংযুক্ত টয়লেট সহ মহিলাদের পোষাক পরিবর্তনের কক্ষ নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত ইলেক্ট্রিক্যাল (সাধারণ কাজ)। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ৭,৮৮,৯৮৭ টাকা। বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা) ঃ ১৫,৮০০ টাকা। সম্পাদনের সময়সীমা ঃ ১৮০ দিন (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ০৭.১১.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩.০০টা (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোন কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোন প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়-এর পরবর্তী কোন সুবিধাজনক কাজের দিন। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের অফার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। (HWH-352/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

মালিগাঁওয়ে পুলিশ স্মারক দিবস পালন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ২১ অক্টোবর ঃ ২১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে মালিগাঁওয়ের রিজার্ভ লাইনে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) দ্বারা পুলিশ স্মারক দিবস ২০২৫ গম্ভীরতা ও শ্রদ্ধার সাথে পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠান আরপিএফ এবং আরপিএসএফ সদস্যদের সহ সাহসী পুলিশ কর্মীদের সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে আয়োজন করা হয়, যারা নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করার সময় কর্তব্য পালনকালে সর্বোচ্চ বলিদান দিয়েছেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মুখ্য কার্যালয় এবং গ্রেটার গুয়াহাটি এলাকার বরিষ্ঠ আধিকারিক, আরপিএফ / আরপিএসএফ কর্মী এবং কর্মচারীরা আনুষ্ঠানিক পোশাকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং শহীদদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পুলিশ স্মারক দিবস প্যারেড সকাল ৭.২০ মিনিটে শুরু হয়, এরপর বরিষ্ঠ আধিকারিকদের আগমন হয়। এই উপলক্ষে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনার (পিসিএসসি) শ্রী পরমশিব উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি জেনারেল স্যালুট গ্রহণ করেন।

পিসিএসসি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দ্বারা শহীদদের নাম পাঠ করা হয় এবং তাদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পিসিএসসি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দ্বারা স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের সময় ব্যান্ডটি 'স্লো মার্চ'- এর সুর বাজায় এবং প্যারেড-এ প্রয়াত আত্মার স্মরণে দুই মিনিট মৌনতা পালন করা হয়। এই পবিত্র অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্রদ্ধা, শোক শাস্ত্র এবং আরপিএফ পতাকা উত্তোলন করা ছিল, তারপরে শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। মৌনতা পালনের পর পতাকাটি সম্পূর্ণভাবে উত্তোলন করা হয়। প্রতি বছর ২১ অক্টোবর তারিখে দেশজুড়ে পুলিশ স্মারক দিবস পালিত হয়, যাতে জাতির সেবায় সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারকারী সাহসী পুলিশ কর্মীদের স্মরণ করা যায় এবং সম্মানিত করা যায়।

কালীপুজোর রাতে পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ বাসিন্দাদের .. পথ অবরোধ, পুলিশের লাঠিচার্জ

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২১ অক্টোবর ঃ কালীপুজোর রাতে প্রতিবেশীদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা কোচবিহার শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডে পুলিশ সুপারের বাংলো এলাকায়। পাশাপাশি ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল হতেই ক্রমশ রাগ বাড়ে জাগে ফুসতে থাকেন এলাকার সাধারণ মানুষ। রীতিমতো সেই সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে জেলা পুলিশ সুপার মারধর করছেন যদিও এই সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল। অভিযোগ অস্বীকার করেছে জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। তার দাবি এমন কোন ঘটনা ঘটেনি । সূত্রের খবর অনুযায়ী সোমবার রাত বারোটা নাগাদ রেল ঘুমটি জেলা পুলিশ সুপার বাংলোর পাশে বাজি পাঠাচ্ছিলেন কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা। অভিযোগ হঠাৎ করেই নিজের বাংলো থেকে বেরিয়ে হাতে বাঁশের লাঠি দিয়ে মারধর করতে শুরু করেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার। তাতে সব মিলিয়ে পাঁচজন নাবালক, নাবালিকা আহত হয়েছেন এবং আরো দুজন গুরুতর আহত হয়। তাদের মধ্যে মল্লিকা কার্জি নামে একজন আইনজীবীও ছিলেন। তার বাড়ির সামনেই এই ঘটনাটি ঘটে। মঙ্গলবার সকাল হতেই এলাকার বাসিন্দারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। জমায়েত করতে শুরু করেন পুলিশ সুপারের বাংলোর পাশে। শুরু হয় বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ। ওই আইনজীবী ইতিমধ্যে এই বিষয়টি বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়াতে জানিয়েছে। তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন - রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে বলার পাশাপাশি হাইকোর্টে মামলা করতে চলেছেন। তার আরো অভিযোগ ঘটনার কিছুক্ষণ পর আর কয়েক গাড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে এলাকার একটি দোকানে ভাঙচুর চালায়। যদিও পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন- এমন কোন ঘটনা ঘটেনি তিনি সন্ধ্যা থেকেই তারা বাজি ফাটাচ্ছিলেন। বহুবার নিরাপত্তা রক্ষী তাদের গিয়ে সতর্ক করে আসার পরেও তারা রাত একটা অবধি বাজি ফাটিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি আরো বলেন বেশ কিছু বাজি তার বাংলোর দিকেও ছুঁড়ে মারা হয়। ফলে বাংলোর ভিতরে থাকা পশুদের অনেকটাই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। কাউকে মারধোর করা হয়নি শুধুমাত্র সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনা পর মঙ্গলবার যত বেলা বাড়তে থাকে এলাকাবাসীর ক্ষোভ ততই বাড়তে থাকে। এমত অবস্থায় বিকেল হতেই পুলিশ সুপারের বাংলোর সামনে কোচবিহার তুফানগঞ্জ রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। আর এতেই রীতিমত ভয়ংকর অবস্থা সৃষ্টি হয়। রীতিমতো রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে কোতেয়ালি থানার বিভাগ পুলিশ এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের লাঠি দিয়ে মেরে টেনে হিঁচড়ে তুলে নিয়ে যায়। অভিযোগ রয়েছে লাঠিচার্জেরও। ঘটনাস্থল থেকে বেশ কয়েকজনকে আটক করেছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। যদিও এই বিষয়ে এখনো কোন তথ্য পাওয়া যায়নি কোচবিহার পুলিশের পক্ষ থেকে। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা রয়েছে।

সীমান্তে বাংলাদেশিদের বাড়বাড়ন্ত! পুলিশকে মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২১ অক্টোবর ঃ পুলিশকে মারধোরের অভিযোগের ঘটনায় শোরগোল এলাকায়। ঘটনাটি ঘটে জলপাইগুড়ি জেলা সংলগ্ন কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি থানার অন্তর্গত ৪০ নং নিজতরফ এলাকায়। অভিযোগ, সূত্র মারফত খবর ছিল এলাকার কিছু মানুষের সঙ্গে বাংলাদেশিদের যোগাযোগ রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধেই অভিযানে নেমেছিল হলদিবাড়ি থানার সাদা পোশাকের ডিআইবি। বিবিগঞ্জ এলাকা থেকে মেখলিগঞ্জ ব্লকের ৪০ নং নিজতরফ এলাকা অবধি পৌঁছায় সাদা পোশাকের ডিআইবি । সেখানেই সাদা পোশাকের ডিআইবি কিছু বুঝে উঠার আগে দুষ্কৃতীরা তাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। আহত হয় দুই সাদা পোশাকের ডিআইবি ও এক নৌকার মাঝি। এমনটাই অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পরেই খবর যায় হলদিবাড়ি থানার পুলিসের কাছে। রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনার তল্লাশি চালাতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন হলদিবাড়ি থানার আইসি সহ বিশাল পুলিস বাহিনী। পুলিশ সূত্রে খবর , দীর্ঘদিন ধরে চোরাকারবারি ব্যবসা বন্ধ করতে অভিযান চলছে জেলা পুলিসের। এবারও একইভাবে অভিযান চালানোর উদ্দেশ্যে পুলিশ দুষ্কৃতীদের আতুঁরঘরের খোঁজ নিতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ঘটনা প্রসঙ্গে পুলিস সূত্রে জানা গেছে, কিছুদিন আগেই এক গরু পাচারকারীকে নিয়ে মেখলিগঞ্জের নিজতরফে ঘটনার পুনঃ নির্মাণ করা হয়। সেই জায়গায়ই মূল ঘাটি বেঁধে রেখেছে দুষ্কৃতীরা । গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সাদা পোশাকের পুলিস সেখানে অভিযান চালাতে গেলে অতর্কিত হামলায় আক্রান্ত হয় তারা। ঘটনায় তদন্ত ইতিমধ্যেই শুরু করেছে পুলিস।

কাটিহার মণ্ডলে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/২৭_২০২৫/কে/৮১০ তারিখঃ ১৬-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেণ্ডার সংখ্যা. ২৭_২০২৫। কাজের নামঃ বাণিজ্যিক কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ "কাটিহার মণ্ডলের সমগ্র ১৮ টি প্রস্তাবিত স্থানে এটিভিএম স্থাপনের জন্যে সিভিল, বৈদ্যুতিক এবং এলএএন সংযোগ কাজ।" (ষ্টেশন-কাটিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি জংশন, বারসোই জংশন, পুর্ণিয়া জংশন, যোগবানী, কিশনগঞ্জ, সামসি, রায়গঞ্জ, ফরবেসগঞ্জ জংশন, আরারিয়া কোর্ট, কালিয়াগঞ্জ, ডালখোলা, বালুরঘাট, আলুয়াবাড়ি রোড, জলপাইগুড়ি, বুনিয়াদপুর এবং গঙ্গারামপুর)। টেণ্ডার রাশিঃ ৩৩,৬১,০০২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৬৭,৩০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

নিখোঁজ যুবকের দেহ উদ্ধার বালেশ্বরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফালাকাটা, ২১ অক্টোবর ঃ কেরল থেকে বাড়ি ফেরার সময় বিবেক এক্সপ্রেস থেকে গত ১৩ অক্টোবর নিখোঁজ হয়ে যান ফালাকাটা থানার ময়রাডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের লছমনডাবরির পরিযায়ী শ্রমিক হাঞ্জালা ফিরদউস। সোমবার গভীর রাতে ওড়িশার বালেশ্বর স্টেশনের কাছে তাঁর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে ওই যুবককে। পরিবারে নেমেছে শোকের ছায়া। শোকস্তব্ধ গ্রাম।

লেভেল ক্রসিংসমূহের অপসারণের জন্যে সম্ভাব্যতার অধ্যয়ন এবং বিস্তৃত প্রকল্প প্রতিবেদন

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ৯২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৬-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেণ্ডার সংখ্যা. ২২-এপি-II-২০২৫। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের এডিইএন/এইচকিউ/আলিপুরদুয়ার জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনের এল-জিং নং. এবি/১ (২/৬-৭ কিলোমিটার, আলিপুরদুয়ার জংশন-এপিডি), এবি/৩ (৪/৯-৫/০ কিলোমিটার, এপিডিসি-এপিডি), এবি/১৩ (১৪/১-২ কিলোমিটার, এপিডি-বিএসডব্লিউ), এবি/২২(২৬/১-২ কিলোমিটার (নিউ কোচবিহার-কোচবিহার), এবি/২৬ (এ) ৩০/০-১ কিলোমিটার, (কোচবিহার-দেওয়ানহাট), এবি/৩২ (৩৭/৫-৬ কিলোমিটার, দেয়ানহাট-ভেটাগুড়ি) এবং এল জিং নং. এবি/৪৭ (৪৯/৫-৬ কিলোমিটার,ভেটাগুড়ি-দিনহাটা) (সর্বমোট ৭ টি) স্থিত রোড ওভার ব্রীজের সঙ্গে লেভেল ক্রসিং সমূহের অপসারণের জন্যে সম্ভাব্যতার অধ্যয়ন এবং বিস্তৃত প্রকল্প প্রতিবেদন। টেণ্ডার রাশিঃ ৩৭,২১,৪৬৭.৬৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৭৪,৪০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ০৬-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার মণ্ডলে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/২৩_২০২৫/কে/৮১৪ তারিখঃ ১৬-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেণ্ডার সংখ্যা. ২৩_২০২৫। কাজের নামঃ ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ "যোগবানীতে-স্টাবলিং লাইন, শান্টিং নেকের নির্মাণ এবং পিএফ লাইনে লোকো রিভার্সেল লাইনের পরিবর্তন।" টেণ্ডার রাশিঃ ৫০,৩৩,৩৩৭/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,০০,৭০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

৭৫০ ভোল্ট বিদ্যুৎ যোগানের ব্যবস্থা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/২৯_২০২৫/কে/৮০৮ তারিখঃ ১৬-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেণ্ডার সংখ্যা. ২৯_২০২৫। কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলের রক্ষণাবেক্ষণ ডিপো/শেডের ওয়াশিং/সিক লাইনে স্থিত এইচওজি কোচসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ৭৫০ ভোল্ট বিদ্যুৎ যোগানের ব্যবস্থা করা। টেণ্ডার রাশিঃ ৩,১০,৫৬,৮০৩/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,০৫,৩০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৬৩ অফ ২০২৫; তারিখ ঃ ১৫-১০-২০২৫; নিম্নোক্ত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নংঃ ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ (ক) কাটিহারে :- সিনিয়র ডিইএন/IV/কাটিহারের অধীনে রেলওয়ে স্টেডিয়ামের মাঠ সমতল করা সহ ১০০ মিটার আচ্ছাদিত গ্যালারির ব্যবস্থা। (খ) সিনিয়র ডিইএন/IV/কাটিহারের আওতাধীন সকল কর্মীদের জন্য আরপিএফ ব্যারাক, ও.টি. পাড়া, কাটিহারে কভার শেড সহ ব্যাডমিন্টন কোর্টের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য ঃ ৩,৪৮,৭৫,৫২৩.৭২/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ৩,২৪,৪০০/- টাকা; টেন্ডার নংঃ ২; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ (ক) কাটিহার:- কনস্ট্রাকশন স্যুইটসের কাছে রেস্ট হাউস ভবন নির্মাণ। (খ) কাটিহার:- বাইরের পেইন্টিং ইত্যাদি সহ ওআরএইচ স্যুট নং এ, বি, ই এবং এফ এবং রুম নং ১ ও ২ এর সংস্কার। (গ) কাটিহার- অফিসার্স রেস্ট হাউসের উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্য ঃ ৩,৪৫,২৫,৫৬৩.২৩/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ৩,২২,৬০০/- টাকা; টেন্ডার নংঃ ৩; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ সিনিয়র ডিইএন/১/কাটিহারের এখতিয়ারাধীন বারসোইতে ১৬টি ইউনিট টাইপ-II এবং ৪টি ইউনিট টাইপ-III বহুতল কোয়ার্টার দ্বারা পুরাতন কোয়ার্টার প্রতিস্থাপন করা। টেন্ডার মূল্য ঃ ৪,৩৮,৮১,৯০১.৯৭/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ৩,৬৯,৪০০/- টাকা; টেন্ডার নংঃ ৪; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ সিনিয়র ডিইএন/III/কাটিহারের এখতিয়ারাধীন তিনবাত্তি মোড় থেকে এরিয়া অফিস/নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোডের উন্নয়ন ও উন্নতি। টেন্ডার মূল্য ঃ ৫,২১,৭৮,৫৮৪.২৭/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ৪,১০,৯০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডারগুলি বন্ধের তারিখ ও সময় ১৩-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য ১৩-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এস/২২/২০২৫-২৬, তারিখ: ১৫-১০-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রম.নং.:১; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫৪৮৪/ওটি/১৫৮/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৪-১১-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : আরডিএসও ডিআরজি নং ৮৭৫১ অনুযায়ী হাই ভিসকোস নাইলন-৬৬ ইনসুলেটিং লাইনার (এইচভিএন লাইনার) উৎপাদন ও সরবরাহ, ৬০ কেজি (ইউআইসি)/৬০ই১ -এর জন্য উপযুক্ত, আরডিএসও ডিআরজি. নং. টি/৮৭৪৬ -এর সাথে প্রশস্ত পিএসসি স্লিপার ব্যবহারের জন্য, সর্বশেষ পরিবর্তন সহ, অল্ট-৩ [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেক্টর: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেম:৩১০০৫৮৭, হাই ভিসকোস নাইলন (এইচভিএন)-৬৬ ইনসুলেটিং লাইনার সাব আইটেম:- আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ-১৫০০০০০ এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাঁও, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য, পি.এল.নং- ৬০১১০৬১২।

ক্রম.নং.:২; টেন্ডার নং. : ৩০/২৪/৫১১০ডি/ওটি/১৫৯/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ৩১-১০-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : আরডিএসও ড্রয়িং নং- আরডিএসও/ সিজি/ডিআরজি/২৪৩৪ ব্যালেন্স ড্রাফ্ট (হার্ডওয়্যার আইটেম এইচটি হেক্স হেড বোল্ট এম ১৬x৪৫, হেক্সাগোনাল ক্যাসেল নাট এম ১৬ এবং স্প্লিট পিন ৪x৪০ সহ)গিয়ারের জন্য সামনের সাপোর্ট প্লেটের স্টিফেনার প্লেট অংশ এবং অঙ্কন নং- আরডিএসও/সিজি/ডিআরজি/২৪০৩৪ এবং আরডিএসও/২০১১/সিজি-০৩ (রেভ.০৩) অথবা সর্বশেষ অনুসারে আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নিশ্চিত করা। (সিবিসির জন্য আরডিএসও উৎস থেকে সংগ্রহ করা হবে)। "আইএস ৩৮৮৫: পার্ট II, গ্রেড V হিট ট্রাইটেড -এর পরিবর্তে সর্বোচ্চ হার্ডনেস ২৪৫ বিএইচএন সহ চাপমুক্ত অবস্থায়, হার্ডনেস - ৩৫ এইচআরসি (সর্বনিম্ন) - অঙ্কন নম্বর আরডিএসও/সিজি/ডিআরজি/২৪০৩৪ -এর নোট ৫। "অন্যান্য সমস্ত প্যারামিটার এই অঙ্কনের মতোই" [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৮৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেক্টর: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- ৪৬৭৮ এসএসই/সিএলএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) -এর জন্য, পি.এল..নং- ৩৩৬৭০৩১৯০০১২।

ক্রম.নং.:৩; টেন্ডার নং. : ২০/২৫/০৪০৫/ওটি/১৬০/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১২-১১-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : কন্টাক্টর ফিল্টার চালু/বন্ধ এবং এডাপশন[কন্টাক্টর টাইপ-১] সিএলডব্লিউ স্পেক নং. সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০০৮৬, অল্ট-সি। এবিবি আইডেন্টিফিকেশন নং: এইচএসবিএ৪৩৩৬৯৯আর১৩৮৪। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেক্টর: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং: আইটেম: ২১০০৩৯৮, কন্টাক্টর ফিল্টার চালু/বন্ধ এবং এডাপশন] আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। i) পরিমাণ-৫ মালদা শহর/ডিপোট, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য, ii) পরিমাণ- ৫টি নিউ গুয়াহাটি/ডিপোট, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য, iii) পরিমাণ-৫ শিলিগুড়ি জংশন/ডিজেল ডিপো, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য, পি.এল.নং-২৯৯৬০০২২।

ক্রম.নং.:৪; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫৪৮৩/ওটি/১৬১/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৬-১১-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : আরডিএসও ডিআরজি. নং. টি-৮৭৪৭ অনুসারে প্রশস্ত বেস পিএসসি স্লিপারের জন্য ১০ মিমি পুরু কম্পোজিট গ্রুভড রাবার সোল প্লেট সর্বশেষ পরিবর্তন সহ ৫২ কেজি এবং ৬০ কেজি (ইউআইসি) রেলের জন্য উপযুক্ত ওয়াইডার পিএসসি স্লিপারগুলির সাথে ব্যবহারের জন্য, যদি কিছু থাকে, টেন্ডার বন্ধের তারিখ অনুসারে। স্পেসিফিকেশন: আইআরএস স্পেসিফিকেশন নং আরডিএসও/এমএন্ডসি/আরপি-২০০/টো০৭ (অস্থায়ী) ২০১৮ সালের ১ নং সংশোধনী এবং সর্বশেষ সংশোধনী সহ, যদি থাকে, ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ অনুসারে। এটি একটি সেফটি আইটেম। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেক্টর: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেম : ৩১০০৫৮৪, রেল প্যাড সাব আইটেম: সিজিআরএসপি আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- ১৫০০০০০ এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বোঙ্গাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য, পি.এল.নং- ৬০১১০৮৩১।

ক্রম.নং.:৫; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫২৪৩এ/ওটি/১৬২/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৪-১১-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : আরডিএসও অনুমোদিত ফার্ম থেকে ৫২/৬০ কেজি রেলের এইচ বিম স্লিপারের জন্য জিরো টো লোড ফিক্সচার সরবরাহ, আরডিএসও অনুমোদিত সংশোধন স্লিপ এবং স্পেসিফিকেশন সহ অঙ্কন। সকল ঠিকাদারদের লিড, লিফট, শ্রমিক, সরঞ্জাম, প্ল্যান্ট, পরিবহন ইত্যাদি। ইনচার্জ ইঞ্জিনিয়ারের নির্দেশ অনুসারে সম্পূর্ণ করতে হবে। ১টি স্লিপারের জন্য সম্পূর্ণ ফিক্সচার ১ সেট হতে হবে। ("সর্বশেষ পরিবর্তন" শব্দটি যেখানেই ব্যবহৃত হোক না কেন, টেন্ডার খোলার প্রকৃত তারিখের ৫ দিন আগে পর্যন্ত পরিবর্তনকে বোঝাবে। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস]। [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেক্টর: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেম: ৩১০০৫১৫, জিরো টো লোড ফাস্টেনিং (জেডটিএলএফ) সিস্টেম আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- ৫০০০ সেট এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বোঙ্গাইগাঁও, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) -এর জন্য, পি.এল..নং- ৬০০৪০০৪৭০১৯১।

ক্রম.নং.:৬; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫৫০২/ওটি/১৬৩/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৪-১১-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : আরডিএসও ডিআরজি নং টি-৫৮৪৯ (অল্ট. ০১) অনুসারে জগল ফিশ প্লেট ৬০ কেজি প্রতি সেটে ডিআরজি নং আরডিএসও টি-৫৮৫৪ অনুসারে দুটি ক্ল্যাম্প এবং ডিআরজি নং আরডিএসও টি-৫৮৫৪/১ অনুসারে দুটি ক্ল্যাম্প এবং ডিআরজি নং .টি- ১১৫২৫-এর জন্য দুটি বোল্ট এবং নাট ডিআরজি নং .টি-১০৭৭৩৩ অনুযায়ী সিঙ্গেল কয়েল স্প্রিং ওয়াশার সহ, ফিশপ্লেটের জন্য আইআরএস স্পেসিফিকেশন, যদি কোনও সর্বশেষ পরিবর্তন সহ, যদি থাকে।) [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেক্টর: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং: আইটেম: ৩১০০৪৬৬, ফিশ প্লেটস সাব আইটেম: ফিশপ্লেট] আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমান-৮১২৬ সেট এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বোঙ্গাইগাঁও, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত (আসাম), পি.এল. নং-৬০০৯০১১০।

ক্রম.নং.:৭; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫৪৯৩/ওটি/১৬৪/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৬-১১-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : বিজি (১৬৭৩ মিমি) এর জন্য পিএসসি ১ ইন ৮.৫ টার্ন আউট স্লীপার -এর উৎপাদন এবং সরবরাহআরডিএসও'র জেনারেল লেআউট ড্রগ নং টি-৯৮৪১ এর অঙ্কন অনুসারে, এইচটিএস ডিআরজি. নং:টি-৮৭১৯ -এর জন্য এবং স্লিপারের ড্রয়িং নং, টি-৯৬৮২ থেকে ৯৬৮৮, টি-৯৮৬৭ থেকে ৯৯১৮ এবং টি-৯৭৭০ থেকে ৯৭৭৩ ৬০ই১ টার্ন আউট -এর সাথে মানানসই সর্বশেষ পরিবর্তন সহ ৬৪০০ মিমি ৬০ই১এ১ পুরু ওয়েব সুইচ (বাঁকা) সহ ওয়েল্ডেবল সিএমএস ক্রসিং সহ ২৫টি অ্যাক্সেল লোডের জন্য পিএসসি স্লিপারে আর২৬০/আর ৩৫০এইচটি গ্রেড রেল সহ এবং সর্বশেষ পরিবর্তন সহ আইআরএস স্পেসিফিকেশন টি-৪৫ (চতুর্থ সংশোধন - মার্চ ২০২১) অনুসারে। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, স্টেজ ইন্সপেক্টর: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- ২১ সেট এসআর ডি ই এন/সি/কাটিহার, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (বিহার) এর জন্য। পি.এল. নং-৬০০৩০১৩৫০০১৮। (২) পিএসসি ১ ইন৮.৫ টার্নআউট স্লিপারে -এর উৎপাদন ও সরবরাহ বিজি (১৬৭৩ মিমি) এর জন্য আরডিএসও'র জেনারেল লেআউট ড্রগ নং টি-৯৮৪১, বি -এর অঙ্কন অনুসারে এইচটিএস ডিআরজি.নং:টি-৮৭১৯ -এর জন্য এবং স্লিপারের ড্রয়িং নম্বর, টি-৯৬৮২ থেকে ৯৬৮৮, টি- ৯৮৬৭ থেকে ৯৯১৮ এবং টি-৯৭৭০ থেকে ৯৭৭৩, ৬০ই১ টার্ন আউট -এর জন্য সর্বশেষ পরিবর্তন সহ, ৬৪০০ মিমি ৬০ই১এ১ পুরু ওয়েব সুইচ (কার্ভড) সহ পিএসসি স্লিপারে আর২৬০/আর৩৫০এইচটি গ্রেড রেল সহ ওয়েল্ডেবল সিএমএস ক্রসিং সহ ২৫টি অ্যাক্সেল লোডের জন্য এবং আইআরএস স্পেসিফিকেশন টি-৪৫ (৪র্থ সংশোধন - মার্চ ২০২১) মেনে চলা সর্বশেষ পরিবর্তন সহ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, স্টেজ ইন্সপেক্টর: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ - ২ সেট সিএইচ.ওএস/জি/ইএনজিজি/রঙ্গিয়া, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং-৬০০৩০১৩৫০০১। (৩) বিজি (১৬৭৩ মিমি) এর জন্য পিএসসি ১ ইন৮.৫ টার্ন আউট স্লিপারে -এর উৎপাদন ও সরবরাহ আরডিএসও'র জেনারেল লেআউট ড্রগ নং টি-৯৮৪১ এর অঙ্কন অনুসারে, এইচটিএস ডিআরজি. নং :টি-৮৭১৯ -এর জন্য এবং স্লিপারের অঙ্কন নম্বর, টি-৯৬৮২ থেকে ৯৬৮৮, টি-৯৮৬৭ থেকে ৯৯১৮ এবং টি-৯৭৭০ থেকে ৯৭৭৩ ৬০ই১ টার্ন আউট -এর সাথে মানানসই সর্বশেষ পরিবর্তন সহ ৬৪০০ মিমি ৬০ই১এ১ পুরু ওয়েব সুইচ (কার্ভড) সহ ওয়েল্ডেবল সিএমএস ক্রসিং সহ ২৫টি অ্যাক্সেল লোডের জন্য পিএসসি স্লিপারে আর২৬০/আর৩৫০এইচটি গ্রেড রেল সহ এবং আইআরএস স্পেসিফিকেশন টি-৪৫ (৪র্থ সংশোধন - মার্চ ২০২১) অনুযায়ী সর্বশেষ পরিবর্তন সহ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, স্টেজ ইন্সপেক্টর: প্রযোজ্য, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেম টাইপ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ-২৭ সেট এসএসই/পি.ওয়ে/লামডিং, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং -৬০০৩০১৩৫০০। (৪) বিজি (১৬৭৩ মিমি) এর জন্য পিএসসি ১ ইন৮.৫ টার্ন আউট স্লিপারের উৎপাদন ও সরবরাহ সাধারণ লেআউট ডিআরজি নং টি -৯৮৪১ -এর জন্য আরডিএসও-এর অঙ্কন, এইচটিএস ডিআরজি. নং: টি-৮৭১৯ এর জন্য এবং স্লিপারের অঙ্কন নম্বর, টি-৯৬৮২ থেকে ৯৬৮৮, টি-৯৮৬৭ থেকে ৯৯১৮ এবং টি-৯৭৭০ থেকে ৯৭৭৩ সর্বশেষ পরিবর্তন সহ ৬০ই১ টার্ন আউট অনুসারে ৬৪০০ মিমি ৬০ই১এ১ পুরু ওয়েব সুইচ (কার্ভড) সহ ওয়েল্ডেবল সিএমএস ক্রসিং সহ ২৫টি অ্যাক্সেল লোডের জন্য পিএসসি স্লিপারে আর২৬০/আর৩৫০এইচটি গ্রেড রেল সহ এবং আইআরএস স্পেসিফিকেশন টি-৪৫ (৪র্থ সংশোধন - মার্চ ২০২১) অনুযায়ী সর্বশেষ পরিবর্তন সহ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, স্টেজ ইন্সপেক্টর: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমান: ১০ সেট ডিআরএম/ডব্লিউ/আলিপুরদুয়ার জংশন, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য। পি.এল. নং -৬০০৩০১৩৫০০১৮০।

ক্রম.নং.:৮; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫১৩১এ/ওটি/১৬৫/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১২-১১-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : ইলাস্টিক রেল ক্লিপ এমকে-ভি, ফ্লাট টো সহ ৬০ কেজি ইউআইসি/৫২ কেজি রেল অংশের জন্য ডিআরজি নং আরডিএসও টি-৫৯১৯ অনুযায়ী সর্বশেষ সংশোধনী সহ আইআরএস-টি-৩১-২০২১ অনুসারে স্পেসিফিকেশন সহ, যদি থাকে, সর্বশেষ পরিবর্তন সহ অল্ট নং ২ সহ, যদি থাকে, [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: আরআইটিইএস নন-টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেক্টর: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং: আইটেম: ৩১০০৫৫৮, ইলাস্টিক রেল ক্লিপস] পণ্যের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ-৩৪৮৭১৮ জিতেন্দ্র কুমার, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) -এর জন্য। পি.এল. নং - ৬০১১০০২৮। (২) ইলাস্টিক রেল ক্লিপ এমকে-ভি ফ্লাট টো -এর সাথে ৬০ কেজি ইউআইসি/৫২ কেজি রেল অংশের জন্য ডিআরজি নং আরডিএসও টি৫৯১৯ আইআরএস-টি-৩১-২০২১ অনুসারে স্পেসিফিকেশন সহ, অল্ট. নং ২ সহ, অথবা তাঁদের খোলার তারিখ পর্যন্ত সর্বশেষ সংশোধনী সহ, যদি থাকে। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: আরআইটিইএস নন-টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেক্টর: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: 0] [ইউভিইএম লিঙ্কিং: আইটেম:৩১০০৫৫৮, ইলাস্টিক রেল ক্লিপস] আইটেম টাইপ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমান: ৪৫১২৮২টি এসএসই/পি .ওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাঁও, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং-৬০১১০৫৫৭।

দ্রষ্টব্য:- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা ওয়েবসাইটে (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য দরদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের ভারত সরকার আইটি আইন ২০০০ এর অধীনে সার্টিফিকেশন সংস্থাগুলি থেকে শ্রেণী-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করে উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পিসিএমএম, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

গৃহস্থালী

ঘরের সুইচবোর্ডে দাগছোপ? দিওয়ালির আগে নিরাপদে পরিষ্কার করুন এভাবেই

ঘর আমরা পরিষ্কার করি সকলেই। তা সত্ত্বেও সুইচবোর্ড পড়ে থাকে অবহেলায়। দাগছোপ হয়ে গেলেও পরিষ্কার করার কথা মাথায় আসে না। অথচ অপরিচ্ছন্ন সুইচবোর্ডই আপনার সাধের বাড়িকে হতশ্রী রূপ দিতে পারে। দিওয়ালির আগে তাই দাগছোপযুক্ত সুইচবোর্ড পরিষ্কারে নজর দিন। সহজ কৌশলে নিরাপদে করুন পরিষ্কার। রইল টিপস। বাড়িতে হাতের কাছে থাকা নিত্যদিনের ব্যবহারের জিনিসপত্র দিয়ে সুইচবোর্ড পরিষ্কার করা সম্ভব। ঠিক যেমন টুথপেস্ট। একটি পুরনো ব্রাশে টুথপেস্ট নিন। ভালো করে সুইচবোর্ডে লাগান। শুকনো কাপড় দিয়ে হালকা হাতে ঘষে ফেলুন। মাত্র কয়েক সেকেন্ডে এই পদ্ধতিতে ঝলমল করতে পারে আপনার বাড়ির সুইচবোর্ড। কোনও দাগ তোলার জন্য লেবু এবং নুনের যেন কোনও বিকল্প নেই। প্রথমে লেবু টুকরো করে কেটে নিন। তাতে সামান্য নুন দিন। এবার ওই লেবু সুইচবোর্ডে ঘষে নিন। কিছুক্ষণ রেখে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে ফেলুন। নিমেষেই দাগ গায়েব। টুথপেস্ট কিংবা লেবু-নুন দিয়ে দাগ না উঠলে নেলপলিশ রিমুভার ব্যবহার করে দেখতে পারেন। দাগ উঠে একেবারে সাদা ঝকঝকে হয়ে যাবে সুইচবোর্ড, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সুইচবোর্ড পরিষ্কারের আগে এই কথাগুলি অবশ্যই মনে রাখতে হবেঃ ভেজা অবস্থায় কখনও সুইচবোর্ডে হাত দেবেন না।
সুইচবোর্ড পরিষ্কারের আগে বিদ্যু সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন।
ভিজে কাপড় দিয়ে সুইচবোর্ড পরিষ্কার করবেন না। কোনও তরল পদার্থ সরাসরি স্প্রে করে সুইচবোর্ড পরিষ্কার করবেন না। সুইচবোর্ড পুরোপুরি শুকনোর আগে বিদ্যু সংযোগ করবেন না। পোড়া গন্ধ কিংবা বিদ্যু সংযোগে কোনও সমস্যা হলে অবশ্যই কোনও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

রান্নাঘর, বাড়ির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। যা অগোছালো থাকলে শুধু দেখতে খারাপ লাগার বিষয়ই নয়, একইসঙ্গে দেখা দিতে পারে নানা সমস্যা। রান্নাঘর অগোছালো, তেল চিটচিটে হয়ে থাকলে স্বাস্থ্যের অবনতি থেকে শুরু করে রান্নায় মন না বসার মতো নানা বিষয় দেখা দিতে পারে। তাই ভোল বদলে ফেলুন আপনার তেলচিটে রান্নাঘরের। কীভাবে? রইল টিপস। রান্নাঘরে এখন প্রায় সকলেরই ড্রয়ার মাস্ট। নানাসময় রান্নাকরাকালীন বিভিন্ন উদ্বৃত্ত জিনিস আমরা রেখ দিই। তারপর আর তা ব্যবহার না হলেও সেইভাবেই রান্নাঘরের ড্রয়ারেই থেকে যায়। অপরিষ্কার হওয়ার সম্ভবনাও থাকে তাই প্রবল। এক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত জিনিস না রাখার চেষ্টা তো করবেন। একইসঙ্গে পুজোর আগে রান্নাঘরের ড্রয়ার পরিষ্কার করে নিয়ে তাতে বিভিন্ন জিনিস রাখার আগে পার্টিশন করে নিন। সবটাই তাহলে অর্গানাইজ হয়ে থাকবে। রান্নাঘরে কম জায়গা থাকলে সেক্ষেত্রে রান্নাঘরের দেওয়ালে হুক লাগিয়ে নিতে পারেন। তাতে কাপ, চামচ, হাতা থেকে চপিং বোর্ড-সহ বিভিন্ন জিনিস যা হুকে ঝুলিয়ে রাখাব যাবে সেগুলি এভাবে রাখুন। সেক্ষেত্রে কম জায়গা থাকলে তা ব্যবহারে সুবিধা হিবে। রান্নাঘরে যদি বাইরে থেকে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো আসার সুবিধা না থাকে তাহলে বাজারচলতি বিভিন্ন আলো দিয়ে আপনার রান্নাঘরে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করুন। সেক্ষেত্রে আপনার রান্নাঘর প্রাণ ফিরে পাবে। সম্ভব হলে হালকা রঙের বদলে কিচেন ক্যাবিনেটে ব্যবহার করতে পারেন উজ্জ্বল রঙের সানমাইকা। যা আপনার রান্নাঘরের জেল্লা বারাবে। সঙ্গে এক্কেবারে ভোল পালটেও দেবে।

রান্নাঘরের বাগানে লেটুস চাষ করার কথা ভাবছেন? মাথায় রাখুন এই কয়েকটি বিষয়

মাঝেমাঝেই বাড়িতে নানা খাবারের সঙ্গে লেটুসের মেলবন্ধন ঘটলে মন্দ হয় না। তা স্যান্ডউইচ হোক বা বার্গার বা বিভিন্নরকমের স্যালাড। সবেতেই লেটুসের জুড়ি মেলা ভার। কলকাতার বাজারে লেটুস মিললেও তা একেবারেই সস্তা নয়। অনলাইনে আনারও কম ঝক্কি নয়। মাঝে মাঝে নানা ছাড় মিললেও দামের কথা ভাবতে হয় বইকি। সেক্ষেত্রে অনেকেই রান্নাঘরের বাগানেই লেটুস চাষ করার কথা ভেবে থাকেন। কীভাবে আপনার রান্নাঘরের ছোট্ট পরিসরে লেটুস চাষ করবেন রইল তারই টিপস। প্রথমেই বলে রাখা ভালো, আপনার রান্নাঘরে যদি পর্যাপ্ত রোদ না পৌঁছায় তাহলে চিন্তা নেই। তার কারণ লেটুস চাষের জন্য প্রচুর রোদ প্রয়োজন পড়ে না। তাই আলো থাকবে কিন্তু প্রখর রোদ থাকবে না এমন জায়গায় আপনার সাধের লেটুস গাছ বসান।ছোট টবেই এই গাছ চাষ করা যায়। তাই অল্প জায়গা থাকলে কোনওরকম দুশ্চিন্তা না করে ছোট টবেই এই গাছ বসাতে পারেন। যদি গাছের আকার ব। হয় তাহলে জায়গা কতটা আপনার রান্নাঘরের তা বুঝে বড় টবের বন্দোবস্ত করতেই পারেন। ভেজা মাটিতে লেটুস গাছ ভালো হয়। তাই লেটুস গাছে পর্যাপ্ত জল দেবেন। তবে খেয়াল করবেন যাতে গাছের গোড়ায় জল দাঁড়াতে না পারে। অবশ্যই এই গাছ বসানোর আগে মাটির দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। মাথায় রাখবেন এই গাছের জন্য সবসময় দোআঁশ মাটি ভালো। তাই বাগানের মাটির সঙ্গে কম্পোস্ট সার মিশিয়ে লেটুসের জন্য মাটি তৈরি করবেন।

গোরখপুর জংশন স্টেশনে সুরক্ষা ব্যবস্থা পরিদর্শনে জি এম

গোরখপুর, ২১ অক্টোবরঃ দীপাবলি এবং ছট উপলক্ষে স্টেশন এবং ট্রেনে যাত্রীদের ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, ২১ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী উদয় বোরওয়ানকর, গোরখপুর জংশন স্টেশনে যাত্রী আশ্রয়কেনন্দ্র এবং যাত্রীদের সুবিধার্থে এবং সুরক্ষার জন্য করা অন্যান্য ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন। তিনি যাত্রীদের সাথে তাদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা এবং রেলওয়ে. কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে কথা বলেন এবং ভিড় ব্যবস্থাপনার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কেও গণমাধ্যমকে অবহিত করেন। তিনি গণমাধ্যমকে জানান যে, সারা দেশের যাত্রীরা, বিশেষ করে যারা দীপাবলি এবং ছট উপলক্ষে উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারে ভ্রমণ করছেন, তারা উসবের পরে তাদের বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন এবং কর্মস্থলে ফিরে যাচ্ছেন, যার ফলে প্রচুর ভিড় হচ্ছে। ভ্রমণের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম হিসেবে রেলওয়ে. বিপুল সংখ্যক মানুষকে আকর্ষণ করে। এই যাত্রীদের জন্য, সকলের জন্য নিরাপদ।

কৃত্রিম সুগন্ধী নয়, প্রাকৃতিক উপায়েই সুবাসিত করুন ঘর

বর্ষাকাল মানেই ঘরের প্রতিটি কোনার একটু বেশিই যত্ন নিতে হয়। সমস্ত দিক পরিষ্কার করার পরেও এই মরসুমে ঘরে স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় ঘরের মধ্যে যে ভ্যাপসা গন্ধ হয় তা কমাতে কোনও বাজারচলতি কৃত্রিম সুগন্ধী নয় বরং বা।তিেই তৈরি করে নিতে পারেন আপনার পছন্দের সুগন্ধি যা আপনার ঘরকে সুবাসিত রাখবে। বাড়ির পুজোয় ব্যবহৃত কর্পূর দিয়ে বানাতে পারবেন এই সুগন্ধি। পরিষ্কার সুতির কাপরে কর্পূর রেখে তা আপনার আলমারির মধ্যে রেখে দিন। পোকামাক। হওয়া থেকে শুরু করা জামাকাপড়ে ভ্যাপসা গন্ধ, এসবকিছু থেকেই মুক্তি পাবেন। ঘর মোছার সময় কর্পূরের টুকরো গুঁড়ো করে নিয়ে ঘর মোছার জলে দিয়ে তা দিয়ে বাড়ি পরিষ্কার করলেই সুবাসিত হবে আপনার গেরস্থালি। আপনার স্নানঘরে ভ্যাপসা গন্দ বা দুর্গন্ধ থেকে রেহাই পেতেও ব্যবহার করতে পারেন কর্পূর। কোনও রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার না করে আপনার স্নানঘরের কোনায় একটি বাটিতে কর্পূর রেখে দিন। এতে আপনার স্নানঘরে দুর্গন্ধ দূর হবে। বসার বা শোবার ঘরেও একইভাবে বিভিন্ন ফুলের পাপড়ির সঙ্গে কয়েকটি কর্পূরের টুকরো রেখে দিলে সুবাসিত হবে আপনার ঘর।

বাসন্তী হাইওয়েতে দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব সংবাাদদাতা,বাসন্তী, ২১ অক্টোবর ঃ ভয়াবহ পথ দূর্ঘটনা।এবার বাসন্তী হাইওয়েতে দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু ঘটলো দু'জনের। মৃতদের একজনের নাম আব্দুল হালিম মোল্লা এবং অপরজনের নাম সাইফুদ্দিন মোল্লা।আর এই ঘটনাকে কেঃদ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তা স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যে পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখা দেখছে পুলিশ।প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, দুটি বাইকই দ্রুতগতিতে আসছিল।নিয়ন্ত্রণ হারিয়েই একে অপরকে ধাক্কা মারে।এরপরেই ছিটকে পড়েন বাইকে থাকা দুজনেই। যদিও দুর্ঘটনার পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদের মধ্যে একজনের বাড়ি আঠারোবাকি এলাকায় এবং অন্যজনের বাড়ি কুমড়ো খালি এলাকায়। সোমবার ভোররাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বাসন্তীর আমঝাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে আব্দুল হালিম মোল্লা .

নিজেকে চুক্তিপ্রণেতা দাবি করে

ইরানের পরমাণু ঘাঁটি কি অক্ষত? ট্রাম্পের প্রশ্নের উত্তরে কী বলছেন লিডার খামেনেই

২১ চলতি বছরের জুন মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন, গুঁড়িয়ে

দেওয়া হয়েছে ইরানের পরমানু ঘাঁটি। এতদিন মুখে কুলুপ আঁটলেও এবার এই ইস্যুতে মুখ খুলল ইরান। সোমবার ইরানের সুপ্রিম লিডার আয়াতুল্লা খামেনেই ট্রাম্পকে তোপ দেগে তাঁর পরমাণু ঘাঁটি ভাঙার দাবিকে ' বলে কটাক্ষ করলেন। পাশাপাশি আমেরিকাকে জঙ্গি তৈরির কারিগর ও যুদ্ধবাজ বলেও তোপ দাগেন তিনি। সোমবার এক্স হ্যান্ডেলে ট্রাম্পকে কটাক্ষ করে খামেনেই লেখেন, ' প্রেসিডেন্ট দাবি করেছেন তিনি ইরানের পরমাণু ঘাঁটিগুলিতে হামলা চালিয়ে তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছেন। এটা দুর্দান্ত, তবে তা শুধুমাত্র স্বপ্নে।' পাশাপাশি আমেরিকার সমালোচনায় সরব হয়ে খামেনেই লেখেন, ' পরমাণু স্থাপনায় আছে কি নেই তাতে আমেরিকার কী যায় আসে? এই হস্তক্ষেপ অযৌক্তিক, অন্যায় এবং জোরপূর্বক।'উল্লেখ্য, গত জুনে ১২ দিনের যুদ্ধ শেষে ইজরায়েল ও আমেরিকা ইরানের পরমাণু ঘাঁটিতে বাঙ্কার ব্লাস্টার বোমা হামলা চালায়। এই হামলার পরই মার্কিন হস্তক্ষেপে ইজরায়েলের সঙ্গে সংঘর্ষ বিরতি হয় ইরানের। হামলার পর ট্রাম্পের তরফে ঘোষণা করা হয়, ইরানের সমস্ত পরমাণু ঘাঁটি গুঁ।য়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও পরে এক রিপোর্ট সামনে আসে যেখানে দাবি করা হয় মার্কিন হামলার আগেই অন্তত ৪০০ কেজি ইউরেনিয়াম নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে ফেলে ইরান। যা দিয়ে. তৈরি হতে পারে ১০টি পরমাণু বোমা। এই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসতেই প্রশ্ন ওঠে ট্রাম্পের দাবি নিয়ে। এই ইস্যুতে ইরান তখন কোনও মন্তব্য না করলেও এবার খামেনেইর মন্তব্যে নতুন করে জল্পনা শুরু হল। শুধু তাই নয়, হামাসের পক্ষ নিয়ে গাজা শান্তিচুক্তির সমালোচনায় সরব হন খামেনেই। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, ' নিজেকে চুক্তিপ্রণেতা দাবি করেন, কিন্তু যদি কোনও চুক্তি জোর করে করা হয়, এবং এর ফলাফল পূর্ব নির্ধারিত থাকে তবে তা কোনও চুক্তি নয়, বরং হুমকি।'
বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে আমেরিকার মানসিকতা নিয়েও তীব্র আক্রমণ শানান খামেনেই। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, ' থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে শুধুমাত্র গাজার অসহায় মানুষকে হত্যা করার জন্য। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, তাঁরা নাকি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ল।ছে। তাই যদি হয় তবে গাজায় ২০ হাজারের বেশি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই শিশুরা কি জঙ্গি ছিল? আসলে তোমরাই সন্ত্রাসী। এই আমেরিকা ' জঙ্গিদের তৈরি করে পশ্চিম এশিয়ায় ছা।য়েছে। এই জঙ্গি গোষ্ঠীর বেশিরভাগটাই আমেরিকা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যখন খুশি তাদের ব্যবহার করে আমেরিকা।' খামেনেইয়ের অভিযোগ, আমেরিকাই সমস্ত যুদ্ধের কাণ্ডারি। কেন পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকার এতগুলি সামরিক ঘাঁটি? আমেরিকাকে ' বলে তোপ দেগে সে প্রশ্নও তোলেন খামেনেই।

Name Change
I, ASHIM BISWAS (Old Name) S/o-ANIL KRISHNA BISWAS Residing at, Vill- Dighalkandi, Post- Dighalkandi, Ps - Murutia, Dist- Nadia, Pin- 741152, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ASHIM BISWAS To ASIM BISWAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ASIM BISWAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 14 Oct 2025, ASIM BISWAS and ASHIM BISWAS both are Same and one identical person.

Name Change
I, NUSU MOLLA (Old Name) S/o-KASEM MOLLA Residing at, Vill- Basantapur, Post- Daulatabad, Ps - Daulatabad, Dist- Murshidabad, Pin- 742302, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from NUSU MOLLA To NARSUYA MOLLA (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) NARSUYA MOLLA in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 14 Oct 2025, NARSUYA MOLLA and NUSU MOLLA both are Same and one identical person.

Name Change
I, BASIR SHAIKH (Old Name) S/o-SIRAJUL ISLAM SK Residing at, Vill-Chhagharia, Post- Nowpara, Ps - Krishnagar, Dist- Nadia, Pin- 741140, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from BASIR SHAIKH To BASIR SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) BASIR SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 14 Oct 2025, BASIR SK and BASIR SHAIKH both are Same and one identical person.

Name Change
I, ASMOHAMMAD MOLLA (Old Name) S/o- ASAD ALI MOLLAH Residing at, Patharadaha, Rupdaha, - Krishnagar, Dist- Nadia, Pin- 741140, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ASMOHAMMAD MOLLA To ASHMAHAMAD MOLLAH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ASHMAHAMAD MOLLAH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 14 Oct 2025, ASHMAHAMAD MOLLAH and ASMOHAMMAD MOLLA both are Same and one identical person.

Name Change
I, Naymonnessa (Old Name) W/o Md Kalim Akhtar Ansari Residing at Premchand Munsiroad, Survey View Park, P.o - Bandel, District - Hooghly, Pin - 712123, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Naimun Nesa (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 21-10-2025. Naymonnessa (Old Name) and Naimun Nesa (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Fatema Bibi, my father's (Old Name) Rajjak Ali Biswas resident of Vill- Raninagar , Po-Diar Raninagar , Ps-Raghunathganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742227 do hereby declared that I have changed my father's name from Rajjak Ali Biswas to Abdur Rajjak and henceforth my father's shall be known as Abdur Rajjak (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/08/2025. My father's name Abdur Rajjak & Rajjak Ali Biswas both are same and one identical person.

Name Change
I, Kamiran (Old Name) W/O– Lal Mohammed Sk resident of Vill- Hosen Mandal Tola , Po-Koklamari , Ps- Pukhuria , Dist-Malda , West Bengal, Pin- 732208 do hereby declared that I have changed my name from Kamiran to Kamiran Bibi and henceforth I shall be known as Kamiran Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025.My name Kamiran Bibi & Kamiran both are same and one identical person.

Name Change
I, Meenu (Old Name) W/O– Islam Sheikh resident of Vill-Manaskamana Road , Po- Banshbari , Ps- Englishbazar , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732101 do hereby declared that I have changed my name from Meenu to Meenu Begam and henceforth I shall be known as Meenu Begam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Meenu Begam & Meenu both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Monirul Islam, my father's (Old Name) Md Jumaruddin Mondal resident of Vill & Po-Debkunda , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742133 do hereby declared that I have changed my father's name from Md Jumaruddin Mondal to Jumaruddin Mondal and henceforth my father's name shall be known as Jumaruddin Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025.My father's name Jumaruddin Mondal & Md Jumaruddin Mondal both are same and one identical person.

Name Change
I, Meenu (Old Name) W/O– Islam Sheikh resident of Vill-Manaskamana Road , Po- Banshbari , Ps- Englishbazar , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732101 do hereby declared that I have changed my name from Meenu to Meenu Begam and henceforth I shall be known as Meenu Begam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Meenu Begam & Meenu both are same and one identical person.

Name Change
I, Eliash Ali (Old Name) S/O– Abdul Hq resident of Vill-Latasi , PO-Dahua , PS-Harishchandrapur , Malda , West Bengal, Pin-732125 do hereby declared that I have changed my name from Eliash Ali to Iliyash and henceforth I shall be known as Iliyash (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Iliyash & Eliash Ali both are same and one identical person.

Name Change
I, Salema (Old Name) W/O– Basiruddin resident of Vill- Chouduar , Po-Koklamari , Ps- Pukhuria , Dist-Malda , West Bengal, Pin- 732208 do hereby declared that I have changed my name from Salema to Salema Bibi and henceforth I shall be known as Salema Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025.My name Salema Bibi & Salema both are same and one identical person.

Name Change
I, Hasimuddin (Old Name) S/O– Rahed Ali resident of Sekhpara, Ps-Bhagwangola , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742135 do hereby declared that I have changed my name from Hasimuddin to Hasimuddin Sk and henceforth I shall be known as Hasimuddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Hasimuddin Sk & Hasimuddin both are same and one identical person.

Name Change
I, Selimuddin Sk (Old Name) S/O– Kalimuddin Sekh resident of Vill- Ujir Momintola , Po-Labanchoa , Ps- Raghunathganj, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742223 do hereby declared that I have changed my name from Selimuddin Sk to Solimuddin Sekh and henceforth I shall be known as Solimuddin Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025.My name Solimuddin Sekh & Selimuddin Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, Anoar Ali (Old Name) S/O– Mahasin Ali resident of Masjit More , Harirampur , Dist-South Dinajpur , West Bengal, Pin-733125 do hereby declared that I have changed my name from Anoar Ali to Anowar Ali and henceforth I shall be known as Anowar Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Anowar Ali & Anoar Ali both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Saiful Islam (Old Name) S/O– Samser Sk resident of Vill-Salar Kazi para, PO-Salar , PS-Salar , Murshidabad, West Bengal Pin- 742401, do hereby declared that I have changed my name from Md Saiful Islam to Md Safiul Islam and henceforth I shall be known as Md Safiul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025.My name Md Safiul Islam & Md Saiful Islam both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Iman Ali , my father's (Old Name) Md Abdul Mannan resident of Vill-Paglatek , Po- S Dharampur , Ps- Daulatabad, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742166 do hereby declared that I have changed my father's name from Md Abdul Mannan to Abdul Mannan Mondal and henceforth my father's name shall be known as Abdul Mannan Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Berhampore court on 24/09/2025. My father's name Abdul Mannan Mondal & Md Abdul Mannan both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Monirul Islam (Old Name) S/O– Jumaruddin Mondal resident of Vill & Po-Debkunda , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742133 do hereby declared that I have changed my name from Md Monirul Islam to Monirul Islam Mondal and henceforth I shall be known as Monirul Islam Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the magistrate affidavit Berhampore court on 04/07/2025.My name Monirul Islam Mondal & Md Monirul Islam both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Suny Sekh (Old Name) S/O– Md Multan resident of Vill- Mirjapur , Po-Bachamari , Ps-Malda , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732142 do hereby declared that I have changed my name from Md Suny Sekh to Md Salim and henceforth I shall be known as Md Salim (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Md Salim & Md Suny Sekh both are same and one identical person.

Name Change
I , Mushrat Jahan (Old Name) W/O– Zakir Mansuri resident of Vill – Masjit More , Po & Ps-Harirampur , Dist-South Dinajpur , West Bengal, Pin-733125 do hereby declared that I have changed my name from Mushrat Jahan to Musharrat Jahan and henceforth I shall be known as Musharrat Jahan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025.My name Musharrat Jahan & Mushrat Jahan both are same and one identical person.

Name Change
I, Manaoyara (Old Name) W/O– Iliyash resident of Vill- Latasi , PO-Dahua , PS-Harishchandrapur , Malda , West Bengal, Pin-732125 do hereby declared that I have changed my name from Manaoyara to Manoyara and henceforth I shall be known as Manoyara (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Manoyara & Manaoyara both are same and one identical person.

Name Change
I, Nur Islam (Old Name) S/O–Sawkat Sk resident of Vill- Sujapur , Po & Ps-Raghutahganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742225 do hereby declared that I have changed my name from Nur Islam to Nur Islam Shaikh and henceforth I shall be known as Nur Islam Shaikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025.My name Nur Islam Shaikh & Nur Islam both are same and one identical person.

Name Change
I, Lal Mahammad (Old Name) S/O– Kayesh Ali resident of Vill- Hosen Mandal Tola , Po-Koklamari , Ps- Pukhuria , Dist-Malda , West Bengal, Pin- 732208 do hereby declared that I have changed my name from Lal Mahammad to Lal Mohammed Sk and henceforth I shall be known as Lal Mohammed Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025.My name Lal Mohammed Sk & Lal Mahammad both are same and one identical person.

Name Change
I, Fatema Bibi, my father's (Old Name) Rajjak Ali Biswas resident of Vill- Raninagar , Po-Diar Raninagar , Ps-Raghunathganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742227 do hereby declared that I have changed my father's name from Rajjak Ali Biswas to Abdur Rajjak and henceforth my father's shall be known as Abdur Rajjak (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/08/2025. My father's name Abdur Rajjak & Rajjak Ali Biswas both are same and one identical person.

Name Change
I, Khokon Mandal (Old Name) S/O– Abinash Mondal resident of Vill – Monoharpur , Po- Joyghata , Ps-Krishnaganj , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741508 do hereby declared that I have changed my name from Khokon Mandal to Khokan Mondal and henceforth I shall be known as Khokan Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025.My name Khokan Mondal & Khokon Mandal both are same and one identical person.

Name Change
I, Abdus Salam Seikh (Old Name) S/O– Imran Hossain resident of Vill-Baruipara Natunpara , Po- Baruipara , Ps-Hariharpara , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742165 do hereby declared that I have changed my name from Abdus Salam Seikh to Abdul Salam Seikh and henceforth I shall be known as Abdul Salam Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Abdul Salam Seikh & Abdus Salam Seikh both are same and one identical person.

Name Change
I, SAFIKUL ISLAM (Old Name) S/o-AJIMUDDIN SEKH Residing at, Vill-Panditpur, Post- Natidanga, Ps - Thanarpara, Dist- Nadia, Pin- 741152, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SAFIKUL ISLAM To SAFIQUL ISLAM (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SAFIQUL ISLAM in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 14 Oct 2025, SAFIQUL ISLAM and SAFIKUL ISLAM both are Same and one identical person.

Name Change
I, Manirul Sarder (Old Name) S/o Moktar Sardar Residing at Vill - Ballartop, P.o - Shibganj, P.s - Basanti, District - Sauth 24 Parganas, Pin - 743312 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Manirul Sardar (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate at Alipore vide affidavit no 43374 Dated 08-07-2025. Manirul Sarder (Old Name) and Manirul Sardar (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Mokter Sarder (Old Name) S/o Late Abbachh Sardar Residing at Vill - Ballartop, P.o - Shibganj, P.s - Basanti, District - Sauth 24 Parganas, Pin - 743312 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Moktar Sardar (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate at Alipore vide affidavit no 43374 Dated 08-07-2025. Mokter Sarder (Old Name) and Moktar Sardar (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Josna Ara Khatun W/o Golam Easdani Mistry D/o Yeasin Jamadar (as per Madhyamik School Certificate) Residing at Vill - Rajakgohalia, P.o - Dosotina, P.s - Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin - 743503 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Namira Bibi Mistry (as Per Aadhar No - 9937 5071 2827, Voter Id - UBL1752989, Pan No - FMAPM4773D) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 21-10-2025. Josna Ara Khatun (Old Name) and Namira Bibi Mistry (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Saddar Hussen Mondal (Old Name) S/o Kuddus Ali Mandal Residing at Vill - Huda Bishnupur, P.o - Shimulia, P.s - Gopalnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743262 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Saddam Hossain Mandal (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 21-10-2025. Saddar Hussen Mondal (Old Name) and Saddam Hossain Mandal (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, SUSHIL CHANDRA NASKAR (Old Name) S/O GANESH NASKAR Residing at Vill-Julpai, P.O.-Balakhali, P.S.-Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin - 743503 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SUSHIL NASKAR (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No 35, Dated 16-10-2025. SUSHIL CHANDRA NASKAR (Old Name) and SUSHIL NASKAR (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, JAHURUL ISLAM SK (Old Name) S/O ILIYAS SEKH Residing at Vill & P.O-Dosatina, P.S.-Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin - 743503 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as JAHURUL ISLAM SEKH (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 16-10-2025. JAHURUL ISLAM SK (Old Name) and JAHURUL ISLAM SEKH (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, JAYDEB ROY (Old Name) S/O KANAI ROY Residing at Aswinipally School Road, P.S.-Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700124 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as JOYDEB ROY (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 16-10-2025. JAYDEB ROY (Old Name) and JOYDEB ROY (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, FANIBHUSHAN BHUNIA (Old Name) S/O SAGAR BHUNIA Residing at Vill-Uttar Dihimukundapur, P.O.-Uttar Amtalla, District - East medinipur, Pin - 721427 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as PHANIBHUSAN BHUNIA (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 16-10-2025. FANIBHUSHAN BHUNIA (Old Name) and PHANIBHUSAN BHUNIA (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, RESMA BIBI (Old Name) W/O JAHURUL ISLAM SEKH Residing at Vill & P.O-Dosatina, P.S.-Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin - 743503 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as RESHMA BIBI SEKH (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 16-10-2025. RESMA BIBI (Old Name) and RESHMA BIBI SEKH (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Ebrahim Shaikh (Old name) S/o-Kalu Sk, Resident at, Vill-Raghunatpur, Po-Purapara, Ps-Suti, Dist-Murshidabad, 742201, I have changed my name to Ebrahim Sk (New name) I shall be known as Ebrahim Sk vide affidavit before the Notry at Berhampore on 18/10/2025 Ebrahim Shaikh and Ebrahim Sk same and one identical person.

Name Change
I, Kalu Shaikh (Old name) S/o-Sajjad Sk, Resident at, Vill-Raghunatpur, Po-Purapara, Ps-Suti, Dist-Murshidabad, 742201, I have changed my name to Kalu Sk (New name) I shall be known as Kalu Sk vide affidavit before the Notry at Berhampore on 18/10/2025 Kalu Sk and Kalu Shaikh same and one identical person.

Name Change
I, Md Sakat Ali (Old name) S/o-Rahaman Seikh Resident at, Vill-Nischintapur, Po-Durgapur, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad, 742187, I have changed my name to Sakat Seikh (New name) I shall be known as Sakat Seikh vide affidavit before the Notry at Berhampore on 18/10/2025 Md Sakat Ali and Sakat Seikh same and one identical person.

Name Change
I, Abu Samad Ali (Old name) S/o-Khodabaks, Resident at, Vill-Shurmani, Po-Mahakalbon, Ps-Gazole, Dist-Malda, 732102, I have changed my name to Abu Samad (New name) I shall be known as Abu Samad vide affidavit before the Notry at Berhampore on 18/10/2025 Abu Samad and Abu Samad Ali same and one identical person.

Name Change
I, Nusi Bibi (Old name) W/o-Ajijul, Resident at, Vill-Shurmani, Po-Mahakalbon, Ps-Gazole, Dist-Malda, 732102, I have changed my name to Lusi Khatun Bibi (New name) I shall be known as Lusi Khatun Bibi vide affidavit before the Notry at Berhampore on 18/10/2025 Nusi Bibi and Lusi Khatun Bibi same and one identical person.

Name Change
I, Yekub Ali (Old name) S/o-Md Asahaque, Resident at, Vill-Rajaram Chak, Po-Mahakal Bona, Ps-Gazole, Malda, West Bengal, I have changed my name to Yeakub Ali (New name) I shall be known as Yeakub Ali vide affidavit before the Notry at Berhampore on 18/10/2025 Yekub Ali and Yeakub Ali same and one identical person

Name Change
I, LATIF ALI (Old Name) S/O MAMIN ALI Residing at Vill-Mahishgadi Dakshin Para, P.O-Mudiahat, P.S-Rajarhat, District - North 24 Parganas, Pin - 700128 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as ABDUL LATIF (New Name) as declared before the Judicial Magistrate 1st Class at Barasat vide affidavit no 2570, dated 22-01-2020. LATIF ALI (Old Name) and ABDUL LATIF (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I ,RUMPA SARKAR W/O GOUTHM SARKAR MY FATHER NAME HASBEEN WRITTEN AS SANJIT ROY IN MY MADHYAMIK ADMIT AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE TEHATTA COURT ON 17/09/25 MY FATHER SANJIT KUMAR ROY AND SNAJIT ROY IS SAME PERSON R/O VILL + P. O HANSPUKURIA P. S - PALASHIPARA NADIA.

Name Change
I, RUMPA SARKAR W/O GOUTAM SARKAR MY FATHER NAME HAS BEEN WRITTEN AS SANJIT ROY IN MY BIRTH CERTIFICATE AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE TEHATTA COURT ON 17/09/25 MY FATHER SANJIT KUMAR ROY AND SANJIT ROY IS SAME PERSON R/O VILL + PO HANSPUKURIA P/S PALASHIPARA DIST NADIA.

Name Change
I, SK NASIR (OLD NAME) S/O ASGAR ALI FAKIR, RESIDING AT, NIBRA ,P.O - NIBRA P. S - DOMJUR, HOWRAH - 711409 , W. B,INDIA , HAVE CHANGED MY AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NASIR ALI FAKIR (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 17/10/2025 , NASIR ALI FAKIR (NEW NAME) AND SK NASIR (OLD NAME) BOTH ARE SAME INDENTICL PERSON,

Name Change
I, APTER ALI (OLD NAME) S/O LATE ILIYAS MOLLA , RESIDING AT, VILL - KHAYERPUR, P. O - POLERHAT , P. S - POLERHAT, S. 24.PGS. - 700135 ,W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS APTER ALI MOLLA (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 17/10/2025 , APTER ALI MOLLA (NEW NAME) AND APTER ALI (OLD NAME) BOTH ARE SAME INDENTICL PERSON,

Name Change
I, SUPRI MONDAL (Old Name) W/O NRIPENDRA NATH MONDAL Residing at Vill-Mathurapur Dakshin, P.O.-Kholapota, P.S.-Matia, District - North 24 Parganas, Pin - 743428 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SUPRIYA RANI MONDAL (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No 37, Dated 16-10-2025. SUPRI MONDAL (Old Name) and SUPRIYA RANI MONDAL (New Name) both are same and identical person.

Name Change
II , Jairun Bibi W/O- Jaynal Mandal resident Vill+P.O.- Bohar, P.S.-Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713422, shall henceforth be known as 'JAYRIN MANDAL' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 15/09/2025. That Jairun Bibi and Jayrin Mandal both are same and one identical person.

পর্যটনে সাড়া, দুর্যোগের ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে পাহাড় সমতল ও সিকিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর ঃ দুর্যোগের ধাক্কা সামলে পর্যটনে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে উত্তরের পাহাড়- সমতল ও সিকিম। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ভিড় থাকবে সিকিমেও। এবার ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছিল পর্যটন মরশুম। কিন্তু ভারী বর্ষণের জেরে খুব একটা ভালো কাটেনি দার্জিলিং- কালিম্পং পাহাড়, ডুয়ার্স এবং সিকিমের। হড়পা বান ও ভূমিধসের আতঙ্কে প্রচুর বুকিং বাতিল হয়েছে। অনেকে এলেও ভ্রমণসূচি কাটছাট করে ফিরে গেছেন। তার উপর প্রবল বর্ষণে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকা ভাসতে সঙ্কট বেড়েছে। কারণ, পুজোর মরশুমে এরাজ্যে স্কুল- কলেজে লম্বা ছুটি থাকায় কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকা থেকেই বেশি পর্যটক উত্তরবঙ্গ ও সিকিমে বেড়াতে আসেন। দুর্গাপুজো মিটতে অবশ্য পর্যটনের খরা কাটার ইঙ্গিত মিলতে শুরু করেছে। পর্যটকদের অনেকেই উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি সিকিমের চুংথাং, ফোদং গুম্ফা ও সেভেন সিস্টার্স ফল্‌স, লাচুং, 'ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার' ইউমথাং, লাচেন, গুরুদোংমার ঘুরে দেখার জন্য বুকিংয়ের খোঁজ করছেন। দার্জিলিং হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি

বিজয় খান্না বলেন, শীতের বুকিংয়ের জন্য বিভিন্ন রাজ্যের পর্যটকরা ফোনে খোঁজ নিচ্ছেন। রুম বুকিং করছেন। আশা করছি ধীরে ধীরে পাহাড়ে ভিড় বাড়বে। দার্জিলিং হোটেল অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে জানা গেছে, দার্জিলিং পাহাড়ে সাড়ে তিনশো হোটেল রয়েছে। কালিম্পংয়ে দুশো। প্রতিটি হোটেলেই বুকিং চলছে। পাহাড়ে পর্যটকদের ভিড় বাড়ছে। দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ে দু'হাজারের বেশি হোম-স্টে রয়েছে। সেখানেও পর্যটকরা বুকিংয়ের জন্য খোঁজ নিচ্ছেন। রাজ্য ইকো ট্যুরিজম কমিটির চেয়ারম্যান রাজ বসু বলেন, পর্যটনের সঙ্কট কাটতে চলেছে। আপাতত বলতে পারি নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত পাহাড়ে ভিড় থাকবে। ডিসেম্বর থেকে আরও ভিড় বাড়বে। বুকিংয়ের জন্য যেভাবে খোঁজ চলছে তাতে মনে হচ্ছে এবার ভিন রাজ্যের পর্যটকদের ঢল নামবে। এদিকে ভূমিধসের দুর্যোগ কাটিয়ে উঠতে হাঁফ ছেড়েছে সিকিমের ট্রাভেল এজেন্সিগুলো। সেখানে কাজ করছে ১ হাজার ৭২৫টি ট্রাভেল এজেন্সি। থাকার জন্য হোটেলগুলিতে প্রায় ৩৮ হাজার ২০৮টি শয্যা রয়েছে পর্যটকদের জন্য। পর্যটকদের নিয়ে যাতায়াতের জন্য প্রায় ৩০ হাজার লাক্সারি, সাধারণ ট্যাক্সি এবং ছোট গাড়ি রয়েছে। দুর্গাপুজোর মরশুমে তাদের হা-হুতাশ করে সময় কেটেছে। কোথাও বুকিংয়ে সাড়া মেলেনি। গ্যাংটকের এক পর্যটন কর্মী জানান, পুজোর মরশুম খুব খারাপ কেটেছে। কয়েকদিন থেকে বুকিংয়ে ভালো সাড়া মিলছে। এখন ক্রমশ ভিড় বাড়বে।

ডাইনি অপবাদে বধূকে কুপিয়ে খুন, গ্রেপ্তার দেওর

মলয় দত্ত, পুরুলিয়া, ২১ অক্টোবর ঃ কালীপুজোর রাতে হাড়হিম কাণ্ড ঘটেছে পুরুলিয়ার চাপুরি গ্রামে। ডাইনি অপবাদে আদিবাসী বধূকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ দেওর-সহ পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। মৃতার দেওর-সহ পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত। জানা গেছে, পুরুলিয়ার পাড়া থানার চাপুরির বাসিন্দা ওই মহিলা। স্বামী-সন্তানদের নিয়ে সংসার তাঁর। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ওই বধূকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে অত্যাচার করত দেওর-সহ পরিবারের সদস্যদের একাংশ। সোমবার অর্থাৎ কালীপুজোর রাতে অশান্তি চরমে ওঠে। অভিযোগ, বাকবিতণ্ডার মাঝেই বধূকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে দেওর-সহ কয়েকজন। থেঁতলে দেওয়া হয় মুখ। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন বধূ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। রক্তাক্ত অবস্থায় মহিলার দেহ উদ্ধার করে। দেহ ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। মৃতার সন্তানদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই ডাইনি অপবাদ দিয়ে তাদের মায়ের উপর অত্যাচার করত পরিবারের সদস্যরা। ইতিমধ্যেই মৃতার দেওর-সহ পরিবারের একাধিক সদস্যদের আটক করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, পূর্ণিয়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম তেতগামাতেও কয়েকমাস আগে একই ঘটনা ঘটেছিল। এই গ্রামেরই বাসিন্দা রামদেব ওরাওঁর ছেলের মৃত্যু হয়। অসুস্থ ছিল সে। বাড়িতেই ঝাড়ফুঁক চলছিল। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। ওই পরিবারের আর এক শিশু অসুস্থ। আর তাতেই গ্রামবাসীদের রোষের মুখে পড়েন বাবুলাল ওরাওঁ ও তাঁর পরিরারের সদস্যরা। গ্রামবাসীদের সন্দেহ হয়, বাবুলাল ও তাঁর পরিবারের লোকেরা 'ডাইনি'। 'কালাজাদু' জানেন তাঁরা। অভিযোগ, রবিবার বাবুলালের বাড়িতে চড়াও হন গ্রামবাসীরা। পরিবারের ৫ সদস্যকে প্রথমে বেধড়ক মারধর করা হয়। এরপর জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়! মৃতেরা হলেন বাবুলাল ওরাঁও, সীতাদেবী, মনজিত্ ওরাঁও, রানিয়া দেবী ও টাপটো মোসমাত। কোনওমতে প্রাণে বেঁচে গিয়েছে এক শিশু। সে জানিয়েছে, এই হত্যাকাণ্ডে গ্রামের সকলেই জড়িত। এই ঘটনায় অবশ্য থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

রীতি মেনেই মহা ধুমধামে পূজিত হলেন বড়মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নৈহাটি, ২১ অক্টোবর ঃ মহা ধুমধামে পূজিত হলেন নৈহাটির বড় মা কালী। হাজার হাজার ভক্ত লাইন দিয়ে পুজো দিলেন মা-র কাছে। নৈহাটির অরবিন্দ রোডের বড়মা কালীর পুজো এবছর একশো

দুই বছরে পদার্পন করেছে। দেশ ছাড়িয়ে এখন বিদেশেও পৌঁছে গেছে বড়মার সুখ্যাতি। ২১ ফুটের নৈহাটির বড়মার ও তার সঙ্গে ৭০ ভরি উপর স্বর্ণালংকার ও ১৫০ কেজির রুপোর অলঙ্কার দেখতে প্রতি বছরের মত এবছরও ভিড় জমে ভক্তদের। এদিন পুজো উপলক্ষে লক্ষাধিক মানুষের ভিড় উপচে পড়েছিল নৈহাটির অরবিন্দ রোডে। যে ভিড় সামলাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে পুলিশ প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবকদের। বড়মার কাছে কিছু চাইলে কাউকেই খালি হাতে ফেরার না বড়মা, তাই বিশ্বাস নিয়ে বড়মার কাছে ছুটে আসেন অগণিত ভক্ত। জানা গেছে, নবদ্বীপে রাস উৎসবে গিয়ে বড় বড় মূর্তি দেখার পর, নৈহাটির নদীয়া জুটমিলের কর্মী তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী ভবেশ চক্রবর্তী বড় কালী পুজোর প্রচলন করেন। পরবর্তীতে বড় কালী বড়মা হিসেবে জনমানষে ছড়িয়ে পড়ে। পুজোর চারদিন দেবীর বিশেষ পুজো করা হয়। প্রত্যেক দিন আলাদা আলাদা করে বড়মাকে ভোগ নিবেদন করা হয়। অমাবস্যার পর থেকেই নৈহাটির বড়মা- র কাছে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি কয়েক হাজার মানুষ দণ্ডী কাটেন। বড়মার কাছে আসলে মানসিক শান্তি পাওয়া যায় এই বিশ্বাস নিয়েই লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয় এখানে। তবে জেলার অন্যান্য পুজোর পাশাপাশি বড় মার কাছে আসার জন্য ভক্তদের আলাদাই টান অনুভব হয় বলে জানালেন বহুভক্ত। বড়মার প্রসাদ পেতে এখন পড়েছে সুদীর্ঘ লাইন। এদিন বড়মার মন্দিরে আসার কথা রয়েছে সাংসদ তথা তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কামান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাই নিরাপত্তা ব্যবস্থাও বাড়ানো হয়েছে অনেকাংশে। ভক্তদের ভিড় সামাল দিয়েই, পুলিশ প্রশাসন বিশেষ ব্যবস্থা করছে বলেই জানা গেছে।

ছেলেধরা আতঙ্কে শোরগোল বালুরঘাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২১ অক্টোবর ঃ ছেলেধরা আতঙ্কে শোরগোল বালুরঘাটে। দুই শিশুকে অপহরণের চেষ্টার অভিযোগ। তবে, কয়েকঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্ত যুবক সুমন মাহাতকে ধরে ফেলে পুলিশ। অন্যদিকে দুই শিশুকে অপহরণের ঘটনা জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে যায় গোটা এলাকায়। উত্তেজিত কয়েকশো গ্রামবাসী একত্রিত হয়ে নাজিরপুর এলাকায় পুলিশকে ঘেরাও করে। পুলিশ সূত্রে খবর, বালুরঘাটের কুণ্ডু কলোনি এলাকার বাসিন্দা সুমন মাহাত বাইক নিয়ে বাড়ি থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে পতিরামের বয়রাকুড়ি এলাকায় যায়। সেই সময়ে রাস্তায় ছাগল চড়াচ্ছিল তিনটি আদিবাসী শিশু। অভিযোগ, যুবকটি প্রথমে শিশুদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। কথার মাঝেই মোবাইলে ভিডিয়ো দেখিয়ে ফুসলিয়ে দুই শিশুকে বাইকে বসায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা উধাও হয়ে গেলে তীব্র আতঙ্ক ছড়ায় গোটা গ্রামে। একইসঙ্গে এই ঘটনার খবর পেয়েই তড়িঘড়ি এলাকায় ছুটে যায় ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ এবং পতিরাম থানার ওসি সকার সাংবোর নেতৃত্বে বিরাট পুলিশ বাহিনী। পুলিশের তৎপরতায় নাজিরপুর এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয় ওই দুই শিশুকে। আটক করা হয় অভিযুক্ত যুবককেও। ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ বলেন, আমরা দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দুই শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে অপহরণের স্পষ্ট প্রমাণ এখনও মেলেনি, তবে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। ঘটনার খবর পতিরাম থানার পুলিশের কাছে পৌঁছতেই জেলাজুড়ে শুরু হয় পুলিশের নাকা চেকিং। ঘটনার খবর চাউর হতেই উত্তেজিত কয়েকশো গ্রামবাসী একত্রিত হয়ে নাজিরপুর এলাকায় পুলিশকে ঘেরাও করে। তাদের দাবি, অভিযুক্ত ওই যুবককে গ্রামবাসীদের হাতে তুলে দিতে হবে। যদিও সেই পরিস্থিতি সামাল দিয়ে গ্রামবাসীদের শান্ত করেন ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ। গণপ্রহারের হাত থেকে যুবককে বাঁচিয়ে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। দুই শিশুর মেডিক্যাল টেস্ট-এর পরে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত যুবককে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পতিরাম থানার পুলিশ। শিশু দু'টিকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

নিয়ন্ত্রণহীন স্করপিওর ধাক্কায় মৃত ব্যক্তি

দেবাশিষ কংসবণিক, নদীয়া, ২১ অক্টোবর ঃ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দ্রুত গতিতে ছুটে আসা স্করপির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কৃষ্ণনগরের পালপাড়ায়, মৃতের নাম সুজিত মাহাতো। তাঁর বাড়ি কৃষ্ণনগরের বারুইহুদা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে কৃষ্ণনগর পালপাড়া মোড়ে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশের একটি দোকানের সামনে বাসে ওঠার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন ওই ব্যক্তি। সেই সময় দ্রুত গতিতে আসা একটি স্করপিও গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাকে ধাক্কা মেরে দোকানে ঢুকে গিয়ে উল্টে যায়। এর ফলে গুরুতর জখম হন ওই ব্যক্তি। তাকে উদ্ধার করে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। দোকানে লাগানো সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়ে দুর্ঘটনার মুহূর্তের চিত্র। ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে বাসিন্দাদের মধ্যে। দিনের পর দিন বেপরোয়া গাড়ি চালানোর ফলে বেড়েই চলেছে জাতীয় সড়কের দুর্ঘটনা। অতিরিক্ত গতি, ওভারটেকের প্রবণতা, ট্রাফিক নিয়ম অমান্য এবং মোবাইল ব্যবহারের মতো অসচেতন আচরণই দুর্ঘটনার মূল কারণ বলে জানিয়েছে প্রশাসন। বিশেষত এনএইচ-৩৪ এনএইচ-১২ সহ ব্যস্ততম জাতীয় সড়কগুলিতে প্রায় প্রতিদিনই ঘটছে ছোট-বড় দুর্ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত এক মাসে শুধু নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলাতেই প্রায়ই শতাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, সড়কে নজরদারি বৃদ্ধি, সিসিটিভি মনিটরিং এবং কড়া শাস্তির ব্যবস্থা না নিলে এই প্রবণতা রোধ করা কঠিন হবে। পাশাপাশি চালকদের সচেতনতা বৃদ্ধির উপরও জোর দিচ্ছে প্রশাসন। জনগণকেও অনুরোধ করা হয়েছে, গতি নয়, নিরাপত্তাকেই অগ্রাধিকার দিতে।

কালীপুজোর রাতে বহরমপুরের বহুতলে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড, পুড়ে ছাই ফ্ল্যাট

মিঠুন হালদার, বহরমপুর, ২১ অক্টোবর ঃ কালী পুজোর রাতে যখন আলোকমালায় সেজে উঠেছে গোটা শহর তখন বহরমপুরের খাগড়া এলাকায় একটি ফ্ল্যাটে ঘটে গেল ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড । এই ঘটনায় পুড়ে ছাই হলো বাড়ির মধ্যে থাকা প্রায় সমস্ত কিছু। যদিও দমকলের দু'টি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আধ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে আগুন লাগার এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। আগুন লাগার পরই ওই বহুতলের সমস্ত বাসিন্দা নিজেদের ঘর খালি করে দ্রুত নিচে নেমে চলে আসেন। সূত্রের খবর, খাগড়া এলাকায় যে বহুতলে আগুন লেগেছিলো তার একতলাটি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত হয়। বাকি চারটি তলায় আবাসিকরা থাকেন। কালীপুজোর রাতে চতুর্থ তলার একটি ফ্ল্যাটের মধ্যে হঠাৎ করেই আগুন লেগে যায়। কিছুক্ষণ পর ওই বহুতলের কয়েকজন বাসিন্দা ফ্ল্যাটের জানলা দিয়ে আগুন এবং কালো ধোঁয়া বার হতে দেখেন। ফ্ল্যাটের কয়েকজন বাসিন্দা প্রথমে 'ফায়ার এক্সটিংগুইশার' দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও আগুন নিয়ন্ত্রণে না আসায় দ্রুত দমকলে খবর দেওয়া হয়। তবে খাগড়া এলাকার সরু গলির মধ্যে বহুতলটি অবস্থিত হওয়ায় দমকলের ইঞ্জিন সেখানে ঢুকতে যথেষ্টই বেগ পায়। তবে দমকলের কর্মীরা কিছুক্ষণের চেষ্টায় বড় পাইপ ব্যবহার করে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, যে ফ্ল্যাটটিতে আগুন লেগেছিল তার মালিক বিমল মুকিম নামে এক ব্যক্তি। যদিও আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে তিনি কিছুই বলতে রাজি হননি। প্রসেনজিত মন্ডল নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, প্রাথমিকভাবে আমরা জানতে পেরেছি ওই ব্যক্তির বাড়ির ঠাকুর ঘরে প্রদীপ জ্বলছিল। সেখানে কোনওভাবে প্রদীপটি পড়ে গিয়ে ঠাকুর ঘরে থাকা অন্যান্য জিনিসে আগুন লেগে যায়। ওই ঘরে দাহ্য পদার্থ বেশি থাকায় দ্রুত ওই ফ্ল্যাটটি আগুনের গ্রাসে চলে যায়। স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গেছে, যে বহুতলটিতে আগুন লাগে তার আশেপাশে বেশ কিছু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সহ একটি মিষ্টির দোকান রয়েছে। ওই দোকানের জন্য বহুতলের কাছে বেশ কিছু গ্যাস সিলিন্ডার মজুত করে রাখা হয়েছিল। আগুন লাগার ঘটনা দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ওই গ্যাস সিলিন্ডারগুলি সরিয়ে দেন। বহরমপুর ফায়ার স্টেশনের ওসি মলয় মজুমদার বলেন, কালীপুজোর রাত হওয়ায় দমকল দপ্তরের কর্মীরা আগে থেকেই যেকোনও ধরনের অগ্নিকাণ্ডের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বলেন, 'খাগড়া এলাকার একটি 'জি প্লাস ফোর বিল্ডিং'-এ আগুন লাগার খবর পেয়ে আমরা দ্রুত সেখানে পৌঁছে যাই। বাড়ির ভেতরে আমরা যখন ঢুকি তখন সেখানে যথেষ্টই আগুন ছিল এবং আমাদের কাজ করতে বেগ পেতে হয়।' ওই আধিকারিক আরও বলেন, যে বহুতলে আগুন লেগেছিল সেখানে আগুন নেভানোর মত কোনও পরিকাঠামোই নেই। কয়েকটি 'ফায়ার এক্সটিংগুইশার' থাকলেও সেগুলোর 'ডেট এক্সপায়ার' হয়ে গেছে। বহুতলের মালিকদের বলা হয়েছে দ্রুত অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা চালু করার জন্য।

বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ হারাল সাহিল, স্তব্ধ মিরিক শহর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মিরিক, ২১ অক্টোবর ঃ কালীপুজোর রাতে ঘটল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। বন্ধুর জীবন বাঁচাতে গিয়ে নিজের প্রাণ হারাল ২২ বছরের যুবক সাহিল রাই। মৃত সাহিল রাই মিরিকের থারবু এল.ডি. বাহাদুর গ্রামের বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মিরিক বাজারের বাসিন্দা সাদিপ দর্জি আত্মহত্যা করতে মিরিক লেকে ঝাঁপ দেন। বিষয়টি চোখে পড়তেই বিন্দুমাত্র ভাবনা-চিন্তা না করে সাহিল রাই ঝাঁপিয়ে পড়েন বন্ধুকে বাঁচাতে। কিন্তু তাতে বন্ধু সাদিপের প্রাণ রক্ষা হলেও নিজের জীবন আর বাঁচাতে পারেননি। সাহিলের এই

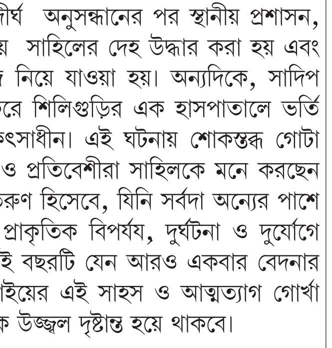

আত্মত্যাগে স্তব্ধ গোটা মিরিক। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ ও উদ্ধারকারীদের সহায়তায় সাহিলের দেহ উদ্ধার করা হয় এবং মিরিক ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যদিকে, সাদিপ দর্জিকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করে শিলিগুড়ির এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় শোকস্তব্ধ গোটা মিরিক শহর। সহপাঠী, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীরা সাহিলকে মনে করছেন এক সাহসী, নম্র ও সাহায্যপ্রবণ তরুণ হিসেবে, যিনি সর্বদা অন্যের পাশে দাঁড়াতে প্রস্তুত ছিলেন। ক্রমাগত প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দুর্ঘটনা ও দুর্যোগে বিধ্বস্ত মিরিকের মানুষের কাছে এই বছরটি যেন আরও একবার বেদনার বছর হয়ে উঠল। তবুও সাহিল রাইয়ের এই সাহস ও আত্মত্যাগ গোর্খা সমাজে মানবতা ও সহমর্মিতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

'সেরার সেরা সম্মান-২০২৫'-সৃষ্টিশীলতার উজ্জ্বল আলোকচ্ছটাতে বিশেষ অতিথি কবি সুদীপ

কলকাতা, ২১ অক্টোবর ঃ ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতায় দীপাবলির পুণ্যলগ্নে অনুষ্ঠিত হলো 'সেরার সেরা সম্মান-২০২৫' (সিজন-৪)। কলকাতার বিখ্যাত রিজেন্টা অর্কোস হোটেল-এ এক জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রবিবার সন্ধ্যায় এই সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সিনেমা ও টেলিভিশন, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, নৃত্য, সমাজসেবা, মেকআপ শিল্প সহ নানা ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদানের জন্য বিভিন্ন গুণীজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয় 'সেরার সেরা সম্মান ২০২৫'। এই গৌরবময় আয়োজনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত কবি সুদীপ চন্দ্র হালদার। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী। যাঁরা আজ নিজেদের কর্মক্ষেত্রে স্বকীয় অবদানের জন্য সম্মাননা পেয়েছেন, তাঁরা শুধু বাংলা নয়, সমগ্র ভারতকে এগিয়ে যেতে

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। এই সৃষ্টিশীল ধারাকে ভবিষ্যতেও বজায় রাখার আহ্বান জানাই। তিনি সম্মানপ্রাপ্ত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে দীপাবলি ও কালীপূজোর শুভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সাঁজ আইডিয়াল ফাউন্ডেশন-এর পরিচালক শ্রী রূপম চক্রবর্তীসহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও গুণীজন।

গোর্খা সম্প্রদায়ের উৎসব ভৈলিনি ও দেওসির আয়োজন শুরু

তরুণ রায়, আলিপুরদুয়ার, ২১ অক্টোবর ঃ ভাইফোঁটার সময় নেপালি সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা বোনকে ও বোনেরা ভাইকে উপহার দেওয়ার জন্য দেওসি ও ভৈলিনি গানের আয়োজন করে। গোর্খা সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকায় দীপাবলির পর এই গানগুলি গেয়ে থাকেন গোর্খা সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা। নেপালি অধ্যুষিত এলাকায় এখন কান পাতলেই শোনা যায় ভৈলিনি ও দেওসির সুর। ভৈলিনি ও দেওসি এখন আর শুধু গানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, এটি একটি উৎসবে পরিণত হয়েছে। নেপালি সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক উৎসব ভৈলিনি ও দেওসি। দীপাবলির রাত থেকেই নেপালি সম্প্রদায়ের মেয়েরা সাংস্কৃতিক পোশাক পরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভৈলিনি সঙ্গীত পরিবেশন শুরু করে। কালচিনি, জয়গাঁ, মঙলাবাড়ি, দলসিংপাড়া, রায়মাটাং এলাকায় দেখা যায় এই উৎসব। নেপালী এক যুবতী জানান, সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখতে প্রতি বছর দীপাবলিতে এই আয়োজন করে থাকি। আমাদের প্রতিটি ঘরে ঘরে গান গাইতে ভাললাগে। তাঁরা যে যা দেয় সেটাই নিয়ে আসি। সন্ধ্যা হতেই অলিগলিতে শোনা যায় ভৈলিনি গান ভৈলিনি 'আয়ো আঙ্গন মা'। নেপালি সম্প্রদায়ের মেয়েরা ঘরে ঘরে গিয়ে এই গান গেয়ে ভৈলিনি উৎসব পালন করে। এরপর নাচের আয়োজন করা হয়। সবশেষে যে যা টাকা দেয় সেটা নিয়ে চলে আসেন তাঁরা। একইরকমভাবে ছেলেরা দেওসি উৎসবের আয়োজন করেন। দেওসি গান গাইতে ছেলেরা ঘরে ঘরে যান ও গান গেয়ে ওঠেন, 'ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি দেওসি রে। সব মিলিয়ে, নেপালি অধ্যুষিত এলাকায় এখন কান পাতলেই শোনা যায় ভৈলিনি ও দেওসির সুর।

চলতি সপ্তাহের শেষে দুধিয়া- মিরিক সড়কে শুরু হতে পারে যানবাহন চলাচল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর ঃ আর মাত্র এক সপ্তাহের অপেক্ষা। যদি সব কিছু পরিকল্পনা মতো চলে, তবে চলতি সপ্তাহের শেষে দুধিয়া- মিরিক সড়কে শুরু হতে পারে যানবাহন চলাচল। গত ১৫ দিন ধরে দুধিয়ায় বালাসন সেতুর উপরে বিকল্প রাস্তা তৈরির কাজ চলছে জোরকদমে। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, আগামী সপ্তাহেই পথ খুলে দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ৫ অক্টোবর ভারী বৃষ্টিতে বালাসন নদীর জল বৃদ্ধি পেয়ে দুধিয়ার লাইনে ভাঙন দেখা দেয়। তাতে বন্ধ হয়ে যায় শিলিগুড়ি-মিরিক সড়ক যোগাযোগ। ফলস্বরূপ, মিরিকগামী পর্যটকরা ব্যাপক সমস্যায় পড়েন। এখনই সেতু সংস্কারের স্থায়ী কাজ সম্ভব নয় বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে বিকল্প রাস্তায় ছোট যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা করা। হিউমপাইপ বসিয়ে নদীর ওপরে বিকল্প রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী মঙ্গলবারের মধ্যেই রাস্তার মূল অংশের কাজ প্রায় শেষ হয়ে যাবে। এরপর মাটি ফেলে রাস্তা শক্ত করা হবে। এরপরই পরীক্ষামূলকভাবে যান চলাচল শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। মিরিক পুরসভার প্রশাসক এল.এন. রাই জানান, দুধিয়া হয়ে মিরিকের সঙ্গে শিলিগুড়ির যোগাযোগ যত দ্রুত সম্ভব স্বাভাবিক করা আমাদের লক্ষ্য। আমরা আশা করছি, সপ্তাহের মধ্যেই রাস্তা চালু করা সম্ভব হবে। তিনি আরও জানান, বিদ্যুৎ বিভাগের পাইপলাইন-সহ অন্যান্য অবকাঠামোও ঠিক করার কাজ চলছে। বৃষ্টির জেরে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বাড়তি নজর রাখছে প্রশাসন। প্রয়োজনে অতিরিক্ত মাটি ফেলে রাস্তা মজবুত করা হবে। প্রায় ২২০ মিটার দৈর্ঘ্যের এই বিকল্প রাস্তা দিয়ে প্রথমে ছোট গাড়ি চলাচলের অনুমতি দেওয়া হবে। পরে প্রয়োজন অনুযায়ী বড় গাড়ির চলাচলও বিবেচনা করা হবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, দুধিয়া সেতু বন্ধ থাকায় বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে মিরিকগামী পর্যটক ও ব্যবসায়ীরা ব্যাপক সমস্যায় পড়েছিলেন। এখন বিকল্প রাস্তাটি চালু হলে স্বস্তি ফিরবে দুধিয়া ও মিরিক অঞ্চলে।

ফালাকাটায় হাতির হামলা, জখম ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফালাকাটা, ২১ অক্টোবর ঃ সোমবার কালীপুজোর রাতে ফালাকাটার বংশীধরপুর গ্রামে ঢুকে পড়ে একটি হাতি। সেই সময় পটল খেত পাহারা দিচ্ছিলেন বংশীধরপুরের চাষি বাবুলাল ওঁরাও। তখন হঠাৎ করেই একটি হাতি চলে আসে পটল খেতের দিকে। হাতি দেখে পালানোর চেষ্টা করেন বাবুলাল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে হাতিটি তাঁর অনেকটা সামনে চলে আসে এবং তাঁকে আঘাত করে ওই হাতি। বেশ কিছুটা দূরে ছিটকে পাে বাবুলাল। পরে স্থানীয়দের বাজি, পটকার শব্দে হাতিটি এলাকা ছাড়ে। আহত ব্যক্তিকে উদ্বার করে নিয়ে যাওয়া হয় ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। কিন্তু তাঁর পরিস্থিতি সংকটজনক হওয়ায় রাতেই তাঁকে স্থানান্তর করা হয় কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। আপাতত সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এই ঘটনায় বন দফতরের ভূমিকা নিয়ে গোটা গ্রামে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে।

বাজি থেকে আগুন, কেশিয়াড়িতে রাতারাতি গৃহহীন দু'টি পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২১ অক্টোবর ঃ বাজির আগুনের ফুলকি পড়েছিল বাড়ির খড়ের চালে। সেই থেকে আগুন ধরে যায় গোটা বাড়িতে। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ি থানার খাজরা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়চাটি এলাকায়। ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকলের একটি ইঞ্জিন। সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা নাগাদ বড়চাটি গ্রামের বাসিন্দা সুরেন্দ্রনাথ মাইতি এবং সর্বেশ্বর মাইতির বাড়িতে হঠাৎই আগুন লাগে। মুহূর্তে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে তিনতলা মাটির বাড়িতে। খড়ের চালের বাড়ি হওয়ায় আগুন ভয়াবহ আকার নেয়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও দমকল। দীর্ঘ সময় ধরে চেষ্টার পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু ততক্ষণে পুড়ে ছাই গোটা বাড়ি। রাতারাতি দুই পরিবারের মাথার উপর থেকে ছাদ সরেছে। প্রশাসনের তরফ থেকে সেভাবে কিছু জানানো হয়নি।

ঝাড়গ্রাম স্টেশনের আগে পর্যন্ত ট্রেন লাইনের দু'পাশ বরাবর গার্ডরেল দিয়ে ঘেরার কাজ শুরু করল রেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২১ অক্টোবর ঃ ঝাড়গ্রাম স্টেশনের আগে পর্যন্ত ট্রেন লাইনের দু'পাশ বরাবর গার্ডরেল দিয়ে ঘেরার কাজ শুরু করল রেল। তা নিয়ে বিতর্ক। বনদপ্তর বলছে এই রেলিং ঘেরার কাজ শেষ হলে হাতির যাতায়াতের পথ বন্ধ হবে, বিপদ আরও বাড়বে। আর এই

বিপদ ঠেকাতে কাজ বন্ধ করার জন্য দক্ষিণ পূর্ব রেলের খড়গপুর ডিভিশনের ডিআরএমকে চিঠি দিয়েছেন ঝাড়গ্রাম বনদফতরের ডিএফও। গত জুলাই মাসে ঝাড়গ্রাম ব্লকের বাঁশতলা এলাকায় ট্রেন লাইন পারাপার করতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছিল এক শাবক-সহ তিন হাতির। সেই ঘটনার পর ট্রেন লাইনে দুর্ঘটনা এড়াতে দক্ষিণ পূর্ব রেলের খড়্গাপুর ডিভিশন এবং ঝাড়গ্রাম ফরেস্ট ডিভিশন যৌথ আলোচনা এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শনও করেছিল। ঝাড়গ্রাম বনদফতরের পক্ষ থেকে রেলকে লাইনে হাতি মৃত্যু বা দুর্ঘটনা ঠেকাতে ওভারপাশ, ট্রেনের গতি কমানো, সফট পেডিং, বারে বারে হর্ন দেওয়া সহ বেশ কিছু প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা না করেই হঠা করেই রেলের খ।গপুর ডিভিশনের পক্ষ থেকে খেমাশুলি থেকে ঝাড়গ্রাম স্টেশনের আগে পর্যন্ত ট্রেন লাইনের দুপাশ বরাবর গার্ডরেল দিয়ে ঘেরার কাজ শুরু হয়েছে। অভিযোগ, রেলের পক্ষ থেকে বনদফতরকে এই বিষয়ে কোন তথ্যই না দিয়েই দ্রুত গতিতে কাজ চলছে। প্রশ্ন উঠেছে তাহলে যৌথ বৈঠকের কী প্রয়োজন ছিল। খেমাশুলি, স।ডিহা, বাঁশতলা, ঝাড়গ্রাম এই রেলপথ হল হাতির উল্লেখযোগ্য করিডর। জঙ্গল ঘেঁসা এই রেল পথ পারাপার করা হাতির দীর্ঘ কয়েক দশকের অভ্যাস। এখন হাতির পছন্দের এই পথ দু'পাশ থেকে আটকে দিলে মানুষের বিপদ আরও বাড়বে। পারাপার করতে না পেরে তারা দলবল নিয়ে গ্রামে ঢুকবে। সেক্ষেত্রে দল হাতিকে গ্রাম থেকে ড্রাইভ করাই মুশকিল হয়ে যাবে। বনদফতরের অভিযোগ, রেলকে এই সমস্যার কথা বলা সত্ত্বেও লোহার গার্ড দেওয়ার কাজ বন্ধ তো দূরের তারা কর্নপাতও করেনি। দক্ষিণ পূর্ব রেলের খড়্গাপুর ডিভিশনের জনসংযোগ আধিকারিক নিশান্ত কুমার বলেন, যদি কোনও সমস্যা হয় তাহলে আমরা আলোচনা করে সমস্যা মিটিয়ে নেব। যেখানে হাতির সমস্যা বনদপ্তরকেই মেটোতে হয় বা সামলাতে হয় তাহলে রেল কেন লাইনের দু'পাশ তড়িঘড়ি ঘেরা শুরু করল? এই ভাবে লাইন ঘিরে দেওয়ার ফলে হাতি পারাপার করতে না পারার কারনে কোনও বিপদ ঘটলে সেই দায় কি রেল নেবে? এই সব প্রশ্ন উঠছেই। ঝাড়গ্রামের ডিএফও উমর ইমাম বলেন, আমাদের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করে বা কোনও ইনটিমেশন না দিয়ে খেমাশুলি থেকে ঝাড়গ্রাম স্টেশনের আগে পর্যন্ত রেলের পক্ষ থেকে গার্ডরেল দিয়ো দু'পাশ থেকে লাইন ঘেরা হচ্ছে। এটা হলে হাতির করিডর বন্ধ হয়ে যাবে এবং বিপদ বা।ার আশঙ্কা থাকবে। এই পরিস্থিতি যাতে না তৈরি হয় সেই জন্য খড়গপুর ডিভিশনের ডিআরএমকে চিঠি দিয়েছি। আমরা এই কাজটি বন্ধ করার জন্য বলেছি তাদের।

গৃহবধূকে গণধর্ষন চাঞ্চল্য , ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২১ অক্টোবর ঃ বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে বধূকে গণধর্ষণের অভিযোগ। পুলিশের দ্বারস্থ জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ির নির্যাতিতা। অভিযোগ পাওয়ামাত্রই এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাকি দুই অভিযুক্তের খোঁজে চলছে অশান্তি। অভিযুক্তদের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন সকলে। জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ির বাসিন্দা ওই বধূ। গত শুক্রবার রাতে বাড়িতে একাই ছিলেন তিনি। সেই সুযোগই নেয় তিন প্রতিবেশী যুবক। বধূর শ্বশুরবাড়িতেই তাঁকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর নির্যাতিতা সকলকে জানিয়ে দেওয়ার হুমকি দিলে তাঁকে ভয় দেখানো হয়। প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। স্বাভাবিকভাবেই প্রথমে কী করবেন তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না তিনি। এক পর্যায়ে স্বামীকে সবটা খুলে বলেন তিনি। এরপর স্বামীর সঙ্গেই পঞ্চায়েত সদস্যর দ্বারস্থ হন। বিষয়টা জানামাত্রই তিনি পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়েরের পরামর্শ দেন। সেই মতো থানার দ্বারস্থ হন নির্যাতিতা। অভিযোগ পেয়ে গৌরাঙ্গ রায় নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। বাকি দুই অভিযুক্তর খোঁজ চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। বিষয়টা প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভে ফুঁসছে স্থানীয়রা। অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন সকলে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সাকিনা সেখ, স্বামী আজাহারউদ্দিন সেখ সাং ও পোঃ- সারেঙ্গা, থানা-সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ২৫.০৬.২০২৫ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৫০৩০৩৫১৭ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা সনাতন নস্কর, পিতা ৺নন্দলাল নস্কর এর নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন সারেঙ্গা মৌজায় জে. এল. ১৫ নং ভুক্ত, এল. আর.- ৮৮২৭ নং খতিয়ানে এল. আর. ৬৮২ নং দাগে শালি ০২ কাঠা বা ০৩.৩০ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা বিগত ইংরাজী- ০৪.০৯.২০২৩ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০১ নং বহির ০৫০৩০৫০১৬ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতার পক্ষে জিগরিয়া সেখ, পিতা জুলফক্কার সেখ, সাং- সারেঙ্গা, সাঁকরাইল, হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উপরিউক্ত বিক্রয় কোবালাটি বিক্রেতার পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার হইতে বিক্রয় কোবালা দলিলটি সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে এক মাসের মধ্যে বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন মোতাবেক হইবে।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

Office of the
PARBATIPUR GRAM PANCHAYAT
UTTAR JHAPORDAH, DOMJUR, HOWRAH
Email ID: - parbatipurgp11@gmail.com & parbatipurgrampanchayat@gmail.com
ph. No. (033) 2670-4004

PARBATIPUR GRAM PANCHAYAT UNDER DOMJUR PANCHAYAT SAMITY INVITES E TENDER VIDE E **NIT – PGP /APAS / 148-149-150-151-152-153 / 2025 DATED 18/10/2025** (42 NOS OF WORKS) BID STARTING DATE **20/10/2025** & SUBMISSION OF LAST DATE **11/11/2025 UPTO 13.00 pm** , BID OPENING DATE **13/112025** , FOR MORE DETAILS PLEASE VISIT **https://wbtenders.gov.in .**

Prodhan
Parbatipur Gram Panchayat Samity

অ্যাডিলেড বিমানবন্দরে রোহিত-বিরাটকে দেখে আপ্লুত জনতা

সংবাদ সংস্থা, অ্যাডিলেড, ২১ অক্টোবরঃ অস্ট্রেলিয়া-ভারত চলতি ওডিআই সিরিজের বৃষ্টি বিঘ্নিত প্রথম ম্যাচে হেরে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। পার্থের ম্যাচে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছিলেন বিরাট শর্মা ও রোহিত শর্মা। রোহিত করেছিলেন ৮ রান। আর খাতা খোলার আগেই প্যাভিলিয়নে ফিরে খেলেন। তবে প্রথম ম্যাচে তাঁদের পারফরম্যান্স ছিল যথেষ্ট হতাশাজনক। রোহিত-কোহলি আধ ঘণ্টাও ক্রিজে থাকতে পারেননি। রোহিত ১৪ বলে একটি চারের সাহায্যে আট রান করে আউট হন। রোহিত শর্মার পর, বিরাট কোহলিও প্যাভিলিযনে ফিরে যান। কোহলি

যান বিরাট কোহলি। তবে রোহিত-বিরাট ব্যর্থ হলেও অস্ট্রেলিয়ায় কিন্তু রাজকীয় সম্মান পাচ্ছেন। ওডিআই সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ হবে অ্যাডিলেডে। টিম ইন্ডিয়া সোমবার পৌঁছেছে সেখানে। আর অ্যাডিলেড বিমানবন্দরে রোহিত আর বিরাটকে দেখে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন উপস্থিত জনতা। ২৩ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওয়ানডে খেলতে নামবে টিম ইন্ডিয়া। তিন ম্যাচের সিরিজে ০-১ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা ভারত অ্যাডিলেডে হেরে গেলে সিরিজও হারাবে। ১৯ অক্টোবর প্রথম ওয়ানডেতে সাত মাস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন করেন রোহিত এবং কোহলি। এই দুই কিংবদন্তি ব্যাটার ২২৩ দিন পর ভারতের হয়ে নিজের খাতাও খুলতে পারেননি এবং মিচেল স্টার্কের বলে কনোলির হাতে ক্যাচ দেন। ভারতীয় দলকে স্বাগত জানাতে অ্যাডিলেড বিমানবন্দরে ভক্তদের বিশাল ভিড় দেখা গিয়েছে। এর একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে, যেখানে ভারতীয় ভক্তরা রোহিত-বিরাট-সহ ভারতীয় দলকে স্বাগত জানাতে ব্যানার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কিছু ভক্ত ব্যান্ড নিয়ে দলকে স্বাগত জানাতেও এসেছিলেন। এই সময় ফ্যানরা ভারতীয় খেলোয়াড়দের শুভ দীপাবলির শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন। রোহিত ও বিরাট ভারতীয় সমর্থকদের আবদারে অটোগ্রাফও দিয়েছেন। এক খুদে ভক্তর সঙ্গে রোহিতের ভিডিও বেশ ভাইরাল হয়েছে।

প্রোটিয়া এ দলের বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া এ দলের অধিনায়ক ঋষভ পন্থ

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২১ অক্টোবরঃ ইংল্যান্ড সফরে ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে পায়ে মারাত্মক আঘাত পেয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার লাল বলের সহ-অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। আঘাত এতটাই গুরুতর ছিল যে তাঁকে অস্ত্রপচারও করতে হয়। তবে ভারতীয় দলের এই উইকেটরক্ষক-ব্যাটার এখন চোট কাটিয়ে বাইশ গজে নামার জন্য প্রস্তুত। এর আগে জানা গিয়েছিল, রঞ্জিতে দিল্লির হয়ে নামবেন ঋষভ। এবার জানা গেল, ভারতীয় এ দলের হয়ে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা এ-এর বিরুদ্ধে নামার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। এদিন প্রোটিয়া এ দলের বিরুদ্ধে আসন্ন দুই ম্যাচের সিরিজের জন্য ভারতীয় এ দলের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। দক্ষিণ আফ্রিকার এ দলের বিরুদ্ধে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অব এক্সিলেন্সিতে ৩০ অক্টোবর থেকে চারদিনের ম্যাচ খেলতে নামবে ইন্ডিয়া এ দল। সেই দলের নেতৃত্ব দেবেন ঋষভ, আর তাঁর ডেপুটি হিসাবে সাই সুদর্শনের নাম ঘোষণা করেছে বোর্ড। প্রোটিয়া এ দলের বিরুদ্ধ টিম ইন্ডিয়া এ দলের স্কোয়াডেও ব্রাত্য থাকলেন বাংলার পেসার মহম্মদ সামি। সম্প্রতি সামি

উপেক্ষিতই থাকলেন মহম্মদ সামি

বাংলার হয়ে রঞ্জিতে দুরন্ত পারফরম্যান্স করেছেন। তাঁর চোট নিয়ে অনেক কথা উঠলেও উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে বাংলার হয়ে প্রথম ইনিংসে তিনি এক ওভারে তিনটি উইকেট তুলে নিয়ে বিসিসিআই নির্বাচক মণ্ডলীকে নিজের অবস্থান সম্পর্কে বড় জবাব দেন। দুই ইনিংস মিলিয়ে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে সামি নেন সাত উইকেট। এরপরও উপেক্ষা করা হল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৩০০-র বেশি উইকেটের মালিককে।

প্রথম চারদিনের ম্যাচের জন্য ভারতের স্কোয়াড। ঋষভ পন্থ (ক্যাপ্টেন, উইকেটরক্ষক), আয়ুষ মাত্রে, এন জগদীশান (উইকেটরক্ষক), সাই সুদর্শন (সহ-অধিনায়ক), দেবদত্ত পাডিক্কাল, রজত পাতিদার, হর্ষ দুবে, তনুশ কোটিয়ান, মানব সুথার, অংশুল কম্বোজ, যশ ঠাকুর, আয়ুশ বাদোনি, সারাংশ জৈন।

দ্বিতীয় চারদিনের ম্যাচের জন্য ভারতের স্কোয়াড। ঋষভ পন্থ (অধিনায়ক, উইকেরক্ষক), কেএল রাহুল, ধ্রুব জুরেল (উইকেটরক্ষক), সাই সুদর্শন (সহ-অধিনায়ক), দেবদত্ত পাডিক্কাল, রুতুরাজ গায়কোয়াড, হর্ষ দুবে, তনুশ কোটিয়ান, মানব সুথার, খলিল আহমেদ, গুরনূর ব্রার, অভিমন্যু ঈশ্বরণ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, মহম্মদ সিরাজ, আকাশ দীপ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ।

খারাপ আবহাওয়া কাটিয়ে ভারতে আল-নাসের দল, আজ প্রতিপক্ষ গোয়া

সংবাদ সংস্থা, পানাজি, ২১ অক্টোবরঃ সাফল্যের মধ্য দিয়ে গত মরসুম শেষ করেছিল এফসি গোয়া। গতবার কলিঙ্গের বুকে খালিদ জামিলের শক্তিশালী জামশেদপুর এফসিকে পরাজিত করে সুপার কাপ জয় করেছিল মানোলোর ছেলে। যারফলে এবার এএফসির টুর্নামেন্টে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে দেশের এই শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব। যা নিঃসন্দেহে বড়সড় পাওনা সমর্থকদের কাছে। সেই কথা মাথায় রেখে অনেক আগে থেকেই দল গঠনে বাড়তি নজর দিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট। এক্ষেত্রে আগের তুলনায় দলকে আরও শক্তিশালী করাই প্রধান লক্ষ্য ছিল সকলের। বিগত কয়েক মাসে একাধিক দেশি ও বিদেশি ফুটবলারদের চূড়ান্ত করেছে আইএসএলের এই ফুটবল ক্লাব। তবে শুধুমাত্র নতুন ফুটবলার দলে টানাই নয়। গতবারের দলের একাধিক ফুটবলারদের রিলিজ ও করে দিয়েছে এফসি গোয়া। যার মধ্যে ছিলেন দেশের দাপুটে লেফট ব্যাক জয় গুপ্তার মতো তারকা। তবে নয়া দল নিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সাফল্য পেতে বদ্ধপরিকর দেশের প্রথম ডিভিশনের এই দল। কিন্তু শুরুটা একেবারেই ভালো হয়নি। প্রথম ম্যাচেই নিজেদের ঘরের মাঠে পরাজিত হতে হয়েছিল আল-জাওরার কাছে। যা নিঃসন্দেহে হতাশ করেছিল সকলকে। তারপরে ও জয়ের মুখ দেখতে মরিয়া ছিল মানোলো মার্কুয়েজের ছেলেরা। কিন্তু সেবার বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাজিকিস্তানের ফুটবল ক্লাব ইস্তিকলোল। সেই হতাশা ভুলে এবার নিজেদের দেশের মাটিতে শক্তিশালী আল-নাসেরে বিপক্ষে লড়াই। তাঁদের বিপক্ষে পয়েন্ট সংগ্রহ

করা যে সহজ হবে না সেটা ভালো মতোই জানেন সকলে। কিন্তু তবুও সীমিত শক্তি নিয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পয়েন্ট নিশ্চিত করতে চাইবেন বোরহা হেরেরা থেকে শুরু করে জাভিয়ের সিভেরিও টোরোরা। শোনা যাচ্ছিল, এই ম্যাচ খেলতে হয়তো ভারতে আসবেন পর্তুগিজ তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তাঁকে নিয়ে আশায় বুক বেঁধেছিল সমর্থকরা। কিন্তু না। তাঁকে বাদ দিয়েই অবশেষে সোমবার গভীর রাতে ভারতে চলে আসল আল-নাসের দল। ২২ অক্টোবর, বুধবার গোয়ার ফতোরদা স্টেডিয়ামে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ টায়ার টুয়ের পরবর্তী ম্যাচ। তবে ভারতে আসার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল সৌদির এই দাপুটে দলকে। মূলত খারাপ আবহাওয়া থাকার কারণে কার্যত ঘুরে পথের মধ্যে দিয়েই এবার ভারতে আসতে হল তাঁদের। যারফলে কিছুটা হলেও ক্লান্তি থাকবে দলের ফুটবলারদের। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই সুবিধা পেতে চাইবেন গোয়ার ফুটবলাররা।

ম্যান ইউনাইটেডের কোচ হওয়ার প্রস্তাব এলেও রাজি হননি কেন? এতদিন বাদে কারণ জানালেন ক্লপ

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ২১ অক্টোবরঃ ইংলিশ ফুটবলে তিনি এনেছেন রণকৌশলে বিপ্লব। লিভারপুলের মসিহা বললেও কম বলা হয়! অথচ সেই য়ুর্গন ক্লপই কিনা একসময় হতে পারতেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কোচ! প্রস্তাবও এসেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত নিজেই না বলেছিলেন তিনি। এতদিন বাদে এবার জানালেন, অফার খারিজের আসল কারণ! ২০১৫ সালের অক্টোবর। বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ছেড়েছেন সদ্য। কাজ খুঁজছেন। ঠিক সেই সময়ই তাঁকে প্রস্তাব দেয় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। কিন্তু ক্লপ সেই ডাক প্রত্যাখ্যান করেন। সম্প্রতি এক পডকাস্টে তিনি কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ''ওরা আমাকে বলেছিল, 'তুমি যাদের চাও, আমরা তাদের আনব... এই খেলোয়াড়, ওই খেলোয়াড়!' তখনই বুঝে গিয়েছিলাম, এটা আমার ধাঁচের প্রজেক্ট নয়!'' এরপরই ক্লপের মুখে আসে বড় নাম দুটি- ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও পল পোগবা। তাঁর সাফ মন্তব্য, ''আমি পোগবাকে ফিরিয়ে আনতে চাইনি। রোনাল্ডোকেও না। এতে কিছু হত না। ক্লাবের ভাবনা ছিল-বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের এক জায়গায় জড়ো করা। কিন্তু কেউ ফুটবল নিয়ে ভাবছিল না! চেয়েছিলাম একটা বিশুদ্ধ প্রজেক্ট-যা পরে লিভারপুল আমায় দিয়েছিল!'' এই সূত্রে আরও যোগ করেন, 'আমরা সবাই জানি, মেসির পাশাপাশি ও (রোনাল্ডো) বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়। কিন্তু

তাই বলে ফিরিয়ে আনার কোনও মানে দাঁড়ায় না। তখন (২০১৩ সালের দিকে) ব্যাপারটা হয়তো রোনাল্ডো বা পগবাকে নিয়ে সরাসরি ছিল না। কিন্তু ধারণা একটাই-'সব তারকাকে একত্র করতে হবে!' আমি তখনই জানিয়ে দিই-না, এটা আমার জন্য নয়!'' সিদ্ধান্তটা যে কতটা সঠিক ছিল, সময় তার প্রমাণ দিয়েছে। লিভারপুলে যোগ দিয়েই ক্লপ তৈরি করেন এক অপ্রতিরোধ্য দল। আট বছরে এনে দেন আটটি ট্রফি-যার মধ্যে রয়েছে প্রিমিয়ার লিগ, চ্যাম্পিয়নস লিগ এবং ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপও। ক্লপের নিজের কথায়, ''আমি তখন একটা ফুটবল-চিন্তায় তৈরি প্রকল্প খুঁজছিলাম, স্রেফ তারকা কেনা নয়। লিভারপুল সেটা দিয়েছিল এবং ইতিহাস বলে, সিদ্ধান্তটা ভুল ছিল না!''

পাঞ্জাব এফসি'তে যোগ দিলেন জেলকোভিচ

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবরঃ বহু আগে থেকেই ঘর গোছানোর কাজ শুরু করেছিল পাঞ্জাব এফসি ম্যানেজমেন্ট। যেখানে দেশীয় ফুটবলারদের পাশাপাশি বিদেশি নির্বাচনে ও যথেষ্ট নজর দিয়েছে আইএসএলের এই ফুটবল ক্লাব। যার মধ্যে বিগত কয়েকদিন ধরেই ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছিল বসনিয়ার এক তারকা ডিফেন্ডারের নাম। তিনি সামির জেলকোভিচ। অবশেষে গত সোমবার সন্ধ্যায় নিজেদের সোশ্যাল সাইট থেকে তাঁর যোগদানের কথা জানিয়ে দিল পাঞ্জাব। জেলকোভিচের দক্ষতায় আদৌও কতটা সাফল্য পায় এই দল সেদিকেই নজর থাকবে সকলের।

জুভেন্তাসের ট্রেনিংয়ে ঘাস চিবিয়েছিলেন রোনাল্ডো! ফাঁস প্রাক্তন সতীর্থের

সংবাদ সংস্থা, তুরিন, ২১ অক্টোবরঃ অমিত প্রতিভার আড়ালে কঠোর পরিশ্রম। হাত ধরাধরি করে চলেছে। দুই মিলেমিশে গড়ে তুলেছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে। তিনি নিয়মানুবর্তী। সময়ের আগেই নাকি ট্রেনিংয়ে আসেন। নিজের পুরোটা দেন উজাড় করে। এতশত প্রশস্তির আড়ালে এবার অন্য গল্প শোনালেন একদা সতীর্থ জিয়ানলুকা ফ্রাবোত্তা। জানালেন, একবার নাকি অনুশীলন চলতে চলতে হঠাৎ ঘাস তুলেই চিবাতে শুরু করেছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো! ঘটনার সাক্ষী তিনি। এতদিন বাদে ফাঁস করলেন এই অদ্ভুত ঘটনার আসল রহস্য। ২০১৮ সালে রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে ইতালির ক্লাব জুভেন্তাসে যোগ দেন সিআরসেভেন। তিন মরশুমে সেরি আ ও কোপা ইতালিয়া জিতেছিলেন বটে, কিন্তু কোচ মৌরিজিও সারির সঙ্গে সম্পর্কটা নাকি ঠিক জমেনি। ২০১৯-২০ মরশুমে তাঁদের দূরত্ব নিয়ে গুঞ্জন ছড়িয়েছিল তখনই। সেই সময়ের এক ঘটনার কথা তুলে ধরে ফ্রাবোত্তা বলেন, ''রোনাল্ডো প্রতিদিনই অনুশীলনে অনুপ্রেরণা দিত। সারির ট্যাকটিকাল সেশনে একটা মুহূর্ত আজও মনে আছে। কোচ আমাদের কর্নার কিকের মুভমেন্ট বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। রোনাল্ডোর তা মনে ধরেনি। বক্তব্য, এই নির্দেশ ওর দরকারই নেই। বল কোথায় পড়বে, এটা নাকি ও খুব ভাল বুঝতে পারে!'' এরপরই ঘটে সেই 'ঘাস-চিবানো' মুহূর্ত। ফ্রাবোত্তার ভাষায়, ''ও হঠাৎ কিছু ঘাস তুলে সেটা শুঁকে, তারপর মুখে পুরে দেয়। যেন বোঝাতে চায়-আমি মাঠের ঘ্রাণ থেকেই বুঝে নিতে পারি, কী করতে হবে!'' এই আচরণকে রোনাল্ডোর স্বভাবসিদ্ধ আত্মবিশ্বাসের প্রকাশ হিসেবেই দেখছেন ফ্রাবোত্তা। তাঁর সংযোজন, ''ওর সঙ্গে মাঠে নামা আমার জীবনের গর্ব। ছোটবেলায় বন্ধুদের সঙ্গে রাস্তায় ফুটবল খেলতাম, ভাবতেও পারিনি একদিন রোনাল্ডোর সঙ্গেও ময়দানে দেখা হবে!'' জুভেন্তাসে ঘরোয়া সাফল্য এলেও ইউরোপিয়ান মঞ্চে কাঙ্ক্ষিত ট্রফি ছুঁতে পারেননি সিআরসেভেন। তিন মরশুমে তাঁর গোলসংখ্যা ১০১, সঙ্গে ২৮টি অ্যাসিস্ট। কিন্তু চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জেতার স্বপ্ন পূরণ হয়নি।

মেসি যখন যেখানে সর্বোচ্চ গোলদাতা

নিজস্ব প্রতিবেদন

বয়স ৩৮ পেরোলেও বল পায়ে আগের মতোই ছন্দ ধরে রেখেছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি। এখনো আগের

মতোই গোল করছেন ও করাচ্ছেন। সদ্য শেষ হওয়া মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) নিয়মিত মরসুমই এর প্রমাণ। মরসুমে ২৮ ম্যাচে সর্বোচ্চ ২৯ গোল নিয়ে গোল করায় সবার ওপরে মেসি। অবশ্যই কোনো টুর্নামেন্টে মেসির সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার এটা একমাত্র নজির নয়। ক্যারিয়ারজুড়ে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে অনেকবার সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন মেসি। সেসব টুর্নামেন্টে মেসির সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার পরিসংখ্যান নিয়ে এই আয়োজন।

● **লা লিগায় মেসি**

লা লিগাই মূলত মেসিকে আজকের মেসি হিসেবে গড়ে তুলেছে। এখানেই তাঁর গোল করার সবচেয়ে বেশি দাপট দেখা গেছে। স্পেনের এই শীর্ষ লিগে মেসি সর্বোচ্চ ৪৭৪ গোল করে চূড়ায় অবস্থান করছেন, যেখানে তিনি মরসুমের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন আটবার। পাশাপাশি ২০১১-২২ মরসুমে সব রেকর্ড ভেঙে এক মরসুমে সর্বোচ্চ ৫০ গোল করার কীর্তিও গড়েছিলেন।

● **কোপা দেল রে**

ক্যারিয়ারে সবমিলিয়ে ৭ বার স্পেনের বার্ষিক প্রতিযোগিতা কোপা দেল রে'র ট্রফি জিতেছেন মেসি। এই অর্জনের পথে ৮০ ম্যাচে তিনি গোল করেছেন ৫৬টি। যেখানে ৫ মরসুমে সর্বোচ্চ গোলদাতাও হয়েছেন। সর্বোচ্চ ৭ গোল করেছিরেন ২০১০-১১ মরসুমে।

● **স্প্যানিশ সুপার কাপ**

মেসি স্প্যানিশ সুপার কাপের শিরোপা জিতেছেন পাঁচবার। এই টুর্নামেন্টে তিনি সব মিলিয়ে করেছেন ২০ ম্যাচে ১৪ গোল। যেখানে একক ও যৌথভাবে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন পাঁচবার।

● **চ্যাম্পিয়নস লিগ**

ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোকে চ্যাম্পিয়নস লিগের রাজা বলা হলেও সেখানে মেসির অর্জনও কম নয়। ইউরোপের শীর্ষ এই ক্লাব প্রতিযোগিতায় ৪ বার শিরোপা জেতার পথে ১৬৩ ম্যাচে তাঁর গোল ১২৯টি। যেখানে ৬ বার সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন মেসি। এ ছাড়া ইউরোপিয়ান অন্য টুর্নামেন্টগুলোর মধ্যে উয়েফা সুপার কাপেও মেসি দুবার সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন।

● **অন্যান্য**

মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) মেসির সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। ইন্টার মায়ামির হয়ে মেসি আরও একটি প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন। ২০২৩ সালে লিগস কাপে ১০ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলেন।

বার্সেলোনার হয়ে অনেক অর্জনের মধ্যে ২০১১ সালে ক্লাব বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার কীর্তিও আছে মেসির। জাতীয় দলের হয়ে ২০০৫ সালে অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলেন মেসি। এরপর ২০২১ সালে কোপ আমেরিকা (৪ গোল) এবং কদিন আগে শেষ হওয়া বিশ্বকাপ বাছাইয়েও সর্বোচ্চ গোলদাতা (৮ গোল) হয়েছিলেন মেসি।

চ্যাম্পিয়নস লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতা

মৌসুম	দল	গোল
২০০৮-২০০৯	বার্সেলোনা	৯
২০০৯-২০১০	বার্সেলোনা	৮
২০১০-২০১১	বার্সেলোনা	১২
২০১১-২০১২	বার্সেলোনা	১৪
২০১৪-২০১৫	বার্সেলোনা	১০
২০১৮-২০১৯	বার্সেলোনা	১২

এমএলএসে (নিয়মিত মৌসুম) সর্বোচ্চ গোলদাতা

সাল	দল	গোল
২০২৫	ইন্টার মায়ামি	২৯

ক্লাব বিশ্বকাপ সর্বোচ্চ গোলদাতা

সাল	দল	গোল
২০১১	বার্সেলোনা	২

কোপা আমেরিকায় সর্বোচ্চ গোলদাতা

সাল	দল	গোল
২০২১	আর্জেন্টিনা	৪

লিগস কাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা

সাল	দল	গোল
২০২৩	ইন্টার মায়ামি	১০

অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা

সাল	দল	গোল
২০০৫	আর্জেন্টিনা	৬

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতা

সাল	অঞ্চল	দেশ	গোল
২০২৬	কনমেবল	আর্জেন্টিনা	৮

কোপা দেল রে'তে সর্বোচ্চ গোলদাতা

মৌসুম	দল	গোল
২০০৮-০৯	বার্সেলোনা	৬
২০১০-১১	বার্সেলোনা	৭
২০১৩-১৪	বার্সেলোনা	৫
২০১৫-১৬	বার্সেলোনা	৫
২০১৬-১৭	বার্সেলোনা	৫

লা লিগায় সর্বোচ্চ গোলদাতা

মৌসুম	দল	গোল
২০০৯-১০	বার্সেলোনা	৩৪
২০১১-১২	বার্সেলোনা	৫০
২০১২-১৩	বার্সেলোনা	৪৬
২০১৬-১৭	বার্সেলোনা	৩৭
২০১৭-১৮	বার্সেলোনা	৩৪
২০১৮-১৯	বার্সেলোনা	৩৬
২০১৯-২০	বার্সেলোনা	২৫
২০২০-২১	বার্সেলোনা	৩০

স্প্যানিশ সুপার কাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা

সাল	দল	গোল
২০০৯	বার্সেলোনা	২
২০১০	বার্সেলোনা	৩
২০১১	বার্সেলোনা	৩
২০১২	বার্সেলোনা	২
২০১৯	বার্সেলোনা	১

উয়েফা সুপার কাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা

সাল	দল	গোল
২০১১	বার্সেলোনা	১
২০১৫	বার্সেলোনা	২

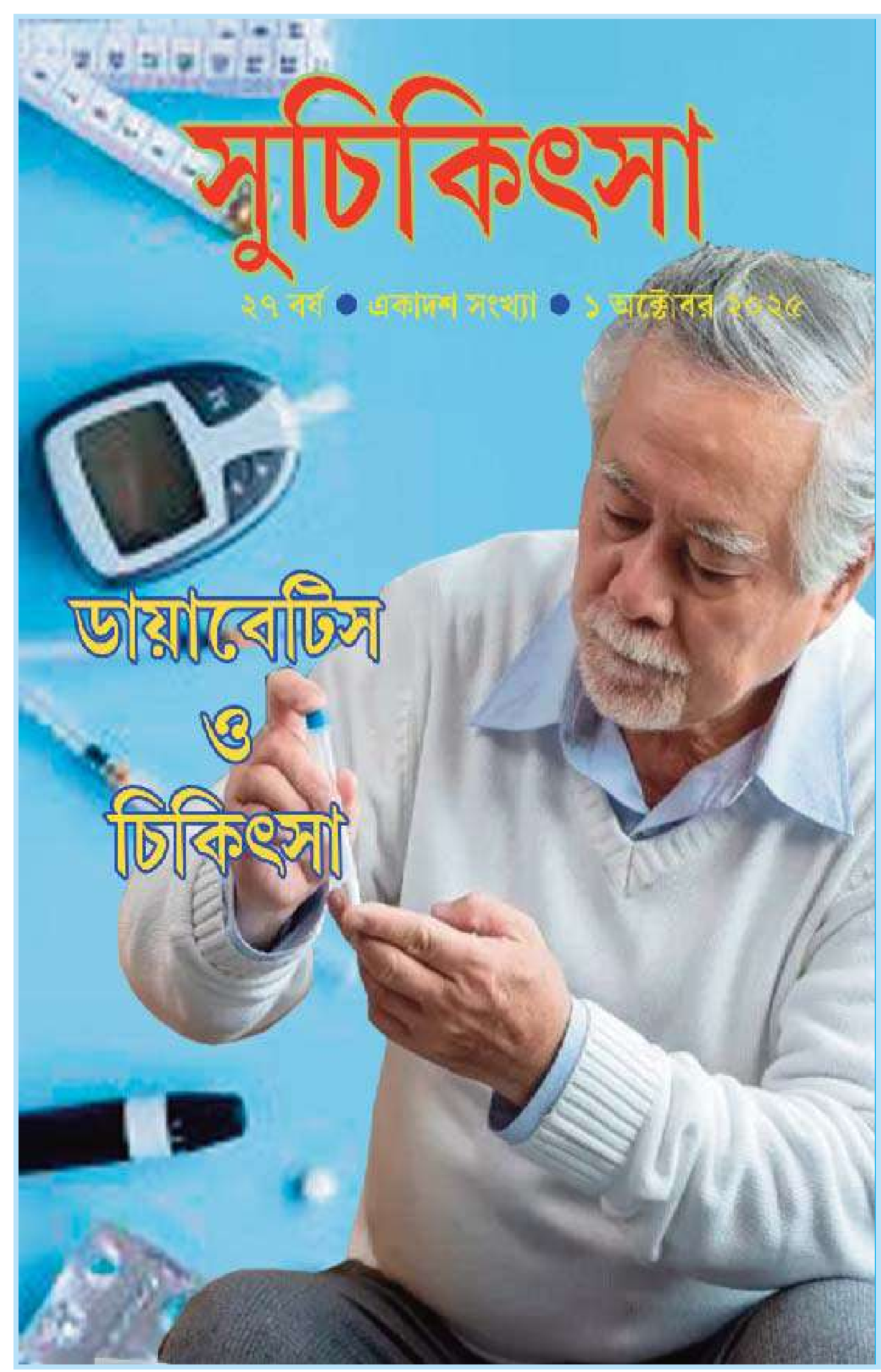

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com